উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মমতাকে মানিকের সমর্থন ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৯° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

সেলিম ছাড়া কাউকে নেতা মানবেন না হুমায়ুন ৫

ভাষাই চেনাবে অনুপ্রবেশকারী : ভাগবত
নিশানায় কি বাংলাদেশি ৭

শিলিগুড়ি ২৬ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 9 February 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 261

সময়ের কথা

বাংলায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে প্রহসন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বাংলার শিক্ষার অলিন্দে এখন পচা গন্ধ। যে শিক্ষা মানুষকে স্বাবলম্বী করার স্বপ্ন দেখায়, সেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা আজ নিজেই পঙ্গু, হাসপাতালে লাইফ সাপোর্ট-এ ধুঁকছে। ২০১৩ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে মহাসমারোহে যখন 'ন্যাশনাল ভোকেশনাল এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক'- এর নামে এক রাজকীয় রথ নামানো হল, তখন মনে হয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে কারিগরি বিপ্লবের জোয়ার আসবে। কিন্তু এক দশক বাদে দেখা যাচ্ছে, সেই রথের চাকা নয়, খোদ রথটাই মুখ থুবড়ে পড়েছে দুর্নীতির নর্দমায়। রাজ্যের ১৬১১টি স্কুলে ভোকেশনাল এডুকেশন এখন প্রহসনে পরিণত হয়েছে, যেখানে বই নেই, ল্যাব নেই, বেতন নেই- আছে শুধু এজেন্সির জুলুম আর মেকি সার্টিফিকেটের উৎসব।

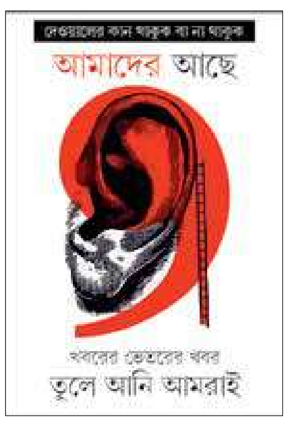

পাঠ্যপুস্তকহীন ক্লাস, ল্যাব ছাড়া প্রশিক্ষণ- বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেন চোখ বেঁধে সাঁতার শেখানোর রাষ্ট্রীয় প্রকল্প। আর এই অন্ধ সাঁতারে ডুবছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কয়েক লক্ষ পড়ুয়া। তাদের হাতে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাতে দক্ষতার সিল নেই- আছে প্রশাসনিক উদাসীনতার জলছাপ।

বিস্ময়কর হলেও এটাই সত্য, ২০১৯ সাল থেকে এই রাজ্যের ভোকেশনাল কোর্সের পড়ুয়ারা পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই পরীক্ষা দিচ্ছে, আর সরকার বাহাদুর বুক ফুলিয়ে তাদের শংসাপত্র বিলি করছেন। যে রাজ্যে পেন্সিল কাটার যন্ত্র বা রাবার কেনার জন্য টেন্ডার ডাকতে হয়, সেখানে আট বছর অতিক্রান্ত হলেও লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার হাতে সিলেবাসের একটা পাতাও পৌঁছাল না? শিক্ষকরা পকেটের পয়সা খরচ করে স্টাডি মেটেরিয়াল ফোটোকপি করে দিচ্ছেন- এ দৃশ্য কি কোনও সভ্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মানায়? নাকি ধরে নিতে হবে, কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের অভিধানে 'পাঠ্যপুস্তক' শব্দটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে?

বৃত্তিমূলক বিষয়ে পড়ানো হয় এমন ৭০ শতাংশ স্কুলেই ল্যাব নেই। ৩০ শতাংশ স্কুলে ল্যাব থাকলেও সেগুলো কার্যত ব্যবহার অযোগ্য।

এরপর দশের পাতায়

আয় তবে সহচরী... খুদের হাতে মেহেন্দি পরাচ্ছেন ঠাকুমা। বালুরঘাটের সরণ গ্রামে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

শালবাড়িতে প্রতিষ্ঠানের ভোল বদলে বিতর্ক

ছাত্র বিক্ষোভে বন্ধ ঝাঁপ, ধৃত ৩

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। প্যারামেডিকেল ও নার্সিং প্রশিক্ষণের কেন্দ্র ভোল বদলে হয়ে গেল ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। ততদিনে বহু পরীক্ষার লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব। বিনিময়ে না জুটেছে যথাযথ প্রশিক্ষণ, না মিলেছে চাকরি পাওয়ার মতো উপযুক্ত সার্টিফিকেট। এই নিয়ে পড়ুয়ারা দলবেঁধে প্রশ্ন তুলতেই সব ফেলে পগারপার ওই বেসরকারি সেন্টারের কর্তৃপক্ষ।

পড়ুয়াদের অভিযোগের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বটে। আদালত তাঁদের পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশও দিয়েছে। কিন্তু প্রচুর শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল বলে অভিযোগ। কেন্দ্রটি শিলিগুড়ির শালবাড়ি এলাকায়। যাঁরা এখন পুলিশি হেপাজতে, তাঁদের মধ্যে করিনা রাই ও শ্রীজনা খাতরি ওই কেন্দ্রের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য। ধৃত আরেকজন খেয়াল খাওয়াস ওই কেন্দ্রের ফ্যাকাল্টি বলে পড়ুয়াদের অভিযোগ।

প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্যারামেডিকেল বা নার্সিং হোক কিংবা ভোকেশনাল ট্রেনিং হোক, কেন্দ্রটির কোনও অনুমোদনই নেই। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'পড়ুয়ারা বেশ কয়েকটি অভিযোগ করেছেন। আর্থিক প্রতারণা ছাড়াও কোনও অ্যাফিলিয়েশন ছাড়া প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট চালানোর অভিযোগ রয়েছেও। সবকিছু খতিয়ে দেখে আইনত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

২০২৩ সালে শালবাড়িতে প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটটি চালু হয়েছিল। পড়ুয়াদের কথায়, দু'বছরের কোর্সে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার প্যাকেজে ভর্তি করানো হত। কিন্তু পড়ুয়ারা হঠাৎ বুঝতে পারেন, তাঁরা যেখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, সেই সংস্থার নাম বদলে গিয়েছে। ওটি টেকনিসিয়ান কোর্সের পড়ুয়া কঙ্গনা রায় চৌধুরী বলেন, 'আমি ২০২৫-২০২৭-এর ব্যাচে ভর্তি হয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, এবছর যাঁদের ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের আইডেন্টিটি কার্ডে ইনস্টিটিউটের নামে আর প্যারামেডিকেল ও নার্সিংয়ের উল্লেখ নেই। বদলে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার লেখা।'

সন্দেহ হওয়ায় শনিবার ২০২৫-২০২৭ ব্যাচের পড়ুয়ারা ডিরেক্টর বোর্ডের কর্তাদের ঘেরাও করেন। প্রতিবাদী পড়ুয়া মানসী তামাংয়ের কথায়, 'ওঁরা দাবি করেন, ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল সেন্টার একই। আমরা তখন প্রশ্ন করি, তাহলে হঠাৎ সংস্থার লেটারহেড থেকে শুরু করে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পড়ুয়াদের আইডেন্টিটি কার্ডে নাম পরিবর্তন করা হল কেন? ওরা উত্তর দিতে পারেনি।'

এই নিয়ে হুজ্জতি চলাকালীন সেন্টারের কর্তারা অফিস বন্ধ করে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে
ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

থানায় অরুণ, 'মুক্তি' অভিযুক্তদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : অপরাধ করলেও পার পাওয়া যায়! যদি গায়ে শাসকদলের তকমা থাকে। শুধু তাই নয়, পুলিশ ধরে নিয়ে গেলেও রেহাই মেলে। নকশালবাড়িতে মাঝরাতে দোকানে হামলার অভিযোগে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এক নেতা সহ চারজনকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। তাঁদের মুক্ত করতে রাতেই থানায় পৌঁছে যান খোদ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

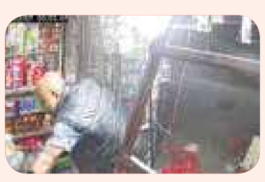

- অভিযুক্ত যুব নেতা সিগারেট চাইলে দিতে অস্বীকার দোকানদারের
- ৩০ মিনিট পর ফিরে এসে তাণ্ডব দোকানে, জখম ব্যবসায়ী
- গ্রেপ্তারের পর রাতেই থানায় সভাধিপতি, তবে ছাড়তে রাজি হয়নি পুলিশ
- পরদিন সকালে অরুণ ফের গেলে ব্যক্তিগত মুচলেকায় ধৃতদের ছেড়ে দেয় পুলিশ

রাতে পুলিশ কিন্তু ছাড়তে রাজি হয়নি কাউকে। কিন্তু রাত গড়াতে পরিস্থিতি পালটে গেল। আবার থানায় উপস্থিত হলেন সভাধিপতি। অভিযোগ, চাপের মুখে আটক চারজনকে ব্যক্তিগত মুচলেকায় ছেড়ে দেওয়া হয় থানা থেকে। পুলিশ প্রকাশ্যে সাফাই দিচ্ছে, কেউ থানায় অভিযোগ না জানানোয় ব্যক্তিগত মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সভাধিপতি অরুণ ঘোষ অবশ্য গোটা ঘটনাটিই মুখ মুছে অস্বীকার করছেন। প্রশ্ন করা হলে রবিবার তিনি পালটা বলেন, 'কোথায় কী হয়েছে? আমি কিছুই জানি না। আমি থানায় যাই না।' তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুখুটিও বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নেব।'

যদিও তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়ের কথায়, 'একটি দোকানে জিনিস কেনা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। সভাধিপতিকে নিয়ে আমরা থানায় গিয়ে ওঁদের ছাড়িয়ে এনেছি।' যাঁর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, সেই যুব নেতা ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তবে আক্রান্ত ব্যবসায়ী তপন পাল মানছেন, তাঁর দোকানে তাণ্ডব করেছেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ওই নেতা। তাঁর কথায়, 'ধারে জিনিস দিতে না চাওয়ায় হামলা করেছেন। দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। আমিও চোট পেয়েছি। এক্স-রে করিয়েছি। এরপর থেকে দোকান বন্ধ রেখেছি। অভিযোগ করে কোনও লাভ হবে না বুঝে ঝামেলা বাড়াইনি।'

নকশালবাড়ি বাজারে বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া তপনের দোকান। তাঁর অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে ওই যুব নেতা ধারে সিগারেট চাইলে দিতে অস্বীকার করেন। তখনকার মতো চলে গেলেও প্রায় ৩০ মিনিট পর ফিরে ওই নেতা তাণ্ডব শুরু করেন।

এরপর দশের পাতায়

কমিশনকে রাজ্যের অফিসার তালিকা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : আবারও কৌশলে এগিয়ে থাকার চেষ্টা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা হল। নির্বাচন কমিশনকেও চাপে রাখা গেল। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজে ৮,৫০৫ জন 'গ্রুপ বি' আধিকারিক দিতে তৈরি বলে কমিশনকে জানিয়ে দিল নবান্ন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এসআইআর মামলার দ্বিতীয় শুনানির আগে এই পদক্ষেপ যে ভেবেচিন্তে করা, তা বোঝাই যাচ্ছে।

শীর্ষ আদালতে সোমবারেরও শুনানিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকতে পারেন বলে হাওয়ায় খবর ভাসছে। যদিও

আজ ফের শুনানি, থাকতে পারেন মমতা

রাজ্য প্রশাসন বা তৃণমূল নেতৃত্ব- কেউ স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। মমতা উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, শুনানির আগে কমিশনের অভিযোগের জবাব দিয়ে রাখল তাঁর সরকার। গত ৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির সময় আদালতে কমিশনের অভিযোগ ছিল, চাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার যথেষ্ট সংখ্যক অফিসার না দেওয়াতে বাইরের রাজ্য থেকে অফিসার আনতে হয়েছে বাধ্য হয়ে।

বাইরের এই অফিসাররা কমিশনের মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁরা ঠিকমতো বাংলা জানেন না বলে নাম, পদবির বানান ভুলে অনেক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছেন বলে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। আদালত মেনেও নিয়েছিল যে, বাংলা জানা অফিসার থাকলে এই সমস্যা হত না। বানান বিভ্রাটে কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না বলে কমিশনকে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

চোখের তারা তুই...

শুরু হয়ে গিয়েছে ভালোবাসার সপ্তাহ। এই সময়জুড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় থাকছে ভালোবাসা নিয়ে নানা অভিনব কাহিনী। আজ বাগডোগরার সেরকমই এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের ছেলের সঙ্গে এক বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন। এই সুবাদে এক অনন্য নজির সৃষ্টি হয়েছিল। বাগডোগরার কাছে কমলাপুর চা বাগানের শ্রমিক ঝাড়ি ওরাওঁ-ও এমনই অন্য এক নজির সৃষ্টি করলেন। ২০২০ সালের ৭ নভেম্বর, করোনাকালের সেই অভিশপ্ত দিনে ২৬ বছরের টগবগে তরুণ সুনীল ওরাওঁকে নিয়তি কেড়ে নিয়েছিল। ঝাড়ি ও তাঁর স্ত্রী রূপনী ওরাওঁ তারপর থেকে তাঁদের ছেলের স্মৃতিকে আঁকড়ে রয়েছেন। আর অকালবিধবা পুত্রবধূ পুনমকে নিজেদের মেয়ে বানিয়ে ফেলেছেন। রবিবার সেই 'মেয়ে'রই বিয়ে হল। বাগিচা মহল্লা পুরোপুরি অন্য এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল। শ্বশুর ঝাড়ি বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বৌমার 'কন্যাদান' করলেন। ভালোবাসার সপ্তাহে মানবিকতা আক্ষরিক অর্থেই ভিন্নমাত্রা পেল।

বিয়ের আসরে নবদম্পতির সঙ্গে ঝাড়ি ওরাওঁ (ডানদিকে প্রথম)।

বাগানের ছায়াঘেরা বড়া লাইনে এদিন উৎসবের আমেজে মজেছিল। চারদিকে চারটি কলা গাছ দিয়ে সাজানো ছাঁদনাতলা, নিখুঁত আলপনা আর কার্পেটে মোড়া প্রাঙ্গণ যেন এক টুকরো আনন্দলোক। আদিবাসী সমাজের নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালি হিন্দু রীতির ছোঁয়া এদিন মিলেমিশে একাকার। কুড়ুক ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করে পুরোহিত ব্যানার্জি ওরাওঁ বিয়ের যজ্ঞ সামলালেন।

এরপর দশের পাতায়

গ্রিনহাউসে সৌরশক্তির পাইলট প্রকল্প

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : গ্রিনহাউসে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অত্যাধুনিক উপায়ে একইসঙ্গে উদ্যানপালন ও ফুলের চাষের পাইলট প্রকল্প চালু করতে চলেছে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির সহযোগিতায় এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তিমন্ত্রকের অর্থসাহায্যে কলেজ প্রাঙ্গণেই এই প্রকল্প রূপায়িত করবে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। রাজ্যে এটিই প্রথম এই ধরনের পাইলট প্রকল্প।

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'রাজ্যে এই ধরনের পাইলট প্রকল্পের এটাই সর্বপ্রথম উদ্যোগ। সাফল্য আসার পর রাজ্য সরকারকে লিখিতভাবে কলেজের পক্ষ থেকে জানানো হবে। কৃষকদের ফুল, ফল ও সবজি বাণিজ্যিকভাবে এই পদ্ধতিতে চাষের জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে। আমরাই কারিগরি প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করব।' মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক অসীম মহাপাত্র জানিয়েছেন, বিভিন্ন ধরনের ফল, ফুল এবং সবজি চাষ পাইলট প্রকল্প হিসেবে এখানে করা হবে। এই প্রাকৃতিক ও অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারের পদ্ধতিতে ফলন বেশি হবে এবং গাছের বৃদ্ধিও ভালো হবে। কলেজ প্রাঙ্গণে ইতিমধ্যে জায়গা চিহ্নিত করে প্রকল্পের মডেল নকশা তৈরি হয়েছে। বাস্তবে এটি পাইলট প্রকল্পের একটি গবেষণার কাজ। সফল হওয়ার পর প্রকল্পের পদ্ধতির পেটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নামে করার জন্য আবেদন করা হবে।

পাইলট প্রকল্পের জন্য ২০ মিটার ব্যাসার্ধের গোলাকার একটি জায়গায় গ্রিনহাউস তৈরি করা হবে। ওই গ্রিনহাউসের চারপাশে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য গোলাকৃতি পরিখা তৈরি

কলেজের উদ্যোগ

করা হবে। পরিখায় বৃষ্টির জল ধরে ওয়াটার হার্ভেস্টিং করা হবে চাষের জলের জোগানে। গ্রিনহাউসের মাথায় চিমনি থাকবে ভেতরের উত্তাপ বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। বাইরের বাতাস গ্রিনহাউসের ভেতর প্রবেশের জন্য প্রাকৃতিক ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা থাকবে। সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে লাইট জ্বালানো হবে এবং বাইরের তাপ যাতে বেশি মাত্রায় ভেতরে না ঢুকতে পারে সেজন্য প্রাকৃতিক ছাদের পাশাপাশি গ্রিনহাউসের ভেতরে বাইরের আর্দ্রতা ঢুকতে পারে সেই ব্যবস্থাও রাখা থাকবে।

ডুয়ার্সে শুমারির প্রাথমিক রিপোর্টে উদ্বেগ

নদীতে পলি, কমছে পাখি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর বুকে পলি জমেছে। নদীগর্ভ ভরাট হয়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে জলজ পাখির সংখ্যায়। চলতি বছরের পাখিশুমারির প্রাথমিক রিপোর্টের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট। গত জানুয়ারি মাস থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী ও নদী সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয়েছে জলজ পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখির গণনা। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে হওয়া এই শুমারির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, গরুমারা ও সংলগ্ন নদী এলাকায় আগের তুলনায় পাখির সংখ্যা কমেছে। তবে ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ সহ কয়েকটি অঞ্চলে পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি বাড়ায় কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'চলতি বছরের শুমারিতে জলঢাকা, তিস্তা, তোর্ষা সহ বিভিন্ন নদীতে পাখির সংখ্যা অন্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম ধরা পড়েছে। গত অক্টোবরের বন্যা পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণ বালি ও পলি জমে নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় পাখিদের স্বাভাবিক খাদ্যভাণ্ডারে প্রভাব পড়েছে।' তাঁর মতে, নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ ও

রামশাই এলাকায় চলছে ন্যাফের পাখি শুমারি। রবিবার।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরতে আরও কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। যদিও মহানন্দা ফুলবাড়ি ব্যারেজ এলাকায় তুলনামূলক বেশি পাখির উপস্থিতি কিছুটা স্বস্তি ও আশা জোগাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ন্যাফ জানিয়েছে, তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, মহানন্দা সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীবক্ষে এই সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। রবিবার গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া জলঢাকা, মূর্তি ও ডায়না নদীর সঙ্গমস্থলে শুমারির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব সম্পন্ন হয়। সকাল থেকে জলপাইগুড়ি বনবিভাগের সহযোগিতায় প্রায় বারোটি ছোট দলে ভাগ হয়ে স্বেচ্ছাসেবক ও পরিবেশপ্রেমীরা শুমারির কাজে নামেন। ঘন কুয়াশার কারণে কাজ শুরু হতে কিছুটা দেরি হলেও দিনভর বিভিন্ন প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। তালিকায় ছিল রুডি শেলডাক, নর্দার্ন ল্যাপউইং, পচার্ড, টাফটেড ডাক, মারগ্যানসার সহ একাধিক পরিযায়ী জলচর পাখি।

এই শুমারিতে অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের সদস্যরাও। সংগঠনের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'পাখিরা সাধারণত নিরিবিলি ও শান্ত পরিবেশ পছন্দ করে। কিন্তু বহু জায়গায় নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, যা ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে এখনই সচেতন হওয়া জরুরি।'

ন্যাফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুমারির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তৈরি করে বন দপ্তর ও রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের কাছে পাঠানো হবে। পরিবেশবিদদের মতে, নদী ও জলাভূমির স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করা গেলে তবেই ধীরে ধীরে ফিরবে জলজ পাখিদের নিরাপদ আবাস। প্রকৃতির এই নীরব সংকেতকে গুরুত্ব দিয়ে এখনই নদী সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ নদী বাঁচলে তবেই বাঁচবে জীববৈচিত্র্য— আর সেই সুরক্ষিত প্রকৃতির কোলে আবারও ডানা মেলবে অসংখ্য পরিযায়ী অতিথি, ফিরবে উত্তরবঙ্গের আকাশভরা পাখির কলরব, সবুজের স্বস্তি আর প্রকৃতির নির্মল প্রাণচাঞ্চল্য।

> গত অক্টোবরের বন্যা পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণ বালি ও পলি জমে নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় পাখিদের স্বাভাবিক খাদ্যভাণ্ডারে প্রভাব পড়েছে।
>
> **অনিমেষ বসু**
> কোঅর্ডিনেটর, ন্যাফ

রবিবার ছুটির দিনে দুই আলাদা প্রাণী দেখার মজা নিলেন স্থানীয়রা। শালকুমারহাটে একটি ধূসর লেঙুড় এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে বেড়াল। রামশাইয়ে জলঢাকা সংলগ্ন এলাকায় আবার একটি নীলগাইয়ের দেখা মিলেছে।

শালকুমারহাটে ধূসর লেঙুড়

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৮ ফেব্রুয়ারি : দেহ ধূসর। লম্বা লেজ। কালো মুখ। রবিবার সাতসকালে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে একটি গ্রে বা ধূসর লেঙুড় দেখা গিয়েছে বলে দাবি বন দপ্তরের। স্থানীয়রা প্রাণীটিকে চিনতে না পারায় শোরগোল সৃষ্টি হয়। বন দপ্তরের দাবি, প্রাণীটি একটি ধূসর লেঙুড়। জলদাপাড়া ইস্টের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোইয়ের কথায়, 'খবর পেয়ে গ্রামে বনকর্মীদের পাঠানো হয়। প্রাণীটি এখানকার নয়। বাইরে থেকে এসেছে। নজর রাখা হচ্ছে।'

লেঙুড়টি শিমুল গাছ থেকে লাফ দিয়ে চলে আসে পরিমল রায়ের বাড়িতে। পরিমল বলেন, 'আমার বাড়ির শৌচাগারের ছাদে প্রায় এক ঘণ্টা ছিল। বিস্কুট দিয়েছিলাম। খেয়েছে। তারপর রান্নাঘরের ছাদে লাফ দিলে একটি পুরোনো টিন ভেঙে যায়।' সেখান থেকে লেঙুড়টি নির্মল রায় ও নরেশ রায়ের বাড়িতে যায়। নরেশ বলেন, 'এমনিতে আমাদের গ্রামে হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ ঢুকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে। এই প্রাণীটি সেরকম ক্ষতি করেনি।'

লেঙুড়টি দেখতে ভিড় করেন স্থানীয়রা। নবম শ্রেণির পড়ুয়া প্রতিমা রায় বলে, 'এরকম প্রাণী আগে দেখিনি।' কলেজ পড়ুয়া কৌশিক

বিস্কুট খাচ্ছে ধূসর লেঙুড়।

রায় প্রাণীর ছবি তুলেই গুগলে সার্চ করে দেখেন এটি গ্রে লেঙুড়। কৌশিকের কথায়, 'এদিন অনেকেই প্রাণীটিকে উত্ত্যক্ত করতে চাইছিল। আমরা আপত্তি করি।' বন দপ্তর জানিয়েছে, গ্রে লেঙুড় হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল, ভুটানে দেখা যায়।

রামশাইয়ে নীলগাই

ময়নাগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : রবিবার জলঢাকা, মূর্তি ও ডায়না নদীর সংযোগস্থলে স্থানীয় জলজ পাখি ও পরিযায়ী পাখিশুমারি চলাকালীন কর্মীদের একাংশ প্রথমবার স্পষ্টভাবে একটি নীলগাই দেখতে পান। রামশাই ও নাথুয়ার জঙ্গল সংলগ্ন জলঢাকা নদীর চর এলাকাতেও প্রায় প্রতিদিনই নীলগাই দেখা যাচ্ছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

সাধারণত গরুমারা বা জলপাইগুড়ি বনাঞ্চলে নীলগাইয়ের দেখা মেলে না। রামশাই বনাঞ্চলে হঠাৎ নীলগাইয়ের দেখা মেলায় রহস্য ঘনীভূত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'বনকর্মীরাও নীলগাইটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং নিরাপত্তা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে।'

ভাণ্ডারায় প্লাস্টিক বারণ, রান্না গ্যাসে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তী। তবে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভাণ্ডারাগুলিতে প্লাস্টিকের জলের বোতল সহ প্লাস্টিকের কোনও সামগ্রী রাখা যাবে না। বিকল্প হিসাবে থাকবে জলের ড্রাম। সেক্ষেত্রে কাগজের গ্লাস রাখতে বলা হয়েছে। কাঠের উনুনে রান্না করলে পরিবেশের ক্ষতি হয়। বন্যপ্রাণীদেরও সমস্যা হয়। ব্যবহার করতে হবে এলপিজি গ্যাস। বন দপ্তর ইতিমধ্যেই ভাণ্ডারা কমিটিগুলিকে এই নির্দেশ দিয়েছে। তারাও সম্মতি জানিয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মহাকাল মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা থাকছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব বিভাগের এডিএফও সায়ক দত্ত জানিয়েছেন, গাড়ির ছাড়পত্রের দিকেও বিশেষ নজরদারি দেওয়া হচ্ছে। বিগত বছরগুলোয় শুধু বন দপ্তর থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হলেও এবছর ওই ছাড়পত্রে থাকবে পুলিশ আধিকারিকদের স্বাক্ষর। বন দপ্তরের সঙ্গে পুলিশও জয়ন্তী যাওয়া গাড়িগুলোয় নজর রাখবে। জেলার ভাণ্ডারা কমিটির সদস্য পুলক মিত্র বলেন, 'বন দপ্তর যে নির্দেশ দিয়েছে সেইমতো কাজ করা হবে। জঙ্গলের ক্ষতি হোক বা বন্যপ্রাণীদের সমস্যা হোক সেটা আমরা চাই না।' কিশনগঞ্জের আরেক ভাণ্ডারা কমিটির সদস্য শুভজিৎ শেখর বলেন, 'এ এবছর বন দপ্তর বেশি কড়াকড়ি করছে। সব নিয়ম শোনা হচ্ছে।'

এতদিন শিবরাত্রির সময় ভাণ্ডারাগুলি থেকে খাবারের সঙ্গে

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জয়ন্তীতে ভাণ্ডারা তৈরি হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

জলের বোতল দেওয়া হত। বন দপ্তরের বক্তব্য, ওই বোতলগুলো জয়ন্তী নদীর বিভিন্ন জায়গায় ও জঙ্গলের আশপাশে ছড়িয়ে থাকে। এবার বোতলের বদলে জলের ড্রাম রাখতে হবে। ছোট মহাকাল ভারতে হলেও বড় মহাকাল ভুটান সীমান্তে। জয়ন্তী নদী পেরিয়েই বড় মহাকালে যেতে হয়। সীমান্তজুড়ে নজরদারি থাকে প্রশাসনের। পুরো এলাকাটা বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত, ফলে বন দপ্তর বিশেষ নজরদারি চালায়।

নিয়মের গেরোয় পর্যটকরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৮ ফেব্রুয়ারি : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য ট্রাইবাল ফোক ডান্সের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু শালকুমার গেট দিয়ে সাফারির গাড়িতে যে সকল পর্যটক প্রবেশ করেন, তাঁরা এই নৃত্যানুষ্ঠান দেখার সময় পান না। অথচ মাদারিহাট গেট দিয়ে যাঁরা প্রবেশ করেন, তাঁরা দেখতে পান।

এর কারণ হিসেবে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ জানান, কার সাফারির টিকিটে লেখা রয়েছে- পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশ করতে হবে বিকেল সাড়ে ৩টায়। আর বের হতে হবে ৫টার মধ্যে। সেখানে শালকুমার গেট দিয়ে যাঁরা আসছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ মাদারিহাট দিয়ে যাঁরা আসছেন,

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আদিবাসী নাচ দেখতে ভিড়।

তাঁদের বের হওয়ার কোনও সুনির্দিষ্ট সময় নেই। কোনও সাফারির গাড়ি ৬টায় বের হচ্ছে, কোনও গাড়ি সাড়ে ৬টায় বের হচ্ছে। এখানে কেউ ব্যাপারটা নিয়ে নজরদারি করেন না।

শালকুমার গেটের ট্যুরিস্ট গাইড গৌরাঙ্গ রায় বলেন, 'সময়ের যত কড়াকড়ি আমাদের এই শালকুমার গেটের পর্যটকদের জন্য। বিকাল ৫টার মধ্যেই জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসতেই হবে। অথচ ট্রাইবাল ফোক ডান্স শুরুই হয় বিকাল ৫টায়।' এক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা ভ্রমণের সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ট্রাইবাল ফোক ডান্সের কর্ণধার শম্ভু সুবা। এ ব্যাপারে একাধিকবার ফোন করলেও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ফোন রিসিভ করেননি। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জলদাপাড়ার বনাধিকারিকদের প্রতি। তাঁর মন্তব্য, 'বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে নিয়মিত মিটিং হয়। অথচ জলদাপাড়ার ক্ষেত্রে মিটিং ঠিকমতো হয় না।' ট্রাইবাল ফোক ডান্সের সময় বাড়ানো নিয়ে তিনি কথা বলবেন বলে জানান।

অ্যাফিডেভিট

আমি প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, পিতা অখিল চন্দ্র রায়, গ্রাম হোকদহ-১, থানা সাহেবগঞ্জ, জেলা কুচবিহার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে Prafulla Ray থাকায় দিনহাটা ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 24/01/26 ইং অ্যাফিডেভিট বলে Prafulla Chandra Ray হলাম। Prafulla Chandra Ray & Prafulla Ray একই ব্যক্তি। (DS)

•

আমার তথ্যাদিতে আমাদের পদবি Roy-এর পরিবর্তে Rai ভুলবশত ছাপা হয়েছে। আধার কার্ড নং 4244 1783 9417 আমার এবং বাবার পদবি ভুল ছাপা হয়েছে। I.T. PAN No.ASCPR0072K আমার এবং বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 05-02-26, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Raju Roy, Raju Rai এবং Raju, বাবা Ramesh Roy, Ramesh Rai এবং Romesh Rai এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ও পো: গোপালপুর, থানা-পুন্ডিবাড়ি, জেলা:কোচবিহার, পিন: 736133. পশ্চিমবঙ্গ,ভারত। (C/119546)

•

ভোটার তালিকা 2002, ক্রমিক নং 1028, 06-সিতাই বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র, অংশ নং 145 বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 06-02-26 (C.J. Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Khaidar Hossain Sarkar এবং Saiyed Hossain Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার পুরো, শুভ এবং সঠিক নাম Khaidar Hossain Sarkar সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। Rahidur Hossain Sarkar, মান্টুদাসগুপ্তপল্লি, ওয়ার্ড নং-01, থানা: কোতোয়ালি, পো: এবং জেলা: কোচবিহার, প:ব:। (C/119544)

•

5-কোচবিহার পশ্চিম বিধানসভা নির্বাচন তালিকা-2002, অংশ নং 147, ক্রমিক নং 467 আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 02-02-26, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Hirabala Roy এবং Nergendi Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Hirabala Roy সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভবিষ্যতে জটিলতা এড়াতে এই হলফনামা পেশ করলাম। আমার স্বামী Kamal Roy, গ্রাম: বড় নলঙ্গীবাড়ি, পো: হাড়িভাঙ্গা, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: কোচবিহার। প:ব:। (C/119545)

অ্যাফিডেভিট

I Subradip Basak, S/o. Dulal Basak, Residing at Netaji Para, Dhupguri, do hereby declare by Affidavit that Subradip Basak & Subhradip Basak is same person in all purpose vide Notary Public at Jalpaiguri on 24 Sept., 2024. (C/120559)

•

আমার জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত ০৫/০২/২০২৬ তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Jishu Raha এবং Jishanku Raha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (CR-No.120256)

•

আমার ভোটার কার্ডে ভুলবসত Gopal Raha আছে। গত ০৫/০২/২০২৬ তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Gopal Chandra Raha এবং Gopal Raha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (CR No.120257)

•

আমি Mithu Roy জানাইতেছি যে D.L. এ বাবার নাম ভুল থাকায় 30.01.26 E.M. Court Jal অ্যাফিডেভিট বলে Bishnu Roy-এর পরিবর্তে Bieshu Roy করা হইল। উভয় একই ব্যক্তি। (C No.-120255)

•

আমি Abu Chalam Azad পোস্ট ভোটপাট্টি, জেলা-জলপাইগুড়ি, আমার মেয়ের বার্থ সার্টিফিকেটে Abu Salam Azad আছে। উল্লেখ থাকে যে, গত 05-02-26 তাং Judicial Magistrate 1st Court Jalpaiguri Affidavit বলে Abu Chalam Azad হইলাম। (A/B)

•

আমি Rupabati Barman স্বামী Nitish Barman। আমার আধার কার্ড এবং ভোটের কার্ডে নামের অমিল থাকায় বিভিন্ন কাজে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গত 02/02/2026 ইং তারিখে Mathabhanga Before the Notary Public কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Rupabati Barman, Rupabati Burman, Upamati Barman একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হয়েছি। যার সিরিয়াল নম্বর 726। গ্রাম+পোস্ট-বালাসুন্দর, থানা-ঘোকসাডাঙ্গা জেলা-কোচবিহার।

অ্যাফিডেভিট

আমি দীপক রায়, পিতা জয়ন্ত নারায়ণ রায়। গ্রাম, 182 সারোহাটি, পোস্ট শৌলমারি, থানা মেখলিগঞ্জ, জেলা কুচবিহার। আমার ছেলে Ujjal Ray জন্ম শংসাপত্র নং CBD/296/2015. ভুলবশত পিতার পদবি Adhikary হওয়ায় মেখলিগঞ্জ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Dipak Roy হলাম। Dipak Roy ও Dipak Adhikary একই ব্যক্তি। (DS)

•

আমি শৈব্যা অধিকারী (Epic No - WB/01/007/429889), স্বামী চন্দ্রমোহন অধিকারী (Epic No - WB/01/007/429062)। দিনহাটা ৭ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ২০০২ এর ভোটার লিস্টে (পার্ট নং 144, Sl No - 55) আমার নাম শৈব্যা অধিকারী, স্বামী ফুলকান্ত অধিকারী, অন্যদিকে ২০০২ এর ভোটার লিস্টে (পার্ট নং 144, Sl No - 41) স্বামীর নাম ফুলকান্ত অধিকারী, পিতা দুধকণ্ঠ অধিকারী। আমার মৃত স্বামীর নাম আধার ও ভোটার কার্ডে চন্দ্রমোহন অধিকারী রয়েছে।

আমার দুই ছেলে Dulal Adhikari (Epic No - KRM 2639565.) Mrinal Adhikary (Epic No - KRM 2323921)। দিনহাটা JM (1st Class) কোর্টে 06/02/26 তারিখে 1911 নম্বর অ্যাফিডেভিট বলে শৈব্যা অধিকারী স্বামী মৃত চন্দ্র মোহন অধিকারী (Chandra Mohan Adhikari, Chandra Mohan Adhikary ও Fulkanta Adhikari একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল।) শৈব্যা অধিকারী, সাকিন - টিয়াদহ, সাহেবগঞ্জ। (SM)

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of CC Road as per NIT No.-**24/HRP/PS/DD/25-26/1st Call, Dated: 06.02.2026.**

Last date of submission- 13.02.2026 upto 15:00 PM

Date of opening tender-16.02.2026 after 11:00 AM

Sd/-
Executive Officer
Harirampur Panchayat Samity
Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

মৌমিতা ঘোষ দাস এবং রাজেশ দাস রাঁধবেন **চকোলেট অ্যাপল ডোনাট** এবং **চকোলেট রাওয়া আপ্পাম**। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ অনুসন্ধান, দুপুর ১.০০ অগ্নি, বিকেল ৪.১৫ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ সিঁথির সিঁদুর, রাত ১০.৪৫ শাপমোচন

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রহমত আলি, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.৩০ প্রেমী, রাত ৮.০০ বারুদ, ১১.০০ মন জানে না

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আশা ও ভালোবাসা, বেলা ১১.৩০ লোফার, দুপুর ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৫.০০ মেমসাহেব, সন্ধে ৭.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১০.০০ পিতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিঃশ্বাস

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেমসঙ্গী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ক্রিমিনাল

জি বলিউড : বেলা ১১.৩৪ খুন ভরি মাঙ্গ, দুপুর ২.১৬ রাম তেরি গঙ্গা মইলি, বিকেল ৫.২৬ জানোয়ার, রাত ৮.৫৯ নদিয়া কে পার

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.১৭ চেন্নাই এক্সপ্রেস, দুপুর ১.০৭ হাউসফুল-ফাইভ, বিকেল ৪.৪২ দরবার, সন্ধে ৭.৫০ পুলিশ ডায়েরি, রাত ১০.৩০ গোলমাল ফান আনলিমিটেড

স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.২৬ এক্সপ্রেস খিলাড়ি, দুপুর ১.৩১ কহিঁ পেয়ার না হো জায়ে,

হাউসফুল-ফাইভ দুপুর ১.০৭ স্টার গোল্ড

অনুসন্ধান সকাল ১০.০০ জলসা মুভিজ

বিকেল ৪.০৫ এসিপি শিবা, সন্ধে ৬.৫২ গোলমাল-থ্রি, রাত ৯.৩১ মধাগজা

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.৫০ আশিকি, বিকেল ৪.৫২ বড়ে ঘর কি বেটি, সন্ধে ৭.৫২ জুনুন, রাত ১০.২৮ বীর গতি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.২০ জয় বিক্রান্তা, বিকেল ৩.২০ ডর, সন্ধে ৬.৫০ ভাগম ভাগ, রাত ১০.২০ টাইগার জিন্দা হ্যায়

ওয়াইল্ড তানজানিয়া দুপুর ২.৪৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। প্রেমে শুভ। বৃষ : পুরোনো বন্ধুর সহযোগিতায় খুব ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। মন ভালো রাখতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। মিথুন : কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব এবং চাপ বাড়বে। আর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে আজ দেখা হবে। কর্কট : বাড়ি সংক্রান্ত কোনও সমস্যার সমাধান আজ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়ানোর চেষ্টা করুন। সৃজনশীল কাজে ঝোঁক বাড়বে। সিংহ : জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বাড়ির কোনও বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কন্যা : ভ্রমণের জন্য নতুন পরিকল্পনা সফল হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রায় ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা কেটে যাবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। তুলা : সুবক্তা হিসেবে সমাজে আপনার প্রতিপত্তি বাড়বে। সন্তানের পড়াশোনায় আগ্রহ দেখে মানসিক চাপ কেটে যাবে। বৃশ্চিক : পরিবারের সদস্যদের কথার গুরুত্ব দিন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা শেয়ার করবেন না। বেহিসাবে খরচে রাশ টানুন। ধনু : গবেষণা বা বিশ্লেষণধর্মী কাজের সঙ্গে যুক্তরা আজ বিশেষভাবে সম্মানিত হতে পারেন। ঈশ্বরচিন্তায় মন শান্ত হবে। মকর : বহুজাতিক কোম্পানিতে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : স্ত্রীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কাটবে। মীন : পুরোনো কোনও স্মৃতির জন্য মনে সামান্য অবসাদ দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কারও সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়ানো এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২০ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, ২৬ মাঘ, সংবৎ ৮ ফাল্গুন বদি, ২০ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৫।২৫। সোমবার, অষ্টমী অহোরাত্র। বিশাখানক্ষত্র অহোরাত্র। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ১।৫৩। বালবকরণ রাত্রি ৬।৪৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মহান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১।৫৭ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৪।২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৫৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।২৩ গতে ২।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৮ গতে ৪।৫১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মহাশোলের বুড়িবালাসন বুজিয়ে নির্মাণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ ফেব্রুয়ারি : যে নদীতে একটা সময় কালবোস, মহাশোল, খোলসা, বাতাসি, দারিকে, কাকলে, বৌমাছের জন্য মৎস্যজীবীরা জাল ফেলে মাছ ধরতেন, আগে যেখানে বছরভর জল থাকত, আজ সেই বুড়িবালাসনকে কার্যত আর নদীই বলা চলে না। বাস্তবে এটি নালার আকার নিয়েছে। নদী দখল করে কংক্রিটের পিলার তুলে বাড়িঘর, দোকান তৈরি হয়ে গিয়েছে। আবর্জনা ফেলে নদীর বুক ভরাট করে ফেলা হচ্ছে। দিনকে দিন মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে এই নদী।

এখন বুড়িবালাসনকে দেখলে নদী নয়, নালা বলে মনে হবে। অভিযোগ, নদীকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত করেছেন ভুজিয়াপানি, লোকনাথনগর, বুড়িবালাসন, অশোকনগর, ভুজিয়াপানি রেলবস্তি এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। যত রকমের বর্জ্য পদার্থ আছে, সবই ফেলা হয়েছে এই নদীর মধ্যে। পাড়ার নিকাশিনালা, এমনকি সেপটিক ট্যাংকের সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে নদীর সঙ্গে। ফলে নদীর জল দূষিত হচ্ছে। নদীর পাড়েই বাড়ি এবং ছোট্ট দোকান রয়েছে রমেন বর্মনের। রমেন বলেন, 'সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা এখানে এসে আবর্জনা ফেলছেন। মানা করলে ঝগড়া করেন। নদীতে দূষণের জেরে দুর্গন্ধে থাকা যায় না। দোকানে খদ্দের এসে বসতে পারে না।'

কংক্রিট ও আবর্জনায় ভরা বুড়িবালাসন নদী। -সংবাদচিত্র

এই এলাকায় লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মমতা বর্মনের বাড়ি। মমতার কথায়, 'নদী দূষণ করছে মানুষ। শুধু নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মানুষই আবর্জনা ফেলেন তা নয়, বাইরের লোকজনও এসে আবর্জনা ফেলে চলে যান। মানুষ সচেতন না হলে নদী দূষণ রোধ করা যাবে না।'

তবে নদী দখল করে ঘরবাড়ি, দোকান তৈরি হয়ে যাওয়া এবং নদীর বুকে আবর্জনা ফেলার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিডিও প্রণব হাজরা বলছেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানাব পদক্ষেপ করার জন্য।'

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য বিপ্লব রায় বুড়িবালাসন নদীর দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'দূষণের ফলে নদীর আজ এই হাল। দূষণ রুখতে পদক্ষেপ করা উচিত। নদীর গতিকে সংকুচিত করে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ।'

চোপড়ায় নেই শৌচালয়, জঞ্জালের পাহাড়

মনজুর আলম

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : শৌচালয়ের অভাব, আবর্জনার বাড়বাড়ন্ত। সদর চোপড়ায় নাগরিক পরিষেবার অভাব নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন গ্রামীণ এলাকা থেকে বহু মানুষ বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে এখানে সমবেত হন। কিন্তু একাধিক নাগরিক সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ উঠছে। গোটা সদর এলাকায় কোনও সুলভ শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। ফলে বাইরে থেকে আসা মানুষজন, বিশেষ করে মহিলারা চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। বাসস্টপ এলাকার বাসিন্দা ভক্তি প্রামাণিক জানান, শৌচালয় না থাকায় অনেক সময় মহিলাদের নিজের বাড়ির শৌচাগার ব্যবহার করতে দিতে হয়। এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান জানান, জায়গার সমস্যার কারণেই মূলত সুলভ শৌচালয় ও যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়ে দ্রুত আলোচনায় বসবেন বলে প্রধান আশ্বাস দিয়েছেন। বাসিন্দারা অবশ্য আশ্বস্ত হতে পারছেন না। রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকার বাসিন্দা শামিম আলমের অভিযোগ, রাস্তার ধারের ফাঁকা জমিতে আবর্জনা জমিয়ে ভাগাড়ে পরিণত করা হয়েছে। দুর্গন্ধে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর পাইপলাইনের কাজ করলেও জল সরবরাহের কোনও উদ্যোগ নেয়নি। গুদরি বাজার এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। ব্যবসায়ী কমল রায় জানান, এলাকায় নলকূপ না থাকায় অনেক দূর থেকে জল বয়ে আনতে হচ্ছে। চোপড়া বাসস্টপ এলাকায় যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় নিত্যযাত্রীরা রোদ-বৃষ্টিতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। প্রায় দুই বছর আগে এখানে একটি হাইমাস্ট লাইট বসানো হয়েছিল। সেটি বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়ায় সন্ধ্যার পর গোটা এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে স্থানীয়দের দাবি। দ্রুত সমস্ত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

> **রাস্তার ধারের ফাঁকা জমিতে আবর্জনা জমিয়ে ভাগাড়ে পরিণত করা হয়েছে। দুর্গন্ধে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।**
>
> **শামিম আলম**
> স্থানীয় বাসিন্দা

সর্ষেখেতে কীটনাশক স্প্রে করছেন কৃষক। চম্পাসারিতে রবিবার। ছবি : দীপেন্দু দত্ত

এখনও হদিস মেলেনি দম্পতি ও বধূর

বারবার বয়ান বদলে বাড়ছে রহস্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ঢাকনিকাটা এলাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া তিনজনের এখনও কোনও হদিস পেল না প্রধাননগর থানার পুলিশ। এক দম্পতি সহ এক গৃহবধূ এখনও নিরুদ্দেশই রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তিনজনের সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরোনো পার্বতী সরকারকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁদের ফোন করা হয়েছিল। প্রথমে ওই ফোনে রিং হলেও পরে তা সুইচড অফ হয়ে যায়। এই ঘটনায় বারবার বয়ান বদলে পার্বতীকে ঘিরেও রহস্য বাড়তে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে নিখোঁজ হওয়া ওই তিনজনের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করতে চাইছে পুলিশ। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'মোবাইল নম্বরগুলো সিভিআর-এ দেওয়া রয়েছে। রিপোর্টের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি।'

প্রথমে গ্রেপ্তার হওয়া পার্বতী দাবি করেছিলেন, তাঁরা চারজন একসঙ্গে রাজস্থানের জয়পুর গিয়েছিলেন। তারপর বাকি তিনজন জয়পুর থেকে অন্য জায়গায় চলে যান। চলে যাওয়ার সময় দম্পতির সঙ্গে নিরুদ্দেশ হওয়া বধূ নিজের দশ বছরের বালককে তাঁর হাতে দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন পার্বতী। যদিও পরবর্তীতে বয়ান বদলে পার্বতী জানিয়েছিলেন, জয়পুর থেকে চারজনেই সারারাত বাসে করে অন্য একটি জায়গায় বিলাসবহুল বাড়িতে উঠেছিলেন। দুইদিন সেই বাড়িতেই চারজন ছিলেন। এরপরই ওই গৃহবধূ পার্বতীর কাছে নিজের সন্তানকে বাড়িতে দিয়ে আসতে বলেন।

এখানেই প্রশ্ন, ওই বিলাসবহুল বাড়ির মালিকের খোঁজ তাঁরা পেলেন কোথা থেকে? হঠাৎ করেই চারজন সেই বাড়িতে গেলেন কেন? দুইদিন থাকার পর পার্বতীর হাত দিয়ে ওই মহিলা কেন তাঁর দশ বছরের সন্তানকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন? প্রশ্ন উঠছে, তাহলে ওই গৃহবধূ কি আর ফিরে আসতে চাননি? ওই বাড়িতেই তাঁরা কেন থেকে যেতে চাইলেন? কীসের ভিত্তিতেই বা তাঁদের ওই বাড়ি মালিক রাখলেন?

পুলিশের ধারণা, পার্বতী ওই বালককে রেখে দিয়ে ওই বিলাসবহুল বাড়িতেই ফিরে যেতেন। প্রশ্ন উঠছে, পুলিশের তরফে ওই বাড়িতে কেন অভিযান চালানো হচ্ছে না?

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ওই বাড়িটি কোন এলাকায়, তা স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি পার্বতী। তিনি দাবি করেছেন, ওই দম্পতির কথা মতো তিনি রাতের দিকে বাসে উঠে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। অন্ধকার থাকায় বাড়িটি কোন এলাকায় রয়েছে, তা চিনতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, গত মাসের মাঝামাঝি ঢাকনিকাটা এলাকার বাসিন্দা পার্বতী সহ ওই তিনজন কিশনগঞ্জে রান্নার কাজের উদ্দেশ্যে বের হন। দম্পতির সঙ্গে নিখোঁজ হওয়া এক গৃহবধূর স্বামীর অভিযোগ, চলতি মাসের ৪ তারিখ তাঁর ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন পার্বতী। কিন্তু পার্বতীর কাছে স্ত্রীর সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর সন্দেহ হয়। এরপরই তিনি প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরেই গ্রেপ্তার করা হয় পার্বতীকে। ওই গৃহবধূর স্বামীর কথায়, 'জানি না আমার স্ত্রী কেমন রয়েছে। স্ত্রীকে পুলিশ খুঁজে নিয়ে আসুক।'

- পার্বতীর দাবি, তাঁরা কিশনগঞ্জে রান্নার কাজের উদ্দেশ্যে বের হন
- কিন্তু এক নাবালককে নিয়ে পার্বতী ফিরে এলেও বাকিদের হদিস মেলেনি
- তাঁরা কোন বাড়িতে উঠেছেন, তার ঠিকানাও বলতে পারেননি পার্বতী

> **ওই তিনজনের কাছে থাকা মোবাইল নম্বরগুলো সিভিআর-এ দেওয়া রয়েছে। আমরা রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছি।**
>
> **-বাসুদেব সরকার**
> আইসি, প্রধাননগর থানা

রান্নাঘরে আগুন

খড়িবাড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ির পাহাড়িভিটা গ্রামে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি বাড়ির রান্নাঘর। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ মানতোষ মাহাতো নামে এক ব্যক্তির রান্নাঘরে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। তখন পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। মানতোষ বলেন, 'চিৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে। প্রতিবেশীরা এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত দেন। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।' মানতোষের স্ত্রী অমৃতা বলেন, 'সাধারণত ওই ঘরেই শাশুড়ি থাকেন। ওখানেই রান্না করা হয়। কিন্তু গতকাল শাশুড়ি বাচ্চাদের সঙ্গে পাশের ঘরে ছিলেন। রান্নাঘরের আসবাবপত্র, খাবার ও শাশুড়ির ব্যবহারের যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে।' খবর পেয়ে রবিবার ঘটনাস্থলে আসেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। তিনি এদিন পরিবারটির হাতে কিছু সাহায্য তুলে দেন।

প্রস্তুতি সভা

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ ও সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে ১২ ফেব্রুয়ারি শিল্প ধর্মঘট ঘিরে রবিবার দাসপাড়া ফুটবল মাঠে প্রস্তুতি সভা হয়। এদিনের সভায় সিআইটিইউ ও এনইউপিডব্লিউ-এর স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। শ্রমিক নেতাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রমকোড বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে শিল্প ধর্মঘট নিয়ে এদিন আলোচনা হয়।

উরস উৎসব

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটগাঁও গ্রামে রবিবার দরবেশ শাহ হাকিমউদ্দিন রাহমাতুল্লাহর মাজার শরিফে উরস উৎসব জমে ওঠে। উৎসব কমিটির সদস্য তথা এলাকার প্রাক্তন প্রধান আবদুল রাজ্জাক বলেন, 'এবার ৭৭তম উরস উৎসব পালিত হচ্ছে। উৎসব ঘিরে দিনভর বহু মানুষের সমাগম হয়। মাজার চত্বরে মেলাও জমে ওঠে।'

নাম বাদ যাবে না তো, আশঙ্কায় অনেকে

নথি দেখিয়েও কমেনি আতঙ্ক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শুনানিতে অংশ নিয়েছেন। নথিপত্রও দেখিয়েছেন। তবু যেন আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না। এলাকার অর্ধেক বাসিন্দাকেই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-এর শুনানিতে ডাকার ঘটনায় কিছুদিন আগেই তিনবাত্তি মোড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন এলাকাবাসী। ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ির সেই সব বাসিন্দাই শুনানিতে অংশও নিয়েছিলেন। কিন্তু শুনানিতে অংশ নিয়ে কাগজপত্র দেখানোর পরও তাঁদের অনেকেই যেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না। রবিবার কামরাঙ্গাগুড়িতে তেমনই আশঙ্কার কথা শোনা গেল।

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির জন্য ডাক পেয়ে শুনানিতে গিয়ে নথিপত্র দেখানোর পরও কেন ভয়?

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ রফিক বললেন, 'এসআইআর নিয়ে যে আবহ তৈরি হয়েছে, তাতে আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। নিজের নামের বানান ভুল বা পদবি আলাদা হওয়ায় সম্পর্ক প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে হয়রানির মধ্যে পড়েছিলেন। যতক্ষণ না এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকায় নিজের নাম দেখতে পাব, ততক্ষণ ভয় কাটবে না।'

নাম কেটে গেলে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এমন আতঙ্ক যে অনেকের মধ্যেই কাজ করছে, তা জানালেন চা বিক্রেতা রহিমা খাতুন। খদ্দেরদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে রহিমা বলেন, 'বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ভয়ে চুনাভাটি এলাকার এক ব্যক্তি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। গরিব মানুষ কতটা কাগজপত্র দেখাতে পেরেছেন, জানি না। সেই জায়গা থেকে ভয় থাকাটা স্বাভাবিক।'

এদিকে, এনজেপির গেটবাজারে বসে ছোট মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ার কাজ করছিলেন শম্পা দাস। কাজলি মাছ কাটতে কাটতে শম্পা এক খদ্দেরকে বলতে থাকেন, 'এসআইআর-এর শুনানিতে আমার স্বামীর বিভিন্ন কাগজপত্র চেয়েছিল। স্বামী ২০ বছর আগে মারা গিয়েছেন। সেই সময় তো অত কাগজ বানানোর বালাই ছিল না। তাই শুনানিতে আমার কাছে যে ক'টা কাগজ ছিল, তাই দিয়ে এসেছি। আধিকারিকদের বলেছি, স্বামীর আর কোনও কাগজ নেই। এরপর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিলে জানি না কী করব।' শুধু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা শম্পাই নন, শুনানির পরও অনেকে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সহ আশপাশের বিধানসভা এলাকায় শুনানির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় এখনও শুনানি চলছে। এদিকে, রাজগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল বলেন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় ৬৯ হাজার ৫৪৯ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৪ হাজার ১০০ জনের শুনানি হয়েছে। কত নাম বাদ যাচ্ছে, তা এখন বোঝা সম্ভব নয়।'

ফুলবাড়ির বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম তাঁর পরিবারের সাত সদস্যের সঙ্গে শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন। রফিকুলের কথায়, 'পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক প্রমাণ করতে যতগুলি কাগজ ছিল, তা শুনানির সময় দিয়েছি। এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকবে কি না, তা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছি।'

বাবার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক প্রমাণ করতে হিমসিম খেতে হয়েছিল বাঘাযতীন কলোনির বাসিন্দা দেবী সরকারকে। ময়নাগুড়িতে বিক্রি করে দেওয়া পৈতৃক জমির কাগজপত্র খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হয়েছিল। দেবীর কথায়, 'বিক্রি করে দেওয়া জমির সেই কাগজ নিয়ে এসেছিলাম। বহু বছর আগে বন্যায় বাড়ির সমস্ত কাগজপত্র ভেসে গিয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর সেই কাগজ আর তৈরি করা হয়নি। জানি না আগামীদিনে ভোট দিতে পারব কি না।' শিলিগুড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন আধিকারিক বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন, 'কারও নাম বাদ গেলে জেলা শাসকের কাছে আবেদন করতে পারবেন। আমাদের এখানে শুনানির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

> **নিজের নামের বানান ভুল বা পদবি আলাদা হওয়ায় সম্পর্ক প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে হয়রানির মধ্যে পড়েছিলেন। যতক্ষণ না চূড়ান্ত তালিকায় নিজের নাম দেখতে পাব, ততক্ষণ ভয় কাটবে না।**
>
> **মহম্মদ রফিক** স্থানীয় বাসিন্দা

২ ঘণ্টায় ৪ ছিনতাই

আলিপুরদুয়ার, ৮ ফেব্রুয়ারি : শান্ত শহর আলিপুরদুয়ারে রবিবারের দুপুরে নেমে এল চরম আতঙ্ক। মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে শহরের চারটি পৃথক এলাকায় পরপর ছিনতাইয়ের ঘটনায় কার্যত থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রবিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা- এই সময়ের মধ্যে বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা একের পর এক জায়গায় হানা দিয়ে মহিলাদের গলার সোনার হার ছিনিয়ে চম্পট দেয়। দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গিয়ে জখম হয়েছেন তিনজন প্রবীণ মহিলা। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়ার পর প্রতিটি ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে। তদন্ত চলছে।'

ছিনতাইয়ের কবলে পড়া মহিলা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের মূল লক্ষ্য ছিল নির্জন রাস্তা বা বাড়ির সামনে একা থাকা মহিলারা। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউন দুর্গাবাড়ি এলাকায়। সেখানেই প্রথম ছিনতাইয়ের খবর সামনে আসে। পুলিশ যখন সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে, তখনই একে একে শান্তিনগর, বেলতলা ও বীরপাড়া এলাকা থেকেও একই ধরনের অভিযোগ আসতে শুরু করে। একের পর এক খবর পেয়ে রীতিমতো হকচকিয়ে যায় আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ।

পূর্ব শান্তিনগর এলাকায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করছিলেন পিংকি সরকার নামে এক গৃহবধূ। সেই সময় একটি বাইকে চড়ে দুই তরুণ সেখানে আসে এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিংকির গলা থেকে হার ছিনিয়ে চম্পট দেয়।

গাড়ির চাপে ভাঙল সেতু

জটেশ্বর, ৮ ফেব্রুয়ারি : দুর্বল ঘোষণার সাত বছরের মধ্যেও সেতু সংস্কার বা নতুন সেতু তৈরি করতে পারেনি আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ। ভারী যান চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা কার্যকরের ক্ষেত্রে নজরদারি বা পদক্ষেপ ছিল না পুলিশের। ফলে যা হওয়ার, তাই হল রবিবার বিকেলে। স্থানীয়দের আশঙ্কা সত্যি করে বালিবোঝাই একটি ডাম্পার সহ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাঁচমাইল-জটেশ্বর রাস্তার বঙ্কিমঘাটে মুজনাই নদীর উপর থাকা পাকা সেতুটি। চোখের সামনে সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন শয়ে-শয়ে মানুষ। চরম দুর্ভোগে পড়লেন জটেশ্বর-পাঁচমাইল এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনায় জেলা পরিষদ ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জেলা পরিষদ সদস্য তনুশ্রী রায় বলছেন, 'নতুন সেতুর জন্য ডিপিআর তৈরি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও তা পাশ হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে আবার তদারকি করব।' অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথা বলছেন জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব।

২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তরফে জেলার ৬৪টি পুরোনো সেতুকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ওই তালিকায় ছিল পাঁচমাইল-জটেশ্বর রাস্তার বঙ্কিমঘাটে মুজনাই নদীর উপর পাকা সেতুটিও। বঙ্কিমঘাটের সেতুকে দুর্বল ঘোষণার পর ১০ টনের বেশি ভারী গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

পথ দুর্ঘটনা

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : রবিবার বিকেলে ভৈষপিটা থেকে সোনাপুর রুটে একটি ছোট চার চাকার গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় বাইকচালক জখম হন। তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও গাড়িটিকে চোপড়া থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অবরোধ

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বিজেপির যুব মোর্চার তরফে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। চোপড়ার কালাগছে রবিবার যুব মোর্চার উদ্যোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। পরে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়।

সোলার পাম্পের জলে তেষ্টা মেটে

গরম পড়লেই ডাংরাডাংরি মৌজার উলটা চোপড়া গ্রামে পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার নেয়। তবে এবার গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় সোলার পাম্প বসায় সমস্যা কমবে বলে আশা করছেন গ্রামবাসী।

মনজুর আলম

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : সামনেই রমজান মাস। গ্রামের মানুষজন ভেবেছিলেন, এবারও হয়তো রমজানে জলসংকটে ভুগতে হবে। তবে গ্রামে এবার সোলার পাম্প বসানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে চালু হয়ে গিয়েছে ফিল্টারও। ফলে এখন থেকে পরিস্রুত পানীয় জল মিলতে শুরু করেছে। আগে গরম পড়লেই গোটা গ্রামে জলসংকট শুরু হয়ে যেত। রান্না করা থেকে শুরু করে পানীয় জল, সবকিছু নিয়েই চরম সমস্যায় পড়তেন হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংরাডাংরি মৌজার উলটা চোপড়া গ্রামের বাসিন্দারা। এবার সেই গ্রামেই সোলার পাম্প বসায় পানীয় জলের সংকট থেকে মুক্তি মিলবে বলে আশা করছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, গ্রামে পিএইচই-র পরিষেবা চালু না হওয়ায় পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গিয়েছে। ফলে বছরভর পানীয় জলের জন্য বাড়ির টিউবওয়েলের ওপর ভরসা করতে হয়। কিন্তু গরমকালে টিউবওয়েলের জলও ঠিকমতো ওঠে না। ফলে অনেকেই বাড়িতে কেনা জলের জার ব্যবহার করা শুরু করেছেন। তবে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের পর সোলার পাম্পের সাহায্যে পানীয় জল পরিষেবা শুরু হওয়ায় সবাই খুশি। পঞ্চায়েত বলছে, সাবমার্সিবল পাম্প ও সোলার পাম্পের সাহায্যে মিশ্র পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ জল তোলা অনেক সহজ হচ্ছে। অনেক গভীরতা থেকে জল তুলে তা ট্যাংকে রেখে ফিল্টার করে গ্রামবাসীকে দেওয়া হচ্ছে।

উলটা চোপড়া গ্রামে সোলার পাম্প। -সংবাদচিত্র

যদিও এলাকায় পিএইচই পরিষেবা চালুর দাবি জোরালো হচ্ছে।

সালেহা খাতুন নামে আরেক গ্রামবাসীর কথায়, 'বাড়ির সামনেই এই পরিষেবা চালু হওয়ায় আমরা খুশি। সামনে রমজান মাস। রমজানে এবার পানীয় জলের সমস্যা হবে না বলেই আশা করছি।'

আরেক গ্রামবাসী মরিয়ম নেশা বলছেন, 'বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখ মাসে সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। অনেক দূর থেকে জল আনতে হয়। এবার কিছুটা সুরাহা হল।' খলিলুর রহমান নামে এক গ্রামবাসী বলছেন, '২০-২৫ বছর আগেও এরকম প্রকট সমস্যা ছিল না। এখন গরম পড়তেই গ্রামে জলসংকট শুরু হয়ে যায়। চারপাশে চা বাগান গড়ে উঠেছে। তার জন্য সারাবছর জল তোলার কারণেই সম্ভবত এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হাসেন আলি বলছেন, 'এলাকায় পিএইচই পানীয় জল পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। পাইপ পাতা হলেও প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে। উলটা চোপড়া গ্রামে গরমে তীব্র জলের সংকট থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে আপাতত তাই একটি সোলার পাম্প, জলাধার ও ফিল্টার সহ সাবমার্সিবল পাম্প বসানো হয়েছে।'

এদিকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ মণ্ডল অবশ্য বলেন, 'জলস্তর নেমে যাওয়ার বিষয়টি দেখা আমাদের আওতায় পড়ে না। এটা কেন্দ্রীয় স্তর থেকে দেখা হয়। তবে কিছু জায়গায় এ ধরনের সমস্যার কথা সামনে এসেছে। এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। পরিষেবা চালু হলে অনেকটা সমস্যা মিটে যাবে।'

হাসছে গ্রাম

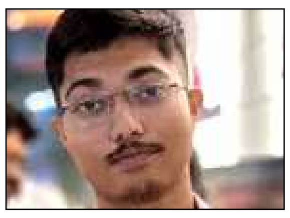

কোচবিহারের ছাত্রের মৃত্যু কোটায়

কোচবিহার, ৮ ফেব্রুয়ারি : চোখে একরাশ স্বপ্ন ছিল বাবার মতো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু সেই স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনটাও চাপা পড়ে গেল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়াই কাল হয়ে দাঁড়াল কোচবিহারের অনরণ্য কর্মকারের (২০)। রাজস্থানের কোটায় বহুতল ভেঙে যাওয়ায় সেখানে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কোচবিহার শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই তরুণের। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে রাজস্থানের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনরণ্যের মা সুদীপ্তা কর্মকার। কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররার কথায়, 'বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখেছি। অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। অনরণ্যের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মা চিকিৎসাধীন।'

কোটার তালওয়ান্দি এলাকায় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং নিচ্ছেন অনরণ্য। মায়ের সঙ্গে তিনি সেখানেই থাকেন। বাবা প্রাক্তন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ কর্মকারও বেশিরভাগ সময় কোটায় থাকেন। দিনকয়েক আগে তিনি কোচবিহারে

রেস্তোরাঁ ধসে স্বপ্নের সমাধি

নিজের বাড়িতে ফিরলেও অনরণ্য ও তাঁর মা সুদীপ্তা সেখানেই ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার রাতে মা ও ছেলে দুজনে মিলে তালওয়ান্দিতে একটি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই বিপত্তি বাধে। হুড়মুড়িয়ে বহুতলটি ভেঙে গেলে বহু মানুষ চাপা পড়েন। স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকাজ শুরু করে। ঘটনাস্থলেই অনরণ্য সহ আরেকজনের মৃত্যু হয়। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর মিলতেই রাতে কোচবিহার থেকে রাজস্থানের উদ্দেশে রওনা দেন অভিজিৎ।

রবিবার কোচবিহার শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরুষোত্তমপাড়ায় অনরণ্যদের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে পরিবারের কেউ নেই। অনরণ্যর এক দিদি পেশায় নার্স, তিনিও ভিনরাজ্যে থাকেন। প্রতিবেশীদের চোখে-মুখেও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। প্রতিবেশী রাজীব রায়ের কথা, 'রাতেই আমরা খবর পেয়েছি। ওর বাবা হন্তদন্ত হয়ে রওনা দিয়েছেন। গত পুজোর সময় অনরণ্য বাড়ি এসেছিল। সেই সময় ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। হঠাৎ করে এরকম খবর পাব তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।' অনরণ্যের জেঠু বিশ্বজিৎ কর্মকারের পরিবারেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর কথা, 'জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিংয়ের জন্য অনরণ্য কোটায় থাকত। এরকম খবর পেয়ে কিছুই ভালো লাগছে না। পরিবারের বাকিদের কীভাবে সামলাব সেটাই ভাবছি।'

মুখবন্ধ খামে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম সংগ্রহ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : গতবারের জয়ী আসনগুলিতে প্রার্থী বদল না করার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা করে ফেলেছিল বিজেপি। কিন্তু ভোট এগিয়ে আসতেই প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। খোদ রাজ্য বিজেপির ইনচার্জ তথা বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে বন্ধ খামে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম সংগ্রহ করছেন। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি বিভাগের মধ্যে থাকা ২৮টি বিধানসভায় নাম সংগ্রহের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। যা নিয়ে দলের অন্দরে কৌতূহল তুঙ্গে। নতুন করে কার নাম গেল, কোন বিধায়কের নাম কাটা যাচ্ছে, দলের অন্দরে জল্পনা তুঙ্গে। এ বিষয়ে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ মঙ্গল পান্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। দলের শিলিগুড়ির বিভাগের আহ্বায়ক রথীন্দ্র বসু বলছেন, 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি আমাদের প্রার্থী ঠিক করে। বিভিন্নভাবে তাঁরা স্থানীয় স্তর থেকে মতামত নেয়। এবারও বিধানসভা ধরে ধরে কে জিততে পারে, কার জনপ্রিয়তা বেশি, সে সব তথ্য নেওয়া হচ্ছে। তার ভিত্তিতেই প্রার্থী ঠিক হবে।'

বিধানসভা ভোটে বিজেপির পাখির চোখ উত্তরবঙ্গ। কেন্দ্রীয় বাজেটে হাইস্পিড রেল করিডরের ঘোষণা সহ চিকেনস নেককে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজেপি উত্তরবঙ্গ নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এখানকার আটটি জেলার ৫৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩০টিতে জয়ী হয়েছিল। '২৬-এর ভোটেও ওই আসনগুলি ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন আসন দখলে মরিয়া বিজেপি। সে কারণেই এবার প্রার্থী বাছাইয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে পদ্মশিবির। বলা ভালো, প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের মতামতকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেজন্যই এবার প্রতিটি বিধানসভা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার প্রথম সারির নেতা-নেত্রীদের কাছে বন্ধ খামে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম নেওয়া হচ্ছে। দলের পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মঙ্গল পান্ডে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে

বিজেপির নয়া পরিকল্পনা

ঘুরে মুখ বন্ধ খাম সংগ্রহ করছেন।

দলীয় সূত্রের খবর, মণ্ডল সভাপতি, জেলা সভাপতি, জেলার প্রথম সারির বাছাই করা নেতা-নেত্রীদের নাম জমা দিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি বিভাগের মধ্যে থাকা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, নাগরাকাটা, মালবাজার, ধূপগুড়ি, কোচবিহার, নাটাবাড়ি সহ ২০টি বিধানসভা এলাকা থেকে মুখবন্ধ খাম সংগ্রহ করা হয়েছে। বাকি বিধানসভাগুলিতে নাম সংগ্রহের কাজ চলছে। মুখবন্ধ খাম দিল্লিতে বিজেপির নির্বাচন কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

শাসকের সভায় জমির কারবারি

অপরাধীদের দল, কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভোটের মুখে ফের অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার তৃণমূলের সভাস্থলে হাজির রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখলের চেষ্টায় যুক্ত এক অভিযুক্ত। শনিবার সেবক রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি ভবনে দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমল যুবর শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩-এর 'এ' ও 'বি' শাখার সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির ওই সভাতেই দেখা গিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখলের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হওয়া শালুগাড়ার মহম্মদ ইরশাদকে। সভার আগে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আসা একটি মিছিলেও ইরশাদকে দেখা গিয়েছে বলে খবর। সভাকক্ষের বাইরে তৃণমূলের পতাকা হাতে অভিযুক্তের বেশ কয়েকটি ছবি ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই যথারীতি সরব হয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'গুন্ডাদের দিয়ে তৃণমূল গোটা রাজ্য চালাচ্ছে। তৃণমূলে কোনও ভালো মানুষ নেই, পুরোটা ক্রিমিন্যালে ভরা। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচন অন্যরকম হবে। তৃণমূল বিষয়টি টের পাবে।' দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব (সমতল) সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির দাবি, 'এমন কেউ সভায় ছিল বলে আমার ঠিক জানা নেই। তবে ওই ব্যক্তি আমাদের দলের কোনও পদে নেই। কোনও অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে থাকলে, নিশ্চিতভাবে তা পুলিশ প্রশাসন দেখছে। এমন কাউকে দল কোনওভাবে রেয়াত করবে না।'

রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখলের চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একসময় হইচই পড়েছিল শিলিগুড়িতে। নিন্দার ঝড় ওঠায় মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন মেয়র। যথারীতি ইরশাদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিছুদিন সংশোধনাগারে কাটিয়ে ছাড়া পাওয়ার পর সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি কেজিএফ গ্রুপে

- তৃণমূলের মিছিল ও সভাস্থলে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি কাণ্ডে ধৃত ইরশাদ
- পেম্বার নেতৃত্বে মাইলস্টোন গ্রুপে ঢোকার পর থেকেই ইরশাদের তৃণমূল সক্রিয়তা
- ঘটনায় তৃণমূলকে বিঁধছেন বিধায়ক শিখা, অস্বস্তি এড়াতে 'জানা নেই' যুক্তি তৃণমূল নেতৃত্বের

> গুন্ডাদের দিয়ে তৃণমূল গোটা রাজ্য চালাচ্ছে। তৃণমূলে কোনও ভালো মানুষ নেই, পুরোটা ক্রিমিন্যালে ভরা। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচন অন্যরকম হবে।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> *বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি*

থাকা ইরশাদ। সম্প্রতি সে ভিড়েছে শালুগাড়া এলাকার ত্রাস মাইলস্টোন গ্রুপে। মাইলস্টোন গ্রুপের মাথা পেম্বা নামে এক তরুণ। পেম্বাই নামী ইরাশদকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছে বলে খবর। মাইলস্টোন গ্রুপে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে ইরশাদ তৃণমূলের মিটিং-মিছিলে যোগ দিতে শুরু করে।

কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সেবক রোডের একটি কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন। মেয়রের ফেসবুক পেজ থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছিল। সেই ভিডিওতে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখলের চেষ্টায় ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া অন্য এক অভিযুক্তকে মেয়রের পাশেই ঘুড়ে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। যা নিয়েও সমালোচনা শুরু হয় শহরে। বিষয়টি নিয়ে মেয়রকে প্রশ্ন করার কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ভিডিটি তাঁর অফিশিয়াল পেজ থেকে মুছে ফেলা হয়। এদিকে, শনিবারের বৈঠকে মেয়র গৌতম দেবের পাশাপাশি দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালও উপস্থিত ছিলেন। ইরশাদের উপস্থিতি নিয়ে সঞ্জয় বললেন, 'আমি ওই বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলাম। বৈঠকে এমন কোনও অভিযুক্ত ছিল বলে আমার জানা নেই। অনেকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে ঘুরছে। গোটা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

দুর্ঘটনার বলি

জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে কোতোয়ালি থানার পাঙ্গা বটতলায়। মৃতের নাম প্রাণকৃষ্ণ রায় (২৬)। বাড়ি ময়নাগুড়ির সাপ্টিমারিতে। আহত তরুণকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের জামাইবাবু দীপক রায় বলেন, 'বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল, খাওয়াদাওয়ার পর বেরিয়ে যায়। আনুমানিক রাত ১০টা নাগাদ এই দুর্ঘটনার খবর পাই। এমনটা হবে কল্পনাও করতে পারছি না।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নিল নীর্জনে।। মন্দারমণিতে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অনিমেষ রায়।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল শ্যামল বর্মন (২৯) নামে এক তরুণের। তিনি পানিট্যাঙ্কির গণ্ডগোলজোতের বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ শিলিগুড়িগামী রাধিকাপুর ডেমু ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে খড়িবাড়ি পুলিশ ও রেল পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

স্থানীয়রা জানান, ট্রেনের ধাক্কা লেগে পাশের রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই তরুণ। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ও খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। মৃতের দাদা উত্তম বর্মন বলছেন, 'শ্যামলের পরিবারে অশান্তি ছিল। সে মাদকাসক্ত ছিল। তার বৌ তাকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।' মানসিক অবসাদ থেকে শ্যামল আত্মঘাতী হতে পারেন বলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : কাছারি রোড যুবক সংঘের পরিচালনায় প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক বিশ্বরূপ বসাকের স্মরণে রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের শিবির থেকে ৪৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। পাশাপাশি ৭০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। সংগৃহীত রক্ত টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। এদিকে, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৯২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে সুভাষপল্লিতে শিক্ষক ভবনে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন মোট ১৩৬ জন চোখ পরীক্ষা করান। তাঁদের মধ্যে ১১ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ৩৫ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

সিপি'র বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্র পরিষদ (সিপি)-এর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সভাপতিদের নিয়ে রবিবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কীভাবে ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের প্রচার করা প্রয়োজন, তা নিয়ে কথা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র পরিষদের সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদক তানজিল হুসেন, রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াংকা চৌধুরী, ছাত্র নেতা শাহনওয়াজ হুসেন প্রমুখ।

আগুনের গ্রাসে ১৪টি ঝুপড়ি

ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে ভয়াবহ কাণ্ড

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে সাধারণ মানুষের বহু দাবি সত্ত্বেও সুপার মার্কেট চত্বরে জবরদখল করে গজিয়ে ওঠা ঝুপড়ি ঘর উচ্ছেদ করা হয়নি। রবিবার রাতে বাজার চত্বরে একাধিক জায়গায় ঝুপড়ি ঘরে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। বাজার চত্বরের একাধিক জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এর থেকেই প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, হঠাৎ করে আগুন ধরে যাওয়া নয়, রীতিমতো পরিকল্পনা করে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। ভয়াবহ আগুনে অন্তত ১৪টি ঝুপড়ি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এদিন ঘটনার সময় বাজার কর্তৃপক্ষের কাউকেই ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষই দমকলকর্মীদের সঙ্গে মিলে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তার আগেই বহু ঝুপড়ি এবং বিদ্যুৎবাহী তার পুড়ে যায়। ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ফায়ারলিডার বিশ্বদেব রায় বলেন, 'তিন জায়গায় আগুন লেগেছিল। তবে কীভাবে আগুন লাগল বলতে পারব না। মূলত সামগ্রী সহ বেশ কিছু ঝুপড়ি ঘর এবং বৈদ্যুতিক তার পুড়েছে।'

এদিন রাত ১১টা বেজে ৪০ মিনিট নাগাদ লাগা আগুনে ঝুপড়ি ঘরের সঙ্গে এগারো হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তার সশব্দে পুড়তে শুরু করে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুপার মার্কেট সংলগ্ন মিলপাড়ার বাসিন্দা সুশান্ত বসাক বলেন, 'বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। হঠাৎ দেখি মার্কেট চত্বরে আগুন লেগেছে। ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেই। নেমে পৌঁছে দেখি গোটা চত্বরে আরও অন্তত তিন জায়গায় ঝুপড়িতে আগুন লেগেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছালেও দ্রুত আরও দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে লাগে। দমকলকর্মীদের কাছে খবর পাওয়ার পর বিদ্যুৎকর্মীরা এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন। ধূপগুড়ি থানার পুলিশকর্মীরাও ঘটনাস্থলে আসেন। এদিনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তর পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি তথা সুপার মার্কেট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আশপাশের বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দেন।

দাউদাউ করে জ্বলছে ঝুপড়ি ঘর। রবিবার রাতে ধূপগুড়িতে।

সুপার মার্কেটের পাশেই সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা রেবা দত্ত বলেন, 'রাত নামলেই গোটা বাজার চত্বর অন্ধকারে ঢেকে যায়। না আছে আলোর ব্যবস্থা না আছে পাহারা। প্রতিদিন নেশার আসর বসে। জবরদখলে গোটা সুপার মার্কেট ছেয়ে গেছে। সরকারি বাজারে এত জবরদখল না হলে এবং আলো ও পাহারার ব্যবস্থা থাকলে কেউই আগুন লাগানোর সাহস পেত না।' গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রামনবমীর প্রস্তুতি

ইসলামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রবিবার ইসলামপুর শহরে সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আগামী ২৭ মার্চ রামনবমীর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের প্রান্ত সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌরাঙ্গ তলাপাত্র বলেন, 'এদিন আমরা কমিটি গঠন করেছি। রামনবমীর ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।' প্রতি বছর ইসলামপুর শহরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়। ফলে ওই শোভাযাত্রা নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে এখন প্রস্তুতিপর্ব রীতিমতো তুঙ্গে।

বর্ষায় নর্দমার জল রাস্তায়

ফাঁসিদেওয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার অন্যতম বাজারের নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাজ্য সড়কের মাঝে কালভার্ট এবং বাজার এলাকায় নিকাশিনালা তৈরি হলেও, তার সুফল পাচ্ছেন না ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাজারের নিকাশিনালা আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় নর্দমার জল উপচে সরাসরি প্রধান রাস্তায় চলে আসছে। নিকাশিনালা থেকে সৃষ্টি হওয়া দুর্গন্ধ এবং মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বাজারে আসা কয়েক হাজার মানুষ।

চটহাট হাইস্কুল থেকে স্থানীয় কবরস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এই মূল নিকাশিনালাটি বাজারের জল নিষ্কাশনের প্রধান ভরসা। তবে, বাস্তবে নালার একটি অংশে এখনও পর্যন্ত সুরক্ষা স্ল্যাব বসানো হয়নি। ফলে, ড্রেনের উন্মুক্ত অংশে ব্যবসায়ীদের একাংশের আবর্জনা ফেলার প্রবণতা নিকাশি ব্যবস্থাকে আরও বন্ধ করে দিচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ড্রেনটি মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করা হলেও, তা পর্যাপ্ত নয়। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেন উপচে নোংরা জল রাস্তায় জমে থাকে।

নিকাশিনালাটি রাস্তার তুলনায় কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত। এর ফলে রাস্তার জল ড্রেনে নামতে পারছে না। যদিও, চোচপাড়া থেকে চটহাট প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা উঁচু করার কাজ শুরু হলেও, সেই কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। যতক্ষণ না রাস্তা ও ড্রেনের উচ্চতার সামঞ্জস্য ফিরছে, ততক্ষণ এই জল জমার সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে না বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বললেন, 'বর্ষার আগে যদি দ্রুততার সঙ্গে রাস্তার কাজ শেষ করা এবং ড্রেনগুলি সংস্কার করে স্ল্যাব বসানো না হয়, তবে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে।'

চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা সিংহ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রধান বলেন, 'নিকাশিনালা নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগের বিষয়টি নজরে এসেছে। ব্যবসায়ীরাই বিষয়টি জানিয়েছেন। পঞ্চায়েতের তরফে শীঘ্রই ড্রেন পরিষ্কার এবং সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে। যেখানে ড্রেনের স্ল্যাব ভেঙে গিয়েছে, সেগুলিও সারাই করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।'

চটহাটে বাজার করতে আসা মহম্মদ ফজলু বলেন, 'নোংরা জল রাস্তায় দাঁড়ালে পথচারীদের যাতায়াতেও চরম সমস্যা হয়। সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা না নিলে, এলাকায় ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ মণ্ডলের সংযোজন, 'নিকাশি ব্যবস্থার হাল এখন অনেকটাই ফেরানো গিয়েছে। মূল রাস্তা উঁচু করা এবং স্ল্যাব বসানোর কাজ শেষ হলেই সমস্যা পুরোপুরি মিটবে।' দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস স্থানীয় প্রশাসনের তরফে মিললেও, কাজ কবে শেষ হবে, সেদিকে তাকিয়ে চটহাটবাসী।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার বিপুল পরিমাণ মদ সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম দিনা কুমার ও সৌরভ কুমার। দুজনেই বিহারের মুজফফরপুরের বাসিন্দা। এদিন রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে শিলিগুড়ি জংশনে দুই ব্যক্তি ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে। তাঁদের ব্যাগ তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

৫ কিমি রাস্তা যেন মরণফাঁদ

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ৮ ফেব্রুয়ারি : গোয়ালপোখর ব্লকের গোতি গ্রাম পঞ্চায়েতের চারঘরিয়া মোড় থেকে শিসাবাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। মাত্র এক বছর আগে যে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছিল, এখন সেই রাস্তারই পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে। রাস্তার কঙ্কালসার অংশ বেরিয়ে এসেছে। বড় বড় খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বিডিও কৌশিক মল্লিক বলছেন, 'রাস্তাটির অবস্থা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করা হবে।'

গত কয়েক মাসে এই রাস্তায় একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই রাস্তা দিয়ে গোতি হাইস্কুলে পড়তে যায় এলাকার অনেক পড়ুয়া। কৃষক, ব্যবসায়ী, দিনমজুর সহ বহু মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। কিন্তু এখন এই রাস্তাই মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা আরশাদ আলির কথায়, 'আমার ছেলে স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তার জন্য দু'বার বাইক থেকে পড়ে গিয়েছে। এভাবে আর কতদিন চলবে?' সুমনা দাস নামে আরেক এলাকাবাসী বলছেন, 'রাস্তার অবস্থা দেখে ভয় লাগে। যে কোনওদিন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

এ বিষয়ে গোতি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীণা দাস বলছেন, 'রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' এদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেন, 'রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু করার কথা রয়েছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে।'

রাস্তাটি খারাপ হওয়ার পর থেকেই বাসিন্দাদের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল পাল বলছেন, 'রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য এলাকার মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই।'

- প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে
- মাত্র এক বছরেই রাস্তার পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করা হবে বলে জানাচ্ছেন বিডিও

'বুড়া' পাঞ্জিয়ারের স্মৃতি বইছে সমৃদ্ধ জনপদ

বহু বছর আগে এক খ্যাতিমান গনতকারের নাম থেকে জন্ম নিয়েছিল ছোট্ট এক গ্রাম। সময়ের আবর্তে সেই বৃদ্ধের স্মৃতি ফিকে হলেও আজ তাঁর নামেই পরিচিত বিশাল এক পঞ্চায়েত এলাকা। ইতিহাস ও আধুনিকতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়াগঞ্জের সেই শিকড় সন্ধানের কাহিনী।

কী নামে ডেকে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লকের একপ্রান্তে নকশালবাড়ি-আমবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে রয়েছে এক জনপদ, নাম 'বুড়াগঞ্জ'। আজ এই নাম শুনলে ২৫টি সংসদ বিশিষ্ট এক বিশাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে বোঝায়। তবে এই নামকরণের পেছনে লুকিয়ে আছে ১৫০ বছরের পুরোনো এক ইতিহাস। একসময় 'বুড়াগঞ্জ' বলতে বোঝাত মাত্র একটি ছোট্ট গ্রামকে, যেখানে বাউধিয়া সিংহ নামের এক প্রভাবশালী বৃদ্ধ পাঞ্জিয়ার বা গনতকার বাস করতেন। স্থানীয় ভাষায় বৃদ্ধকে বলা হত 'বুড়া'। আর সেই থেকেই ওই ছোট্ট জনপদটি 'বুড়াগঞ্জ' নামে পরিচিত হয়।

এলাকার প্রবীণ শিক্ষক সদানন্দ রায় চৌধুরী পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিলেন, 'আসলে বুড়াগঞ্জ নামটা বাউধিয়া সিংহের প্রভাবে এসেছিল। তাঁর এতটাই নামডাক ছিল যে, দূরদূরান্তের মানুষ ঘোড়া বা গোরুর গাড়ি নিয়ে এখানে ভাগ্য গণনা করাতে আসতেন। যেখানে তাঁর বাড়ি ছিল, সেই এলাকারই নাম বুড়াগঞ্জ হয়ে যায়।'

প্রায় ১৫০ বছর আগে ওই খ্যাতিমান গনতকার মারা যান। টুকুরিয়ার বিশাল অরণ্য ঘেরা সেই পরিবেশে তখন মাত্র দু'-তিনটি পরিবারের বাস ছিল। বর্তমানে নকশালবাড়ি ব্লকের সীমানায় সেই আদি বুড়াগঞ্জ গ্রামে কুড়িটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে রাইস মিল ও কারখানার ধোঁয়ায় বাউধিয়া পাঞ্জিয়ারের ফেলে যাওয়া স্মৃতি ঢাকা পড়েছে। তাঁর প্রপৌত্র নির্মল সিংহ শৈশবের কথা শুনিয়ে বলেন, 'বাবার মুখে শুনেছি তখন গোটা এলাকায় হাতে গোনা কয়েকটা বাড়ি ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষ বাউধিয়া সিংহ জমিদার ছিলেন, আবার গনতকারের কাজও করতেন। ইংরেজ আমলে এই বিস্তীর্ণ জমি তাঁর অধীনে ছিল বলেই সরকারি রেকর্ডে এই মৌজা বুড়াগঞ্জ নামে নথিভুক্ত হয়।' স্বাধীনতার পর এই ছোট্ট গ্রামটিই প্রশাসনিকভাবে একটি বিশাল পঞ্চায়েত এলাকায় পরিণত হয়েছে। বাউধিয়া পাঞ্জিয়ারের আরেক প্রপৌত্র প্রহ্লাদ সিংহ কিছুটা আক্ষেপের সঙ্গেই জানালেন, 'বাইরের মানুষ এখন আর আদি গ্রামটিকে আলাদা করে চেনে না। গোটা বিস্তীর্ণ এলাকাটাই এখন বুড়াগঞ্জ নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।' এলাকার তরুণ তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ অবশ্য মনে করেন, সময়ের সঙ্গে এই বিবর্তন স্বাভাবিক।

একদিকে চা বাগান, অন্যদিকে শিল্পাঞ্চল- সব মিলিয়ে বুড়াগঞ্জ এখন এক সমৃদ্ধ এলাকা। অথচ এর নামকরণের মূলে থাকা সেই বৃদ্ধ পাঞ্জিয়ার আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। একটি ছোট্ট গ্রাম কীভাবে কালক্রমে একটি জনপদের পরিচয় হয়ে উঠল, বুড়াগঞ্জ তার এক জীবন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাঙল মঞ্চ

রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় ভাষণদানের সময়েই ভেঙে পড়ল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মঞ্চ। তবে তিনি সুস্থ আছেন। পরে মঞ্চের অন্যপ্রান্তে গিয়ে ভাষণ দেন।

ব্যাহত মেট্রো

রবিবার ছুটির দিনেও কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে বিপত্তি ঘটল। এদিন রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে এক যাত্রী লাইনে ঝাঁপ দেন। তার ফলে ৪৫ মিনিট মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়।

রাস্তায় গাছ

রবিবার সকালে পূর্ব কলকাতার লেকটাউনে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ল একটি গাছ। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি গাড়িও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে ভোগান্তি হয়।

ভাঙচুর

এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর চালাল মৃতের পরিবারের লোকজন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল।

ঘাম ঝরানো নয়, ‘ডেটা’র জোরে টিকিট

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই তৃণমূলের অন্দরমহলে শুরু হয়েছে এক নীরব ভূমিকম্প। কালীঘাটের টালির চালের নীচে বসে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন ঠিকই, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের ভিতটা কি এবার বদলে যাচ্ছে? ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে শাসকদলের টিকিট বন্টন পদ্ধতি যেন এক অত্যাধুনিক ‘পলিটিক্যাল ল্যাবরেটরি’। পুরোনো লবিবাজি এখন ওল্ড ফ্যাশন, টিকিট পাওয়ার নতুন পাসওয়ার্ড—‘ডেটা সায়েন্স’।

দাদার সুপারিশ ‘আউট’, রিপোর্ট কার্ড ‘ইন’

একসময় জেলায় জেলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডলের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ‘দাদা’রা তালিকা পাঠাতেন, সেই তালিকা অনুযায়ী টিকিট মিলত। যার যত জোর, তার তত টিকিট। কিন্তু খবর পাকা, ২০২৬-এ সেই ‘কোটা সিস্টেম’ পুরোপুরি অচল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, টিকিট পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি—‘জনসমর্থন’ আর ‘স্বচ্ছ ভাবমূর্তি’। প্রশান্ত কিশোর বা পিকে সরাসরি দায়িত্বে না থাকলেও, তাঁর তৈরি করা ব্লু-প্রিন্ট মেনেই অভিষেকের নিজস্ব সমীক্ষক দল এখন বাংলা চষে বেড়াচ্ছে। পাড়ার মোড় থেকে চায়ের দোকান—মানুষ কার ওপর খুশি আর কার ওপর বিরক্ত, সেই ‘সিক্রেট রিপোর্ট কার্ড’-ই এবার শেষ কথা বলবে। সোজা কথায়, আপনি ১০ বছর ধরে বিধায়ক থাকতে পারেন, কিন্তু গ্রাফ যদি নিম্নমুখী হয়, তবে ‘গুডবাই’ বলা কেবল সময়ের অপেক্ষা।

ঘাম ঝরানো কর্মী বনাম এসি রুমের ‘প্যারাশুট’

এই নতুন ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় পাশ করতে গিয়ে কি দলের পুরনো কর্মীদের রক্তচাপ বাড়ছে? তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের মনে এখন একটাই আশঙ্কা—সারা বছর যারা রোদে পুড়ে, পুলিশি ঝামেলা সামলে দলের ঝান্ডা ধরল, তারা কি ব্রাত্য? সমীক্ষার ভিত্তিতে যদি কোনও ‘স্বচ্ছ ভাবমূর্তি’র ডাক্তার, অধ্যাপক বা কর্পোরেট ব্যক্তিত্বকে হঠাৎ করে

টিকিট দেওয়া হয়, তবে তাকে কি মেনে নেবেন বুথ সভাপতি?

রাজনীতির ময়দানে এদের বলা হয় ‘প্যারাশুট ক্যান্ডিডেট’। আকাশ থেকে টুপ করে পড়া এমন প্রার্থীকে জেতানো কঠিন হতে পারে, যদি না স্থানীয় সংগঠন তাকে আপন করে নেয়। ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালতে পারে এই কর্পোরেট স্টাইল। কর্মীরা ভাবছেন, ‘খাটলাম আমি, আর টিকিট পেল উড়ে আসা জুড়ে বসা?’

নির্দল কাঁটা ও ‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’

সার্ভে দিয়ে প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা মাপা যায়, কিন্তু মানুষের আবেগ বা ইগো মাপা যায় না। উত্তরবঙ্গের মতো জায়গায়, যেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রাজনীতির অঙ্গ, সেখানে এই সমীক্ষা-নির্ভর টিকিট বন্টন ব্যুমেরাং হতে পারে। তর্কের খাতিরে ধরুন রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মতো পুরনো পোড় খাওয়া নেতা যদি দেখেন যে সমীক্ষার দোহাই দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে তিনি চুপ করে বসে থাকবেন—এমনটা ভাবা বোকামি।

২০২৪-এর লোকসভা বা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও দেখা গিয়েছে, টিকিট না পেয়ে অনেকেই ‘নির্দল’ হয়ে দাঁড়িয়েছেন বা তলে তলে বিপক্ষকে ‘পাস’ বাড়িয়েছেন। ২০২৬-এ যদি তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ অংশ ‘নির্দল’ হয়ে দাঁড়ায়, তবে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে বিজেপির পোয়াবারো হওয়া বিচিত্র নয়।

দিদির আবেগ না দাদার বিজ্ঞান?

তৃণমূলের সামনে এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ—ভারসাম্য রক্ষা করা। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো ও বিশ্বস্ত সৈনিকরা, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক ও জেতার ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন মুখ। ‘দিদি’র আবেগ আর ‘দাদা’র বিজ্ঞানের এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে জিতবে? টিকিট কি পাবেন লড়াকু নেতা, নাকি সার্ভেতে পাস করা ‘গুড বয়’?

রাজনীতিতে অঙ্ক দিয়ে সব হয় না, রসায়নও লাগে। ল্যাবরেটরিতে তৈরি ফর্মুলা দিয়ে প্রার্থী ঠিক করা যায়, কিন্তু ভোটারদের মন জয় করতে লাগে মাটির টান। তৃণমূলের এই ‘হাই-টেক’ এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয়, তবে দল নতুন চেহারা পাবে। আর যদি ব্যর্থ হয়, তবে বিক্ষুব্ধদের ভিড় সামলাতে তৃণমূলের ঘুম ছুটবে।

হাসছি মোরা, হাসছি দেখো.. *কলকাতার ময়দানে। রবিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

শোভনদেবের মাইক বন্ধে ক্ষুব্ধ মমতা

ভুল বোঝাবুঝি শেষ, দাবি বিমানের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণের সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইসময় কী ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়ে তিনি শনিবার রাতেই শোভনদেববাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এই নিয়ে বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষের কাছ থেকেও বিষয়টি মমতা জানতে চান। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন মাইক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা যে নজিরবিহীন তা আঁচ করেই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। তৃণমূল সূত্রে খবর, এরপরই শোভনদেববাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন অধ্যক্ষ। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আর থাকবে না বলেই মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার বিধানসভায় পরিষদীয় মন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শোভনদেববাবু অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন। যদিও রীতি লঙ্ঘন করে শোভনদেববাবুর মান ভাঙাতে তাঁর ঘরে যান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বিএ কমিটির বৈঠকে অধ্যক্ষের ঘরে শোভনদেববাবু হাজির থাকলেও অধিবেশন শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় শোভনদেববাবু গরহাজির ছিলেন। যদিও ওই গরহাজির থাকার পিছনে অন্য কারণ নেই বলে দাবি করেছেন শোভনদেববাবু। তিনি বলেন, ‘পরিষদীয় মন্ত্রীর মাইক বন্ধ করে দেওয়া পরিষদীয় রাজনীতিতে নজিরবিহীন। যদিও অধ্যক্ষ রীতি ভেঙে আমার ঘরে এসেছিলেন। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। এখন তা মিটে গিয়েছে।’ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বিষয়টি অত্যন্ত বড় করে দেখানো হচ্ছে। এটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। আমি নিজে শোভনদেববাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। এই নিয়ে আর আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি নেই।’

> **পরিষদীয় মন্ত্রীর মাইক বন্ধ করে দেওয়া নজিরবিহীন। অধ্যক্ষ রীতি ভেঙে আমার ঘরে এসেছিলেন। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, মিটে গিয়েছে।**
>
> -শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

> **বিষয়টি অত্যন্ত বড় করে দেখানো হচ্ছে। এটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। আমি নিজে শোভনদেববাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। এই নিয়ে আর আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি নেই।**
>
> -বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

এই মুহূর্তে রাজ্য বিধানসভায় প্রবীণতম বিধায়কদের মধ্যে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। বিধানসভায় এই মুহূর্তে থাকা বিধায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার নির্বাচিত হয়েছেন আবদুল করিম চৌধুরী। তিনি নির্বাচন ও উপনির্বাচন মিলিয়ে ১১ বার বিধায়ক হয়েছেন। তারপরই রয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনিও নির্বাচন ও উপনির্বাচন মিলিয়ে ৯ বার বিধায়ক হয়েছেন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে যে তিনি শেষবার লড়াই করবেন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। শোভনদেববাবু বলেন, ‘আমার বয়সে অনেকেই আগে নির্বাচনে লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছেন। আমি অনেক পরে পেয়েছি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আমি শেষবার লড়াই করব। এরপর আর আমি নির্বাচনে দাঁড়াব না। এবার নির্বাচিত হলে আমি ৪৫ বছরের বিধায়ক হব। বর্তমানে থাকা আবদুল করিম চৌধুরী ছাড়া আমার চেয়ে সিনিয়ার বিধায়ক কেউ নেই।’

৬৫-তে অবসরের দাবি শিক্ষকদের

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল প্রোগ্রেসিভ টিচার্স ফোরাম। সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, সরকারি কলেজের অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের অবসরের বয়সসীমা ইতিমধ্যে ৬৫ বছর করা হয়েছে। আবার অনেক সরকারি স্কুলে শিক্ষকের অভাব থাকায় ৬০ বছর বয়সে কেউ অবসর নেওয়ার পরে তাঁদের চুক্তিভিত্তিতে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাই সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর করার দাবি জানানো হয়েছে।

> **এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন। এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত হলে জানানো হবে।**
>
> -ব্রাত্য বসু

ফোরামের রাজ্য সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, ‘আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে শনিবারই এই নিয়ে চিঠি দিয়েছি। আমাদের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খুব শীঘ্রই দেখা করতে চেয়েছি। আমাদের দাবির সমর্থনে আমরা সই সংগ্রহ অভিযানও শুরু করেছি। এই নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আশা করব, সরকার আমাদের দাবিকে মান্যতা দেবে।’

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ‘এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন। এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত হলে জানানো হবে।’

দেওয়ালে বাঘ... *কলকাতার এক রাস্তায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

সাম্প্রতিক সমীক্ষার রিপোর্ট

এসআইআর-এ রাজ্যের ক্ষতি ৪ হাজার কোটি

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : শুনানিতে দীর্ঘ লাইন দেওয়ার যন্ত্রণা তো ছিলই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষতি করেছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)। রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি ভোটারের পরিবারের সেই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল কলকাতা ভিত্তিক সংস্থা ‘সাবির ইনস্টিটিউট’ পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায়।

সমীক্ষকদের মতে, যাতায়াত, খাবার ও নথিপত্র তৈরির জন্য মাথাপিছু খরচ হয়েছে প্রায় ১০০ টাকা করে, যার জেরে রাজ্য ৩০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যাঁরা শুনানিতে উপস্থিত হয়েছেন, সেই দিনের জন্য তাঁরা নিজেদের কাজে যেতে পারেননি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সাধারণত শুনানিতে ডাক পাওয়া একজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের অন্তত একজন উপার্জনকারী সদস্য উপস্থিত হয়েছেন। ফলে ওইদিনের জন্য দু’জনেই উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রায় দেড় কোটি মানুষকে শুনানিতে তলব করায় তাঁদের সঙ্গী সহ মোট ৩ কোটি মানুষের কর্মদিবসও নষ্ট হয়েছে। সমীক্ষক অশীন চক্রবর্তী বলেন, ‘হিসেবের সুবিধার্থে আমরা প্রতিটি পরিসংখ্যানের গড় ধরে তিনটি মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে সমীক্ষা চালিয়েছি। মাথাপিছু জিডিপি ধরে চলতি অর্থবর্ষে একজন উপার্জনকারীর গড় বার্ষিক আয় ধরা হয়েছে ২,০৪,৭৮১ টাকা।

ন্যূনতম মজুরি অনুযায়ী দৈনিক ৪০০ টাকা ধরলে মোট লোকসান হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা। আর যদি ১০০ দিনের কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের আয় ধরা হয়, সেখানে লোকসানের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১০৮০ কোটি টাকা।’

শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতিই নয়, কীভাবে প্রশাসনিক কাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে এসআইআর প্রভাব ফেলেছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে সমীক্ষায়। ৮০ হাজার বিএলও ও ৮১০০ মাইক্রোঅবজার্ভার সহ মোট ৮৮১০০ সরকারি কর্মীকে এই প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করায় ২১.৭৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা ব্যাহত হয়েছে। অনেক সরকারি স্কুলে পড়াশোনা তো হয়ইনি, শুধুমাত্র সেগুলি মিড ডে মিল বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সমীক্ষক সাবির আহমেদ ও সৌপ্তিক হালদারদের দাবি, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যদের ওপর এসআইআর যে আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে, তা একেবারেই অপূরণীয়।

নতুন রোস্টারেও গলদ, অভিযোগ বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত শ্রম দপ্তরের একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোস্টারে অস্থি প্রতিবন্ধীদের শূন্যপদে এখন সমস্ত ক্যাটিগোরির শারীরিক প্রতিবন্ধীরাই সুযোগ পাবেন। তবে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি বছরের এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় এই নতুন বিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে নতুন বিধিতেও অনেক ভুল রয়েছে বলে দাবি তুলছেন লোকোমোটর বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থীরা।

লোকোমোটর বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থী সাদ্দাম হোসেনের অভিযোগ, ‘রাইট অফ পার্সন উইথ ডিজেবিলিটিজ অ্যাক্ট ২০১৬-এর ৩৪ সেকশন এবং দ্য রাইট টু পার্সনস উইথ ডিজেবিলিটি রুলস, ২০১৭-এর সেকশন ফাইভ পুরোপুরি নতুন বিধিতে অমান্য করা হয়েছে।’ রাইট অফ পার্সন উইথ ডিজেবিলিটিজ অ্যাক্ট ২০১৬ অনুযায়ী, শারীরিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষম ক্যাটিগোরিতে জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকার কথা। কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষায় লোকোমোটর বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র তপশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীরাই সংরক্ষণ পাচ্ছেন।

চলতি নিয়োগে অংশগ্রহণকারী আর এক লোকোমোটর বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থী তোজাম্মেল শেখের দাবি, ‘শুধুমাত্র জাতিগত বিভাজনের বৈষম্যের কারণে লিখিত পরীক্ষায় পুরো নম্বর পেয়েও ইন্টারভিউতে ডাক পাইনি। এখন যখন নতুন বিধি রাজ্য সরকার আনছে, তাহলে এসএসসি নতুনভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করুক।’

‘যুবসাথী’র জন্য নয়া পোর্টাল আগামী সপ্তাহে

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষিত 'যুবসাথী' প্রকল্পকে কেন্দ্র করে এখন সরগরম বাংলার রাজনীতি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের চা-বলয় থেকে শুরু করে পাহাড় ও সমতলের জেলাগুলোতে এই প্রকল্প নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করছে। বেকারদের হাতে মাসে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়ার এই প্রতিশ্রুতি যেমন ভোটের আগে যুবসমাজকে সঙ্গে পাওয়ার ব্যাপারে সরকারি দলকে আশার আলো দেখাচ্ছে, তেমনই এর স্বচ্ছতা নিয়ে বিরোধীদের তর্জন-গর্জন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আগামী সপ্তাহেই একটি পোর্টাল চালু করছে রাজ্য সরকার। তবে প্রকল্পের সুবিধা মিলবে ভোট মিটে যাওয়ার পর ১৫ অগাস্ট থেকে। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, ‘খুব দ্রুত একটি পোর্টাল চালু হবে। সেখানে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। তারপর তা যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ে ভাতা দেওয়া শুরু হবে।’

সেলিম ছাড়া কাউকে নেতা মানবেন না হুমায়ুন

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : দলের মতানৈক্য প্রকাশ্যে আনায় ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়কে ‘হতাশাগ্রস্ত’ বলে মন্তব্য করেন সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। কিন্তু ‘বামফ্রন্টের মধ্যে এই ধরনের মতপার্থক্য প্রকাশ্যে আসা কাম্য নয়’ বলে মত বাকি শরিকদের। আপাতত সিপিএমে হুমায়ুন নিয়ে কোনও কথা না উঠলেও এদিনই সেলিমকে জোটের নেতা মানতে রাজি বলে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল সাংসদ তথা জেইউপি নেতা হুমায়ুন।

সম্প্রতি বামফ্রন্টের বৈঠকে তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন মহম্মদ সেলিম ও নরেন। এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নরেন প্রসঙ্গে বিকাশবাবু মন্তব্য করেন, ‘নরেনবাবু বোধহয় হতাশাগ্রস্ত হয়ে বলেছেন। এতে ফরওয়ার্ড ব্লকের ভাবমূর্তি বাড়ল, না সিপিএমের ভাবমূর্তি কমল?’ বিকাশের মন্তব্যের পরেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন নরেন। তিনি বলেন, ‘বিকাশবাবুর যা মনে হয়েছে তাই তিনি বলেছেন। এতে আমার আর কিছু বলার নেই।’ এদিন সিপিএমের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়েছে। তাতে এই বিষয়টি উঠেছে। বিমান বসু, সেলিমের কাছে নরেন ধমক খান বলে সূত্রের খবর।

তবে হুমায়ুন এদিন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। বলেন, ‘২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কার কার সঙ্গে জোট হবে তা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আমার মূল টার্গেট

তৃণমূলকে পরাজিত করা ও বিজেপিকে ম্যাজিক সংখ্যায় পৌঁছোতে না দেওয়া। সেক্ষেত্রে জোটের নেতৃত্ব যদি সেলিম সাহেব দেন তাহলে মানব, অন্য কাউকে জোটের নেতা হিসেবে মানব না।’ সূত্রের খবর, সিপিআইএমএল (লিবারেশন), পাহাড়ের একটি দলের সঙ্গেও আলোচনা চলছে সিপিএমের। মার্চ মাসের মধ্যেই কার সঙ্গে কার জোট হতে পারে বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। এরই মধ্যে সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়িও জানিয়ে দিয়েছেন, এসইউসিআই বাদে বৃহত্তর বামজোটের চেষ্টা চলছে।

মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতলেও বৈষম্যের শিকার, ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : পণের কারণে শিশুকন্যা সহ মায়ের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় মন্তব্য, ‘মেয়েরা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতলেও কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বৈষম্য রয়েই গিয়েছে।’ তারপরই পাঁচ বছর ধরে চলা এই মামলায় অভিযুক্তদের নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

২০১৮ সালে অভিযুক্তের সঙ্গে তরুণীর বিয়ে হয়। তাঁদের একটি কন্যাসন্তান হয়। ২০২১ সালে শিশুটিকে খুন করে আত্মঘাতী হন তরুণী। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ না থাকায় বেকসুর খালাস করে নিম্ন আদালত। নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই অত্যাচার শুরু করেছিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, ‘আমরা এটা দেখে খুশি যে, সম্প্রতি আমাদের মেয়েরা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন তাঁরা। দেড় বছরের একটি শিশুর চলে যাওয়া আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কন্যাসন্তানদের ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার অর্জন করতে এখনও অনেক পথ বাকি রয়েছে।’

প্রকল্প বহু, তবু কমে না স্কুলছুট

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে একের পর এক শিক্ষামুখী প্রকল্প। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজ সাথীর পর এখন বাংলার যুব সাথী। পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে সবই রয়েছে। তবু বাস্তবের হিসাব বলছে অন্য কথা। নবম শ্রেণিতে নাম নথিভুক্ত করা পড়ুয়ার সংখ্যা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান বছর বছর বাড়ছে। আরও উদ্বেগের বিষয়, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লক্ষাধিক কম। দিনের পর দিন বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যাও। শিক্ষাবিদদের একাংশ বলছেন, ঘোষণাই সার। এই প্রকল্পের পাহাড় পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে ব্যর্থ। ভোটবাক্স ভরানোই রাজ্য সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।

পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের তুলনায় চলতি বছর মাধ্যমিকে ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম। ২০২৪ সালে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫২ জন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলেও মাত্র ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৭৭ জন উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যাও। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের হার প্রায় ১৭-১৮ শতাংশ। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসের তরফে চন্দন মাইতি বলেন, ‘রাজ্যে স্থায়ী চাকরি নেই, দুর্নীতির কারণে শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমছে। নাবালিকা বিয়েও বাড়ছে। নামমাত্র প্রকল্পে লাভ হচ্ছে না কিছুই।’

শিক্ষামহলের প্রশ্ন, একাধিক প্রকল্প

ক্ষোভ শিক্ষামহলে

ঘোষিত হলেও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো ও কম্পোজিট গ্র্যান্ট বৃদ্ধির মতো প্রয়োজনীয় দিকগুলিতে কেন নজর দিচ্ছে না রাজ্য? অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দন গড়াই বলেন, ‘কম্পোজিট গ্র্যান্ট ধারাবাহিক ভাবে কমানো হচ্ছে অথচ সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচির খরচ স্কুলের মাধ্যমে ব্যয় করানোর ফলে কম পড়ুয়াযুক্ত স্কুলগুলি পরিচালনা করা খুবই অসুবিধাজনক হচ্ছে।’ বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ধ্রুবপদ ঘোষালের কটাক্ষ, ‘নানা ধরনের ভাতা দিয়েও ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পড়াশোনা করে চাকরির নিশ্চয়তা না থাকায় সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছেন। শিক্ষিত বেকার তরুণদের জন্য সরকারি চাকরির সুযোগ বন্ধ করে ভাতা দিয়ে তাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।’

দেশদুনিয়া

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রবীণ সদস্য জয়রাজ রাওয়ের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

নেতাজির সহযোদ্ধার মুখোমুখি মোদি

কুয়ালা লামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : মালয়েশিয়া সফরের শেষলগ্নে এক অনন্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার কুয়ালালামপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিধন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের (আইএনএ) প্রবীণ সদস্য জয়রাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই জীবন্ত কিংবদন্তির সঙ্গে মোদির কথোপকথন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনার মুহূর্তটি দু-দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের এক আবেগঘন অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

শনিবার দু-দিনের সফরে মালয়েশিয়া পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী। সফরের দ্বিতীয় দিনে আইএনএ যোদ্ধা জয়রাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মোদি। পরে সমাজমাধ্যমে এই সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'আইএনএ-র প্রবীণ সদস্য জয়রাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে দেখা করাটা আমার কাছে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। তাঁর অভিজ্ঞতা শুনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'নেতাজি এবং আইএনএ-র সমস্ত বীরের কাছে ভারত চিরকাল ঋণী থাকবে। তাঁদের বীরত্বই ভারতের ভাগ্য নির্ধারণে সাহায্য করেছিল।' ১৯৪৩ সালে কুয়ালালামপুরের সেলাঙ্গর পাডাং থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক ভাষণ বহু ভারতীয়কে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

> আইএনএ-র প্রবীণ সদস্য জয়রাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে দেখা করাটা আমার কাছে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। তাঁর অভিজ্ঞতা শুনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।
>
> নরেন্দ্র মোদি

এদিন প্রবীণ যোদ্ধাকে শ্রদ্ধার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের কড়া অবস্থানের কথা ফের মনে করিয়ে দেন মোদি। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর মোদি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আমাদের বার্তা খুব স্পষ্ট, কোনও দ্বিচারিতা নয়, কোনও আপস নয়।' ইসলামাবাদে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ নিয়ে পাকিস্তানের ভিত্তিহীন অভিযোগের আবহে মোদির এই 'জিরো টলারেন্স' বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতিরক্ষা, সেমিকনডাক্টর এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে দু-দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার নিয়ে দেশের উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। মালয়েশিয়াকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অন্যতম ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি দু-দেশের 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির বন্ধন'-কে আরও মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন।

১৮৭ কোটির জমি কেলেঙ্কারি!

নয়াদিল্লি ও আইজল, ৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্বের রাজনীতিতে পারদ চড়ল ১৮৭.৯০ কোটি টাকার এক চাঞ্চল্যকর জমি দুর্নীতি নিয়ে। মিজোরামের একমাত্র এয়ারপোর্ট 'লেংপুই'-এর কাছে প্রতিরক্ষার কাজে জমি অধিগ্রহণ ঘিরেই এখন তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। অভিযোগের তির সরাসরি শাসকদল এবং আমলাতন্ত্রের দিকে। আর এই দুর্নীতির প্রতিবাদে খোদ রাজ্যসভায় সরব হয়েও কথা বলতে না পেরে ক্ষোভ উগরে দিলেন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর সাংসদ কে. বনলালভেনা।

অভিযোগ উঠেছে, আইজলের কাছে লেংপুই বিমানবন্দর এবং সিহফির গ্রামে ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বসানোর জন্য জমি কেনা হয়েছিল। কিন্তু সেই জমি কেনায় মানা হয়নি কোনো নিয়ম। ২০১৩ সালের 'জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন আইন' বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশছোঁয়া দামে জমি কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা গ্রাম কাউন্সিলের সাথে আলোচনার কথা থাকলেও, অভিযোগ উঠছে সবটাই হয়েছে তলে তলে। সাংসদ বনলালভেনার দাবি, প্রায় ১৮৭.৯০ কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে। সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়েছেন, এখানে বড়সড় 'মানি লন্ডারিং' হয়ে থাকতে পারে।

বর্তমানে মিজোরামে ক্ষমতায় রয়েছে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট। অন্যদিকে বিরোধীদের আসনে। এই ১৮৭ কোটির হিসেব নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে এখন কাদা ছোড়াছুড়ি তুঙ্গে। সাংসদ বনলালভেনার অভিযোগ, তিনি গত এক সপ্তাহ ধরে রাজ্যসভায় এই দুর্নীতির প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বারবার

মিজোরাম

তাঁর 'জিরো আওয়ার' নোটিস খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে। সংসদীয় অন্দরে এই 'সেন্সরশিপ' নিয়েও বাড়ছে ক্ষোভ।

প্রতিরক্ষার মতো সংবেদনশীল বিষয়ের জন্য বরাদ্দ টাকা যদি মাঝপথে 'উধাও' হয়ে যায়, তবে তা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় প্রশ্ন। একদিকে বায়ুসেনার গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট, অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার তছরুপ—মিজোরামের এই আঁচ কিন্তু দিল্লির অলিন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

বকেয়া মেটান ঢাকাকে চিঠি আদানি গোষ্ঠীর

ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া বিদ্যুতের দাম মেটানোর দাবিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে ফের চিঠি পাঠিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা বিদ্যুতের বকেয়ার পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৫৭ কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) পাঠানো চিঠিতে আদানি পাওয়ার সতর্ক করেছে যে, তাড়াতাড়ি বকেয়া শোধ না করা হলে বিদ্যুৎ সরবরাহে 'বিঘ্ন' ঘটতে পারে।

সূত্রের খবর, কয়লা আমদানির জন্য ১১ কোটি ২৭ লক্ষ ডলার চেয়েছে সংস্থাটি। আদানি গোষ্ঠীর দাবি, শেখ হাসিনা সরকারের আমল থেকেই বিল বাকি ছিল, যা অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর সামান্য মিটলেও গত দু'মাস ধরে পিডিবি ফের বিল শোধ কমিয়ে দিয়েছে।

পিডিবি চেয়ারম্যান রেজাউল করিম অবশ্য রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, মার্চ থেকে বকেয়া মেটানোর পরিমাণ বাড়তে পারে। এদিকে এই চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশে আইনি লড়াইও চলছে।

Public Notice

The vehicles as listed below, which have been seized in connection with cases initiated under The Bengal Excise Act, 1909, as amended up to date, and are presently lying in different Excise Malkhanas, under the custody of Excise officers in Charge of the respective Excise Circles under Jalpaiguri Excise District.

SL No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle
1	Two-Wheeler	WB-74U 9750	---	---	Honda Activa	SI's SL No - 67/14-15 Dated- 26/12/2014	Bhaktinagar
2	Two-Wheeler	WB74Q 7227	---	---	Honda Activa	SI's SL No – 112/16-17 Dated- 29/03/2017	Bhaktinagar
3	Two-Wheeler	WB74R 3520	---	---	---	SI's SL No – 14/16-17 Dated- 14/05/2016	Bhaktinagar
4	Two-Wheeler	WB74J 0783.	---	---	Honda Activa	SI's SL No – 50/14-15 Dated- 23/10/2014	Bhaktinagar
5	Two-Wheeler	WB74K 5475.	---	---	Hero Super Splendor	SI's SL NO- 53/21-22 Dated- 23/08/2021	Bhaktinagar
6	Two-Wheeler	WB74I 7057	---	---	Honda Eterno 150	LSI's SL No-49/22-23 Dated- 04/06/2022	Bhaktinagar
7	Two-Wheeler	WB74U 7836	---	---	Passion Pro	SI's SL No-50/21-22 Dated-03/08/2021	Bhaktinagar
8	Two-Wheeler	WB74L 9369	---	---	Hero Honda CD Delux	SI's SL No-27/22-23, Dated- 05/07/2022	Bhaktinagar
9	Two-Wheeler	WB74D 6228	DFFBGH26 612	---	Bajaj Boxer	SI's SL No-43/23-24 Dated- 30/05/2023	Bhaktinagar
10	Two-Wheeler	WB 72Q 9030	---	---	Hero Maestro	LSI's SL No-211/22-23 Dated-16/02/2023	Bhaktinagar
11	Two-Wheeler	WB74Y 0632	---	---	Honda Activa	SI's SL No-58/20-21 Dated- 13/10/2020	Bhaktinagar
12	Two-Wheeler	WB74H 9530	---	---	Hero Honda Passion	SI's SL No-102/22-23 Dated- 08/01/2023	Bhaktinagar
13	Two-Wheeler	WB-74AC 7366	---	---	Hero Glamour	ASI's SL No-08/23-24 Dated- 28/07/2023	Bhaktinagar
14	Two-Wheeler	WB 74P 3339	---	---	Hero Glamour	SI's SL No-60/2020-21, dated-06.09.2020	NJP Excise Station
15	Two-Wheeler	WB74E 7528	---	---	Bajaj Auto	EO's SL No-19/2021-22, Dated-19.07.2021	NJP Excise Station
16	Two-Wheeler	WB74L 6172	---	---	Honda Eterno	IC's SL No-17/2021-22, dated- 03.10.2021	NJP Excise Station
17	Two-Wheeler	WB-04HB 4180	---	---	Bajaj Pulsar	IC's SL No-26/2021-22, Dated-24.11.2021	NJP Excise Station
18	Two-Wheeler	WB74AP 2557	---	---	TVS Jupiter	SI's SL No-41/2022-23, Dated- 23.10.2022	NJP Excise Station
19	Two-Wheeler	WB72L 0368	---	---	Honda Activa	SI's SL No-109/2021-22, Dated- 03.03.2022	NJP Excise Station
20	Two-Wheeler	WB74K 1509	---	---	Bajaj Pulsar	SI's SL No- 24/2022-23, Dated- 28.08.2022	NJP Excise Station
21	Two-Wheeler	WB 74AE 6785	---	---	Hero Glamour	SI's SL No- 101/2021-22, Dated- 24.02.2022	NJP Excise Station
22	Two-Wheeler	WB 74AA 5873	---	---	Honda Activa	SI's SL No-85/2021-22, Dated-06.01.2022	NJP Excise Station
23	Two-Wheeler	WB 72X 8188	---	---	Hero Glamour	SI's SL No-42/2023-24, Dated-19.07.2023	NJP Excise Station
24	Two-Wheeler	WB 74E 8747	---	---	Hero Honda Splendor	SI's SL No-86/22-23 dated 24.02.2023.	NJP Excise Station
25	Two-Wheeler	WB 74U 2662	---	---	Hero Glamour	SI's SL No-14/23-24 dated 14.05.2023.	NJP Excise Station
26	Two-Wheeler	WB 74AH 1887	---	---	Honda Activa 3G	SI's SL No- 20/23-24 dated- 18.04.2023	NJP Excise Station
27	Two-Wheeler	WB 74W 9753	---	---	Yamaha YBR-110	ASI's SL No- 20/23-24 dated 20.09.2023	NJP Excise Station
28	Two-Wheeler	WB 74U 0575	---	---	Honda Activa	SI's SL No- 80/22-23 dated 11.02.2023.	NJP Excise Station
29	Two-Wheeler	WB 72V 3411	---	---	TVS Jupiter (BS IV)	SI's SL No-59/23-24 dated 29.08.2023.	NJP Excise Station
30	Four-Wheeler	WB 73D 1631	---	---	TATA ACE HT	ASI's SL No-27/23-24 dated 07.09.2023.	NJP Excise Station
31	Two-Wheeler	WB 74AE 2150	---	---	Hero Super Splendor	SI's SL No-28/21-22 dated 22.06.2021.	NJP Excise Station
32	E-Rickshaw	---	M8EY4AA1 8HP01982	---	Terra Motors	SI's SL No- 96/23-24 dated 05.12.2023	NJP Excise Station
33	Truck	UP 16 DT 5752	---	---	EICHER 1110	IC's SL No- 05/2022-23 Dated- 23.09.2022	NJP Excise Station
34	Four-Wheeler	WB 74N 8597	---	---	Maruti Suzuki Alto LX BS-III	SI's SL No- 100/2022-23, dated- 07.03.2023	NJP Excise Station
35	Two-Wheeler	WB 74AS 9840	---	---	Honda Aviator	ASI's SL No- 44/2023-24, dated- 21.11.2023	NJP Excise Station
36	Two-Wheeler	---	---	99C10E21 945	Hero Honda CD 100 SS	ASI'(II)'s SL No-22/2024-25, dated-22.04.2024	NJP Excise Station
37	Two-Wheeler	WB 74 AA 8400	---	---	Yamaha SS 125	ASI's SL No-51/2023-24, dated-24.12.2023	NJP Excise Station
38	Two-Wheeler	WB 74 L 2587	---	---	TVS Star	SI's SL No-114/2023-24, dated-23.02.2024	NJP Excise Station
39	Two-Wheeler	WB 72 M 1864	---	---	TVS Phoenix 125	SI's SL No-123/2023-24, dated-11.03.2024	NJP Excise Station
40	Two-Wheeler	WB 72 Z 5801	ME4JC831F MG204413	---	Honda SP 125	SI's SL No.08/24-25, dated 10.04.2024	Sadar Circle
41	Two-Wheeler	WB 72W 3515	MBLJAW09 2K9J45994	---	Hero Super Splendor	ASI's SL No.39/24-25 dated 06.06.2024	Sadar Circle
42	Two-Wheeler	WB 72 K 6170	MBLHA10A 6EHD60922	---	Hero Passion Pro	SI's SL No-26/24-25, dated-14.05.2024	Sadar Circle
43	Truck	RJ-17GA-3013	---	---	Ashok Leyland AL 3118IL	SI's SM No-44/22-23, dated-08.12.2022	Sadar Circle
44	Truck	HR-38X-0869 And as per RTO UP-30T-3641	MAT454020 B8D17232	---	TATA	SI's SM No-109/23-24, dated-15.03.2024	Sadar Circle
45	Two-Wheeler	WB-72U-0537	ME4JC737E JT041820		Honda Shine SP 125	OC's SL No-108/23-24 dated-15.03.2024	Sadar Circle
46	E-Rickshaw	---	---	---	---	SI's SL No-33/22-23 dated-23.06.2022	Sadar Circle
47	Truck	WB-37D-8529 & as per RTO report WB-19G-8502	MAT457403 F7E08564	---	TATA	OC's SM No-104/24-25, dated-12.01.2025	Sadar Circle
48	Four-Wheeler	WB-74V 6767	---	---	Hundai i10 Sportz BS IV	SI's SL No-65/20-21, dated-04.12.2020	Sadar Circle
49	Truck	WB 91 7426	---	---	TATA LPT 3118 CEX BS III	SI's SM No-70/22-23, dated-16.03.2023	Sadar Circle
50	E-Rickshaw	---	---	---	---	SI's SL No-32/19-20 dated-27.09.2019	Sadar Circle
51	Two-Wheeler	WB-66-9284	---	---	TVS Suzuki Samurai	SI's SL No-124/12-13, dated-26.03.2013	Sadar Circle
52	Four-Wheeler	WB-06H 4025	---	---	Maruti Suzuki Alto	SI's SL No-74/22-23, dated-29.03.2023	Sadar Circle
53	Two-Wheeler	WB-74H 8651	DUFDLA11 972	---	Bajaj CT 100	SI's SL No. 20/16-17 Dt: 08.11.16	Mayraguri
54	Two-Wheeler	WB 20F 4123	DDFBJD410 23	---	Kawasaki Caliber	SL No. 16/21-22 Dt: 22.06.21	Mayraguri
55	HVG Truck	BR-06GA 0355	---	---	Mahindra & Mahindra	SL No. 47/21-22 Dt: 22.09.21	Mayraguri
56	Two-Wheeler	WB-72F 4828	MD2D8JZZ ZTPM50510	---	Bajaj Discover 150	SL No. 116/21-22 Dt: 11.01.22	Mayraguri
57	Two-Wheeler	WB 72G 6608	MBLJF16E DCGB32082	---	Hero Pleasure	SL No 16/22-23 Dt: 10.05.22	Mayraguri
58	Two-Wheeler	---	MD2A37CZ BCPF15769	---	Bajaj Discover	SL No. 98/22-23 Dt: 10.09.22	Mayraguri
59	Two-Wheeler	WB 72C 9362	MD2DSDSZ ZPCB95951	---	Bajaj Discover 125	SI's SL No. 117/22-23 Dt: 22.10.22	Mayraguri
60	Four-Wheeler	WB 74N 0699	MA3EYD81 S01231256	---	Maruti Suzuki Alto LX-BS-III	SI's SL No. 01/23-24 Dt: 04.04.23	Mayraguri
61	Two-Wheeler	---	04H09C27 123	---	Hero Honda Passion plus	SI's SL No. 69/23-24 Dt: 27.09.23	Mayraguri
62	Two-Wheeler	WB 70A 8769	07LAEF038 95	---	Hero Honda Super Splendor	SI's SL No. 93/23-24 Dt: 30.11.23	Mayraguri
63	Two-Wheeler	WB 74 L 0758	06HBCC000 78	---	Hero Honda Achiever	SL No.-135/23-24 Dt: 22.02.2024	Mayraguri
64	Two-Wheeler	WB 72G 9870	MO2DSJZZ ZUPB38809	---	Bajaj Discover	SL No. 150/23-24 Dt: 20.03.24	Mayraguri
65	Two-Wheeler	WB 72 Z 7792	MBLJAW17 7M9DO8271	---	Hero Splendor	SL No. 24/24-25 Dt: 24.05.24	Mayraguri
66	Four-Wheeler	WB-91- 2136	MAT535001 HYE09472	---	TATA ACE Mega BS-IV		
67	Truck	AS 01 DC 2971	MAT448030 A2P28384	---	TATA LPT 2515EX	SM No 98/23-24 Dt: 09.12.23	Mayraguri
68	Tanker	HR-46A-0267	360324FT Q719308	697D23FTQ 760286	TATA 1996	SI's SL No.01/08-09 dated 07.04.2008	Sadar RPU
69	Two-Wheeler	WB72A 5325	CIMH8426 27	E16MH7956 28	LML Vespa	SI's SL No.25/15-16 dated 01.12.2015	Sadar RPU
70	Two-Wheeler	WB-74AE-0046	ME1SE77 45E006384 4	E3N7E0063 854	Yamaha	SI's SL No.35/15-16 dated 17.02.2016	Sadar RPU
71	Two-Wheeler	---	MD625SF 40E1F866 33	1248CM3N5 010809	TVS Phonix 125	SI's SL No.03/16-17 dated 11.04.2016	Sadar RPU
72	Two-Wheeler	WB-74K 2176	ME4KF07 1C680349 8	KF07E9092 716	Honda	SI's SL No.100/12-13 dated 07.11.2012	Sadar RPU
73	Truck	NL-06A-2261	3878048AQ Q10124	697D21AQ Q101772	---	SI's SL No.39/2002-03 dated 27.02.2003	Sadar RPU
74	Two-Wheeler	WB 72-8630	---	---	Bajaj Cheetak	SI's SL No. 49/10-11, Dt. 26.02.11	Malbazar
75	Two-Wheeler	WB 74H 0194	---	---	TVS Centra	SI's SL No. 51/11-12, Dt. 11.02.12	Malbazar
76	Four-Wheeler	. WB 74B 9718	---	---	Maruti 800	SI's SL No- 44/13-14, Dt. 28.10.2013	Malbazar
77	Two-Wheeler	WB 66-3611	C06D35719 5	---	Bajaj Cheetak	SI's SL No-03/15-16, Dt-05.04.2015	Malbazar
78	Two-Wheeler	WB72 A7184	---	---	Bajaj Super	ASI's SL No. 90/17-18 Dt. 17.11.2017	Malbazar
79	Two-Wheeler	WB 72 A 8073	DFFBHL 20420	---	BAJAJ Boxer C.T	SI's SL No- 49/18-19, Dt. 13.11.18	Malbazar
80	Two-Wheeler	WB 72 P 4391	MBLJA05E WG9K 36947	---	Hero Super Splendor	SI's SL No- 02/19-20, Dt- 08.04.19	Malbazar
81	Two-Wheeler	WB 72 G 9080	MB8NF4HC AB8106080	---	Suzuki Sling Shot	ASI's SL No. 27/19-20, Dt. 04.07.19	Malbazar
82	Two-Wheeler	WB72 G 6410	MBLJA06E UCGB21263	---	Hero Glamour	E.O. SL No-21/19-20 Dt-17.07.2019	Malbazar
83	Two-Wheeler	WB 72 L 1242	ME4JF502L E7271180	---	Honda Activa	E.O. SL No. 27/19-20, Dt- 14.08.19	Malbazar
84	Two-Wheeler	WB 72 F 8866	MD2DHDH ZZUCD 45913	---	BAJAJ PULSAR 150	E.O. SL No- 31/19-20 Dt. 15.09.2019	Malbazar
85	Two-Wheeler	WB 72 Q 6686	ME1SED19 2H0006113	---	Yamaha FASCINO	E.O. SL No. 35/19-20, Dt. 17.10.19	Malbazar
86	Two-Wheeler	WB 74 AC 6051	E4JF501MD 7510396	---	Honda Activa	E.O. SL No- 38/19-20, Dt- 12.11.19	Malbazar
87	Two-Wheeler	WB 74 AE 9766	ME4JF502J E8239087	---	Honda Activa	ASI's SL No- 81/19-20 Dt-11.01.2020	Malbazar
88	Two-Wheeler	WB 72 L 9979	MD626AG4 1F1A41824	---	TVS Wego	E.O.SI's SL No- 55/19-20, Dt- 19.02.2020	Malbazar
89	Four-Wheeler	WB 74Q 1980	ST911N 644413	---	Maruti Omni Van	E.O. SL No- 50/20-21, Dt- 26.09.2020	Malbazar
90	Two-Wheeler	WB 74 AM 6126	MBLJA05E MG9F21536	---	Hero super Splendor	SI's SL No. 103/20-21, Dt. 07.01.21	Malbazar
91	Two-Wheeler	WB 72 X 3683	MD626AK3 5L2C06973	---	TVS Ntorq 125	SI's Sl No. 103/21-22, Dt. 22.08.21	Malbazar
92	Two-Wheeler	WB 74 H 1785	DUFBLD 79272	---	Bajaj CT 100	SI's SL No.120/21-22 Dt. 14.09.2021	Malbazar
93	Two-Wheeler	WB 72F 0743	MD2DSJZZ Z8PH57217	---	Bajaj Discover 150	S.I's SL No-07/21-22 Dt-24.11.2021	Malbazar
94	Two-Wheeler	WB 74 P 5176	MD2DHDJZ ZSCD50463	---	Bajaj Pulsar	SI's SL No. 184/21-22, Dt. 25.09.21	Malbazar
95	Two-Wheeler	WB 72 D 7229	---	---	TVS Apache	SI's SL No. 184/21-22, Dt. 14.02.22	Malbazar
96	Two-Wheeler	WB 72 J 6540	D2A11CZX DCB72197	---	BAJAJ Pulsar 150	SI's SL No. 194/21-22, Dt. 03.03.22	Malbazar
97	Four-Wheeler	WB 73 B 9649	MAT446046 A9P35977	---	TATA Sumo VICTA DI	SI's SL No. 211/21-22, Dt. 31.03.22	Malbazar
98	Two-Wheeler	WB 72 M 9258	MBLJF32A EFGL05556	---	Hero Maestro	SI's SL No. 53/22-23, Dt. 13.06.22	Malbazar
99	Two-Wheeler	WB 72 S 6748	---	---	Bajaj Pulsar 150	SI's SL No. 121/22-23, Dt. 15.09.22	Malbazar
100	Two-Wheeler	---	---	---	Kawasaki Boxer	SI's SL No. 134/22-23, Dt. 10.10.22	Malbazar
101	Two-Wheeler	WB 72C 2446	DSVBMH 27699	---	Bajaj Discover 125	SI's SL No.174/22-23, Dt. 14.12.2022	Malbazar
102	Two-Wheeler	WB 72 Z 5808	MD626AK3 0M2D09753	---	TVS NTORQ 125	SI's SL No. 205/22-23, Dt. 11.02.23	Malbazar
103	Two-Wheeler	WB 74 Q 6709	MDLJA06E SAGA15325	---	Hero Glamour	SI's SL No. 231/22-23, Dt. 26.03.23	Malbazar
104	Two-Wheeler	WB 74 AN 7694	ME4JF505K G7367291	---	Honda Activa 3G	SI's SL No. 182/22-23, Dt. 22.12.22	Malbazar

এরপর সাতের পাতায়.....

.....ছয়ের পাতার পর

SL No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle
105	Two-Wheeler	WB 72 B 3895	03K09C 12529	---	Hero Honda Passion	SI's SL No. 43/23-24 , Dt. 05.06.23	Malbazar
106	Four-Wheeler	WB 06 A 7098	---	---	Wagonr	SI's SL No. 48/23-24, Dt. 20.06.23	Malbazar
107	Two-Wheeler	WB 72 L 6471	MBLJA06A PFGC03952	---	Hero Glamour	SI's SL No. 49/23-24, Dt. 21.06.23	Malbazar
108	Two-Wheeler	WB 72 D 9871	---	---	Hero Honda CBZ Extreme	SI's SL 55/23-24 Dt. 20.07.23	Malbazar
109	Two-Wheeler	WB 72 Z 6869	MD626AK3 IM2D25010	---	TVS NTORQ 125	SI's SL No. 83/23-24, Dt. 28.09.23	Malbazar
110	Two-Wheeler	WB 74 AE 9093	MBLKC13E HJ00056	---	Hero Hunk	SI's SL No. 87/23-24, Dt. 16.10.2023	Malbazar
111	Two-Wheeler	WB20 K 6519	---	---	Kawasaki Boxser City	ASI's SL No. 64/23-24, Dt. 02.11.23	Malbazar
112	Two-Wheeler	WB 74 P 0150	MDLHA10E R9OD09705	---	Hero Honda Passion	SI's Sl No. 91/23-24 Dt. 05.11.23	Malbazar
113	Two-Wheeler	WB 72 Y 3183	MD626AK3 1L2L08705	---	TVS NTORQ 125	SI's SL No. 122/23-24, Dt. 21.12.23	Malbazar
114	Two-Wheeler	---	MD2DHDH ZZUCF 26073	DHGBUF 04692	Bajaj Pulsar 150	SI's SL No. 05/23-24, Dt. 22.12.23	Malbazar
115	Two-Wheeler	WB 72M 6034	MD626AG4 4F1L00965	---	TVS WEGO	SI's SL No.07/23-24, Dt. 23.12.2023	Malbazar
116	Two-Wheeler	WB 72 D 2334	MD625NF1 681B95496	---	TVS-Star City	SI's SL No. 17/23-24, Dt. 20.01.24	Malbazar
117	Two-Wheeler	WB 74 B 4290	---	---	Hero Honda Splendor	SI's SL No. 32/13-14, Dt. 25.09.13	Malbazar
118	Two-Wheeler	WB 70 Z 7537	MD626AG7 3J2A02567	---	TVS NTORQ 125	OC's SL No. 85/20-21, Dt. 11.12.20	Malbazar
119	Four-Wheeler	WB 20 B 1112	ST91IN 303176	---	Maruti - Omni Van	S.I's SL No- 48/12-13 Dt-27.10.2012	Malbazar
120	Two-Wheeler	WB 72 D 6662	---	---	Hero Glamour	ASI's SL No-91/23-24 Dt-14.01.2024	Malbazar
121	Two-Wheeler	WB72 M 4648	MD626BG4 1FIL11324	---	TVS-JUPITER	SI's SL No-128/23-24 Dt-16.01.2024	Malbazar
122	Four-Wheeler	WB-71A-6788	MAT445064 DVP85678	---	TATA ACE	SI's SL No- 136/23-24 Dt- 11.02.2024	Malbazar
123	Two-Wheeler	WB72 N 9829	MBLJA06A XGHE03271	---	Hero Splendor i Smart 110		
124	Two-Wheeler	WB 72F 9862	ME4JC36DJ B8163719	---	Honda-CB Shine		
125	Two-Wheeler	---	---	---	Hero Super Splendor	SI's SL No-140/23-24 Dt-10.03.2024	Malbazar
126	Two-Wheeler	---	---	---	Hero Glamour		
127	Two-Wheeler	WB74 M 6331	MBLHA10E J8GA06919	---	Hero Honda Splendor Plus	SI's SL No-02/24-25 Dt-07.04.2024	Malbazar
128	E-Rickshaw	Motor number 160902415 J	---	---	Anant TM Xtramile Motor	SI's SL No-12/24-25 Dt-29.04.2024	Malbazar
129	Two-Wheeler	WB 74 V 5019	MD2DSJZZ ZUPB06484	---	Bajaj Discover 150	ASI's SL No-17/24-25 Dt-14.05.2024	Malbazar
130	Two-Wheeler	WB72 S 3815	MD626EG1 H1N27203	---	TVS JUPITER ZX	ASI's SL No- 20/24-25 Dt- 20.05.2024	Malbazar
131	Two-Wheeler	WB 74 S 8594	---	---	Hero Honda Super Splendor	ASI's SL No- 31/24-25 Dt- 10.06.2024	Malbazar
132	Two-Wheeler	WB72 E 9251	MBLHA12E NA9J00282	---	Hero Honda Splendor NXG	ASI's SL No- 39/24-25 Dt- 24.06.2024	Malbazar
133	Two-Wheeler	WB 74 C 1105	99B19F 09184	---	Hero Honda Splendor	ASI's SL No- 40/24-25 Dt- 25.06.2024	Malbazar
134	Two-Wheeler	TS 10 EK 2067	---	---	Honda Activa	E.O SL No- 49/20-21 Dt- 25.09.2020	Malbazar
135	Two-Wheeler	WB 74 K 1283	---	---	LML C.D.R 100	S.I's SL No-43/16-17 Dt-10.09.2016	Malbazar
136	Two-Wheeler	WB 72 AA 1002	ME1SEG41 7L0022612	E32SE 0121309	Yamaha Fascino	ASI' SL No 41/24-25 Dt. 23.06.2024	Banarhat
137	Two-Wheeler	WB 70 J 3624	ME4JF21BJ H8019402	JF21E 820712064	Honda Aviator	SI' SL No 02/24-25 Dt. 09.06.2024	Banarhat
138	Two-Wheeler	WB 74 N 0850	MD2DHDH ZZPCK 21150	DHGBPK 20624	Bajaj Pulsar DTSi	ASI' SL No 29/24-25 Dt. 28.05.2024	Banarhat
139	Two-Wheeler	WB 72 Q 7455	---	---	Honda Aviator	SI' SL No 01/24-25 Dt. 12.05.2024	Banarhat
140	Two-Wheeler	WB 74 Q 8588	MBLJA05E EA9B11414	JA05EAA9 A11963	Hero Super Splendor	SI' SL No 28/23-24 Dt. 23.03.2024	Banarhat
141	Two-Wheeler	WB 72 E 1496	---	---	Honda Shine	ASI' SL No 87/23-24 Dt. 16.03.2024	Banarhat
142	Four-Wheeler	WB 12 A 1999	ST91IN 254245	F8BIN 1657562	Maruti Suzuki Van	SI' SM No 76/23-24 Dt. 10.01.2024	Banarhat
143	Two-Wheeler	WB 72 J 5485	MBLJA05E KD9H23480	JAO5ECD9 H22972	Hero Super Splendor	SI' SM No 55/23-24 Dt. 25.09.2023	Banarhat
144	Two-Wheeler	WB 74 AJ 9050	MBLJA06A MFGK 26251	JA06EJFGK 28262	Hero Glamour	SI' SL No 27/23-24 Dt. 27.05.2023	Banarhat
145	Two-Wheeler	WB 72 N 2838	MD634KE4 3G2B79556	OE4BG 2925499	TVS Apache RTR	SI' SL No 192/22-23 Dt. 17.02.2023	Banarhat
146	Two-Wheeler	WB 72 D 2632	MD2DSJBZ ZPWJ27757	JAMBPJ 22598	Bajaj XCD 125	SI' SL No 128/22-23 Dt. 20.09.2022	Banarhat
147	Two-Wheeler	WB 74 AE 4113	MBLJA06A GEGH02552	JA06EJEGH 03309	Hero Glamour	SI' SL No 125/22-23 Dt. 17.09.2022	Banarhat
148	Two-Wheeler	WB 72 B 3443	03H21C 15337	03H21M 14432	Hero Honda Passion Plus	SI' SL No 96/22-23 Dt. 12.08.2022	Banarhat
149	Two-Wheeler	WB 72 A 8981	---	---	Hero Splendor	SI' SL No 75/22-23 Dt. 12.07.2022	Banarhat
150	Two-Wheeler	WB 74 L 0351	---	---	Bajaj 100	SI' SL No 61/22-23 Dt. 16.06.2022	Banarhat
151	E-Rickshaw	---	---	---	---	SI' SL No 28/22-23 Dt. 10.05.2022	Banarhat
152	Two-Wheeler	WB 72 D 3471	MBLJA05E E89F04860	JA05EA89F 03827	Hero Honda Splendor	SI' SL No 110/21-22 Dt. 15.01.2022	Banarhat
153	Four-Wheeler	WB 79 3226	---	---	Suzuki Maruti Omni Van	E.O/ SL No 47/20-21 Dt. 02.03.2021	Banarhat
154	Two-Wheeler	WB 70 D 5718	MD2A15BZ HDRB44775	JZZDRB 56874	Bajaj Discover 125	ASI' SL No 17/19-20 Dt. 12.05.2019	Banarhat
155	Two-Wheeler	---	MD634KE4 4E2P2G439	OE4PE 2697436	Apache RTR	SI' SL No 126/17-18 Dt. 27.12.2017	Banarhat
156	Two-Wheeler	WB 72 G 2202	MBLHA10E WBGJ13486	HA10EDBG J40482	Hero Honda Passion	SI' SL No 42/17-18 Dt. 04.08.2017	Banarhat
157	Two-Wheeler	---	MDZA18A Y211PD 28444	DUXPHD 30777	Bajaj CT 100	ASI' SL No 69/18-19 Dt. 14.10.2018	Banarhat

ভাগবত নিশানায় কি বাঙালি

ভাষাই চেনাবে অনুপ্রবেশকারী

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির সবথেকে বড় হাতিয়ার অনুপ্রবেশ। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের মাধ্যমে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করার বার্তা বারবার শোনা যায় বিজেপির শীর্ষ ও রাজ্য নেতৃত্বের মুখে। তৃণমূল, কংগ্রেস, বামেদের অভিযোগ, বাংলাদেশি সন্দেহে সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। অনুপ্রবেশ নিয়ে চলা বিতর্কের আগুনে এবার ঘি ঢাললেন খোদ সরসংঘচালক মোহন ভাগবত।

মুম্বইয়ে আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রবিবার তিনি বলেন, 'আমরা একটি কাজ করতে পারি। আমরা তাদের খুঁজে বের করতে পারি। ভাষার মাধ্যমেই ওঁদের খুঁজে বের করা সম্ভব। ওঁদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব।' ভাগবত স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই 'ভাষা তত্ত্ব' নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিরোধীদের একাংশের মতে, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাংলাভাষী মুসলিমদের টার্গেট করতেই এই ধরনের বয়ান দেওয়া হচ্ছে। তবে

অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে গোয়েন্দা হওয়ার পরামর্শ দিলেও পদ্মাপারে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিতে ভোলেননি তিনি। ভাগবত বলেন, 'বাংলাদেশে ১.২৫ কোটি হিন্দু বাস করেন। যদি তাঁরা সেখানে থেকে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন, দুনিয়ার সমস্ত হিন্দু তাঁদের সাহায্য করবেন।'

গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশি সন্দেহে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার এবং বাংলাদেশে পুশব্যাক বিতর্কে ভাগবত বার্তা নতুন করে অক্সিজেন দিয়েছে। তৃণমূল সহ বিজেপি বিরোধীরা ইতিমধ্যে এই ইস্যুতে সরব হয়েছে। দিল্লি পুলিশ বাংলাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' আখ্যা দিয়েছিল, তাতেও বিতর্কের জল গড়িয়েছিল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভোটের আগে অসমেও অনুপ্রবেশ বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

> ভাষার মাধ্যমেই ওদের খুঁজে বের করা সম্ভব। তারপর ওদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব।
>
> মোহন ভাগবত

ভাগবতের মতে, 'অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরকারের অনেক কিছু করার আছে। অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে ফেরত পাঠাতে হবে। এতদিন এই কাজটি করা হচ্ছিল না। এখন একটু একটু করে হচ্ছে। আগামীদিনে আরও বাড়বে।' তিনি বলেন, 'যখন এসআইআর বা জনগণনার কাজ হয়, তখন এমন বহু মানুষের নাম জানা যায় যাঁরা এই দেশের নাগরিকই নন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।' শুধু সরকারের ওপর ভরসা না রেখে তিনি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান। তাঁর নিদান, 'আমরা কোনও বিদেশিকে চাকরি দেব না। যাঁরা আমাদের দেশের নাগরিক তাঁদেরই শুধু চাকরি দেব। বিদেশিদের নয়, আপনাদের শুধু একটু সতর্ক ও সজাগ হতে হবে।'

ওই অনুষ্ঠানে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবিও তুলেছেন সরসংঘচালক। নিজের অবসর নিয়ে তাঁর মতে, সংঘে অবসরের কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। সংগঠন চাইলে তিনি কালই পদ ছাড়তে পারেন, কিন্তু কাজ থেকে কোনওদিন ছুটি হবে না।

মমতাকে মানিকের সমর্থন

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সিপিএমের ভিন্ন অবস্থান সামনে চলে এল। আলিমুদ্দিনের বঙ্গজ মার্কসবাদীরা মমতার ওই নজিরবিহীন পদক্ষেপকে রাজনৈতিক নাটক, আইনজীবীর অপমান বলে দিবারাত্র আক্রমণ শানালেও তার একেবারে উল্টোপথে হেঁটেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তৃণমূলনেত্রীর সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল প্রসঙ্গে রবিবার প্রবীণ এই সিপিএম নেতার সাফ কথা, 'শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেরি করে হলেও কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছেন। ভালো করেছেন, তাকে আমি খাটো করে দেখতে পারছি না।' মানিক সরকার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই (এসআইআর) ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের সার্বিক অবস্থান তুলে ধরেছেন। ৬-৭টি পয়েন্টে তিনি কথা বলে এসেছেন। তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ও আইনজীবীও। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটাই দেরি করে ফেলেছেন। আরেকটু আগে গেলে ভালো হত। তবুও তিনি যে আদালতে গিয়ে কথা বলেছেন, সেটাকে আমি খাটো করে দেখতে পারছি না। বরং বলব, এটা বেশ কার্যকরী উদ্যোগ।' সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দিচ্ছে সেটাও দেখতে হবে বলে জানান মানিক সরকার।

SL No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle
158	Two-Wheeler	WB 74 K 5681	06FACF 13512	06FACE 13395	Hero Honda Splendor	SI' SL No 40/16-17 Dt. 14.10.2016	Banarhat
159	Four-Wheeler	WB 72 J 7214	MA3EVB11 S01477850	F8BIN 4658983	Maruti Suzuki Van	SI' SL No 44/16-17 Dt. 21.10.2016	Banarhat
160	Two-Wheeler	WB 72 B 9327	05B09C 30875	05D08M 29941	Hero Honda Passion Plus	SI' SL No 11/14-15 Dt. 07.11.2014	Banarhat
161	Two-Wheeler	WB 72 G 5998	---	---	Bajaj Discover	SI's SL No- 14/17-18 Dated- 30.08.2017	Nagrakata
162	Two-Wheeler	WB 74 J 2480	---	---	Hero Honda Passion Plus	SI's SL No-01/18-19 Dated-18.05.18	Nagrakata
163	Two-Wheeler	WB 74 Y 2598	---	---	TVS Apache RTR	ASI's SL No-31/18-19 Dated- 14.07.2018	Nagrakata
164	Two-Wheeler	WB 72 A 8592	---	---	Bajaj Kawasaki	SL No-85/18-19 Dated- 20.11.2018	Nagrakata
165	Two-Wheeler	WB 72 A 9820	---	---	Hero Honda CBZ	SI's SL No-18/19-20 Dated- 29.05.2019	Nagrakata
166	Two-Wheeler	DL-3SBV- 5124	---	---	Bajaj Pulsar	SI's SL No-48/19-20 Dated- 26.08.2019	Nagrakata
167	Two-Wheeler	WB 72 B 7084	---	---	Hero Honda Passion Plus	SI's SL No-85/19-20 Dated- 15.10.2019	Nagrakata
168	Four-Wheeler	WB 74 AR 1936	---	---	Tata Tiago XZ	SI's SM no-100/19-20 Dated- 06.11.2019	Nagrakata
169	Four-Wheeler	WB 74 L 0106	---	---	Tata Indica	SI's SM no-146/19-20 Dated- 31.12.2019	Nagrakata
170	Two-Wheeler	WB 74 L 0769.	---	---	Hero Honda Achiever	SI's SL No-143/19-20 Dated- 25.12.2019	Nagrakata
171	Two-Wheeler	WB 72 F 4128	---	---	TVS	SI's SL No-87/19-20 Dated- 20.10.2020	Nagrakata
172	Two-Wheeler	WB 72 F 1548	---	---	Hero Honda Glamour	SI's SL No-91/20-21 Dated- 18.11.2020	Nagrakata
173	Two-Wheeler	WB 72 Q 9450.	---	---	Honda Activa	SI's SL No-84/21-22 Dated- 27.06.2021	Nagrakata
174	Two-Wheeler	WB 70 C 5970	---	---	Bajaj Pulsar 180	SI's SL No-06/21-22 Dated- 15.07.2021	Nagrakata
175	Two-Wheeler	WB 72 D 9858	---	---	Hero Honda Passion Pro	SI's SL No-04/21-22 Dated- 13.07.2021	Nagrakata
176	Two-Wheeler	WB 74 J 3342	---	---	Hero Honda Passion Plus	SI's SL No-19/21-22 Dated- 03.09.2021	Nagrakata
177	Two-Wheeler	WB 72 E 2016.	---	---	Honda Stunner	SI's SL No-33/22-23 Dated- 29.05.2022	Nagrakata
178	Two-Wheeler	WB 72 P 4043	---	---	Hero Maestro	SI's SL No-44/22-23 Dated- 13.06.2022	Nagrakata
179	Two-Wheeler	WB 74 AE 1518	---	---	Honda Activa	SI's SL No-160/22-23 Dated- 23.12.2022	Nagrakata
180	Two-Wheeler	WB 74 E 4215	---	---	Hero Honda Hunk	SI's SL No-161/22-23 Dated- 23.12.2022	Nagrakata
181	Two-Wheeler	WB 74 H 0713	---	---	Hero Honda Passion Plus	ASI's SL No-07/24-25 Dated- 08.04.2024	Nagrakata
182	Two-Wheeler	WB 72 X 7731	---	---	Hero Splendor	SI's SL No-05/24-25 Dated- 02.05.2024	Nagrakata
183	Two-Wheeler	WB 74 Y 3891	ME4JF213C C828801	JF21E 9324247	Honda	SL 20/23-24 dated 19.07.2023	Malbazar RPU

Any person who has a claim on any of the aforementioned conveyance(s) may present such claim with all relevant documents, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules, 2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex parte action will be taken by the competent authority in terms of section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended, till date.

By Order
Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট

গালওয়ান আবহে চিনের 'গোপন' পরমাণু পরীক্ষা!

ওয়াশিংটন ও জেনেভা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ২০২০। পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে ভারত ও চিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জেরে যখন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) অগ্নিগর্ভ, ঠিক তখনই কি গোপনে শক্তিশালী পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল বেজিং? সম্প্রতি এমনই এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, ৬ বছর আগে গালওয়ান উপত্যকায় ২০ জন ভারতীয় জওয়ানের শহিদ হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই শিনজিয়াং প্রদেশের জনমানবহীন এলাকায় এই পরীক্ষা চালিয়েছিল লাল ফৌজ।

২০২০-র ১৫ জুন গালওয়ানে ভারত ও চিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। গোটা বিশ্বের নজর তখন লাদাখ সীমান্তের দিকে। আমেরিকার দাবি, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিল বেজিং। জেনেভায় এক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি টমাস ডিন্যানো দাবি করেছেন, সংঘর্ষের ঠিক সাতদিন পর অর্থাৎ ২২ জুন শিনজিয়াংয়ের 'লোপ নুর' পরমাণুকেন্দ্রে একটি উচ্চক্ষমতার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ডিন্যানোর কথায়, 'আমি নিশ্চিত করতে পারি যে, মার্কিন সরকার অবগত আছে চিন কয়েকশো টন ক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।'

প্রশ্ন উঠছে, পরমাণু বিস্ফোরণ হলে কেন বিশ্বে কোনও ভূমিকম্পমাপক যন্ত্রে তা ধরা পড়ল না? ডিন্যানো জানিয়েছেন, চিন 'ডিকাপলিং' নামে একটি অত্যন্ত উন্নত ও গোপন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল। এই পদ্ধতিতে মাটির অনেক গভীরে বিশাল কোনও প্রাকৃতিক গুহার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যার ফলে সৃষ্ট কম্পন বাইরের সিসমিক মনিটরে ধরা পড়ে না। বিশ্বের নজর এড়াতেই এই ফন্দি এঁটেছিল চিন।

আমেরিকার এই অভিযোগকে অবশ্য পাত্তা দিচ্ছে না শি জিনপিং প্রশাসন। চিনা রাষ্ট্রদূত শেন জিয়ান পালটা দাবি করেছেন, 'আমেরিকা তথাকথিত চিন-ভীতি ছড়িয়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে উসকে দিচ্ছে।' চিনের দাবি, তাদের অস্ত্রভাণ্ডার আমেরিকা বা রাশিয়ার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। বর্তমানে চিনের কাছে প্রায় ৬০০টি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে, যেখানে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রত্যেকের ভাণ্ডারে রয়েছে প্রায় ৪,০০০টি করে পারমাণবিক অস্ত্র।

কূটনৈতিক মহলের মতে, নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন এখন চিনকে চাপে রেখে একটি নতুন ত্রিদেশীয় চুক্তিতে বাধ্য করতে চাইছে। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, রাশিয়া ও চিন নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার বাড়াবে আর আমেরিকা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এমনটা আশা করা ভুল। ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশের জন্য গালওয়ান আবহে চিনের এই 'পরমাণু ফন্দি' নতুন করে নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিমন্তের নিশানায় ফের সংখ্যালঘুরা

গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি : অসমে বিধানসভা ভোটের মুখে তীব্র মেরুকরণের বার্তা দিল শাসক বিজেপি। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। সমাজমাধ্যমে অসম বিজেপির তরফে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের দিকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা প্রতীকী রাইফেল তাক করে রয়েছেন। ওই ভিডিও-র ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে, 'পয়েন্ট ব্ল্যাংক শট'।

সমাজমাধ্যমে ওই ভিডিওকে কেন্দ্র করে বিতর্কের জেরে তড়িঘড়ি সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাতে বিতর্ক বন্ধ হয়নি। কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেছে, 'অসমের বিজেপি শাখা যে ভিডিও পোস্ট করেছে তাতে সংখ্যালঘুদের পয়েন্ট ব্ল্যাংকে নিশানা করে হত্যা করাকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। এটা গণহিংসা এবং গণহত্যার শামিল।' তাদের দাবি, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার আশা ক্ষীণ বলে বিচারবিভাগের অবিলম্বে উচিত হস্তক্ষেপ করা। এর আগে মিয়াঁ মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিমন্তের বিদ্বেষমূলক কথাবার্তারও বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। দলের নেতা কেসি বেণুগোপালের কটাক্ষ, 'একেবারে শীর্ষস্তর থেকে বিষ ছড়ানো হচ্ছে।'

অপরদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, অসমের শাসকদল হিংসাকে স্বাভাবিক করে ফেলেছে। অসম বিজেপির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'অসম বিজেপি ইউএপিএ-তে অপরাধ করেছে এবং তারা হিংসার পরিষ্কার মদত দেওয়ার অপরাধে অপরাধী। পোস্টটি মুছে ফেললেই তাদের দায়িত্ব ফুরিয়ে যাবে না।' এদিকে এই বিতর্কের মধ্যেই কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ফের সুর চড়িয়েছেন হিমন্ত। বিরোধী নেতার সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬১ সংখ্যা, সোমবার, ২৬ মাঘ ১৪৩২

অর্থনীতির বিপদ

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটের দিন বিকেলে বহু এলাকায় দেখা গেল আবির খেলা। কোথাও চলন্ত বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের সবুজ আবির মাখানো হল। কোথাও পাড়ার মোড়ে তরুণের দল আবির খেলায় ব্যস্ত ছিল। কীসের এত আনন্দ? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ৫০০ টাকা ভাতা বাড়ানো হয়েছে যে। অন্তর্বর্তী বাজেটে ফেব্রুয়ারি থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসে ৫০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মাসিক ৫০০ টাকা বৃদ্ধির ফলে এই প্রকল্পে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মহিলাদের ভাতার পরিমাণ বেড়ে হল ১৫০০ টাকা এবং তপশিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত মহিলাদের ১৭০০ টাকা।

শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নয়, অন্তর্বর্তী বাজেটে অন্য সামাজিক প্রকল্পেও ভাতা বাড়ানো হয়েছে। আশাকর্মীদের মাসে বেড়েছে ১০০০ টাকা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের মাসে ১০০০ টাকা, সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসে ১০০০ টাকা, ভিলেজ পুলিশ ও গ্রিন পুলিশের ভাতা মাসে ১০০০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ অগাস্ট 'বাংলার যুবসাথী' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু হচ্ছে, যাতে ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি মাধ্যমিক পাশ বেকাররা মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। ভাতা মিলবে পাঁচ বছর। অতিরিক্ত এত অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে, ভোট অন-অ্যাকাউন্টে অবশ্য তার সুস্পষ্ট হিসেব নেই।

দীর্ঘমেয়াদে ভাতাসর্বস্ব অর্থনীতির ভিত নড়বড়ে হয়। তবে অনেকের বাড়িতে বসে বেশ কিছু নগদ জুটে যায়। মাসের নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যায় ওই টাকা। বাড়িতে একাধিক উপভোক্তা থাকলে এই ব্যবস্থায় কোনও কোনও পরিবারের কাজকর্ম কিছু না করলেও বেশ কিছুটা অর্থ জুটে যায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী প্রভৃতি প্রকল্পে অনেকের পকেটে টাকা ঢুকে যায় বটে। তবে প্রকল্পগুলি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও কম নয়।

এমন ভূরিভূরি অভিযোগও আছে যে, বার্ধক্যে না পৌঁছালেও কোনও মহিলা অথবা পুরুষ কোনও প্রভাবশালীর বদান্যতায় বার্ধক্য ভাতা ভোগ করছেন। আবার এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, কন্যাশ্রীপ্রাপকের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। নাবালিকাদের নাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে নথিভুক্তির দৃষ্টান্তও আছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে তো রাজ্যজুড়েই প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক প্রকল্প প্রায় সব রাজ্যে রয়েছে। মহারাষ্ট্রে যেমন মুখ্যমন্ত্রী মাঝি লাডকি বহিন যোজনা, ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মাইয়া সম্মান যোজনা, দিল্লিতে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা, ছত্তিশগড়ে মহতারী বন্ধন যোজনা, তামিলনাড়ুতে কালাইগনার মাগালির উরিমাই থিত্তাম ইত্যাদি। বিহারে ভোটের আগে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের অ্যাকাউন্টে এককালীন ১০,০০০ টাকা জমা দিয়েছিল রাজ্য সরকার।

মহিলা ভোটব্যাংক অটুট রাখতে এই নগদ দানখয়রাতির কোনও বিকল্প নেই। তাই ভোটে জিততে এবং ক্ষমতা ধরে রাখতে এখন কমবেশি সব রাজনৈতিক দলই ভাতা-অনুদানের পথ বেছে নিয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যে এই নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু সেজন্য অর্থনীতিবিদরা চিন্তিত। তাঁরা মনে করেন, ভাতা বৃদ্ধি কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। এতে অর্থনীতির ভিত দুর্বল হবে। পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের হালও ফিরবে না।

বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৫-'২৬ আর্থিক সমীক্ষায় ঠিক এই আশঙ্কাই প্রকাশ করা হয়েছে। ওই আর্থিক সমীক্ষায় অনুযায়ী, দেশের অধিকাংশ রাজ্যে দেদার ভাতা বিলোনোর প্রকল্পের প্রবণতা বাড়ছে। এতে সাধারণ মানুষের কাজে উৎসাহ কমবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাতে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাতে বিঘ্নিত হবে আর্থিক ভারসাম্য। যার প্রভাব পড়বে জাতীয় অর্থনীতিতে।

সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের এক বিচারপতিও এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলাকালীন মন্তব্য করেছিলেন, এমন ব্যবস্থা চলতে থাকলে মানুষ অলস হয়ে পড়বে। কেউ আর কাজ করতে চাইবে না।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

মোদির চাল নাকি ট্রাম্পের কিস্তিমাত?

উত্তাপ ছড়াচ্ছে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির 'ফাইন প্রিন্ট', যেখানে বন্ধুত্বের আড়ালে লুকিয়ে কঠিন নানা অঙ্ক।

দীপঙ্কর হালদার

শীতের আলসেমি মাখা দুপুরে পাড়ার চায়ের দোকান থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুম— সর্বত্রই এখন একটাই আলোচনার ঝড়। বিষয়? বহু প্রতীক্ষিত এবং সদ্য স্বাক্ষরিত ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি। মোদি সরকারের পক্ষে ঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে, এ এক অভূতপূর্ব জয়, যা ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতির চালকের আসনে বসাবে। অন্যদিকে, বিরোধীরা সুর চড়িয়ে বলছেন, এ তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাদাগিরির কাছে দিল্লির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ!

আসলে ঘটনাটা কী? পর্দার সামনে করমর্দন আর আলিঙ্গনের যে ছবি আমরা দেখছি, তার আড়ালে কি অন্য কোনও চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে? সাদা চোখে যা লাভ মনে হচ্ছে, তার গভীরে কি বড় কোনও ক্ষতির আশঙ্কা লুকিয়ে? আসুন, আবেগের চশমা খুলে একটু যুক্তির আতশকাচ দিয়ে এই 'মেগা ডিল'-এর ময়নাতদন্ত করা যাক।

কৃষিক্ষেত্র : মেরুদণ্ড রক্ষা পেল, নাকি ফাটল ধরল?

বাণিজ্য চুক্তির সবথেকে স্পর্শকাতর জায়গা হল কৃষি। মোদি সরকার বারবার অভয় দিয়ে বলছে, 'কৃষকের স্বার্থে কোনও আপস নয়!' বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল শনিবার বুক চিতিয়ে দাবি করেছেন যে, দুধ, গম বা চালের মতো সংবেদনশীল পণ্যে আমেরিকাকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া হয়নি। অর্থাৎ, আমাদের ধান-গম বা দুগ্ধচাষিদের পেটে লাথি মারার মতো কোনও শর্ত ভারত মেনে নেয়নি। শুনতে বেশ বীরত্বব্যঞ্জক লাগছে, তাই না?

কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা দেখেছেন কি? আমেরিকার কাজু, আমন্ড, আখরোট, ব্লুবেরি, ক্র্যানবেরি এবং সবথেকে বড় কথা— দামি মদের ওপর থেকে শুল্কের দেওয়াল প্রায় ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। এর মানে কী? এর মানে হল, ক্যালিফোর্নিয়ার হৃষ্টপুষ্ট কাজুবাদাম আর ওয়াশিংটনের চকচকে আপেল এখন আপনার পাড়ার ফলের দোকানে সস্তায় মিলবে। এতে মধ্যবিত্ত হয়তো খুশি হবেন, ভাববেন সস্তায় বিদেশি ফল খাচ্ছি। কিন্তু হিমাচলপ্রদেশ ও কাশ্মীরের আপেল, আখরোট চাষি, কিংবা দক্ষিণ ভারতের কাজু চাষির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে বাধ্য।

আমেরিকার কৃষকরা কিন্তু ইতিমধ্যেই শ্যাম্পেনের বোতল খুলছেন। তাঁদের কাছে ১৪০ কোটি মানুষের ভারত এক বিশাল লোভনীয় বাজার। তাঁদের উদ্বৃত্ত ফল, বাদাম আর প্রসেসড ফুড এখন বিনা বাধায় আমাদের হেঁশেলে ঢুকবে। আর আমাদের সরকার? তাঁরা বলছেন, 'আরে, এটুকু তো দিতেই হয়!' বিরোধীরা তৈরি— সংসদ উত্তাল হবেই। তাঁদের প্রশ্ন সোজাসাপটা : 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর স্লোগান কি তবে শুধু পোস্টারেই সীমাবদ্ধ থাকবে? নাকি বিদেশি পণ্যের ভিড়ে দেশি চাষি কোণঠাসা হবেন?

রুশ তেল : বন্ধুত্বের পরীক্ষা নাকি বাণিজ্যের প্যাঁচ?

দ্বিতীয় এবং সবথেকে বিস্ফোরক ইস্যু— রাশিয়ার তেল। ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্ব যখন রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে, ভারত তখন নিজের স্বার্থ দেখেছে। পুতিনের দেশ থেকে সস্তায় তেল কিনে গত দু'বছর ভারত নিজের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রেখেছে, মুদ্রাস্ফীতিকে বশে রেখেছে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প তো পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী, তিনি কূটনীতির ধার ধারেন না, সোজা কথা সোজাভাবে বলতে জানেন। ট্রাম্পের এগজিকিউটিভ অর্ডারে স্পষ্ট লেখা— দিল্লি কথা দিয়েছে, তারা মস্কোর তেলের কল বন্ধ করবে। যদিও পীযূষ গোয়েল সাবধানি চালে বলছেন, 'পররাষ্ট্রমন্ত্রক এ নিয়ে কথা বলবে', কিন্তু বাস্তবটা অত সহজ নয়। ট্রাম্পের ওই ২৫% শাস্তিমূলক শুল্ক তুলে নেওয়ার প্রধান শর্তই ছিল রুশ তেল বর্জন। এর সোজা মানে হল, ভারতকে এখন রাশিয়ার সস্তা তেল ছেড়ে ডলার খরচ করে আমেরিকার দামি তেল আর 'এলএনজি' গ্যাস কিনতে হবে। এখানেই আসল খেলা। শোনা যাচ্ছে, ভারত আগামী ৫ বছরে আমেরিকা থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের (হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন, ৫০০ বিলিয়ন!) পণ্য কিনবে। যার মধ্যে সিংহভাগই হল জ্বালানি। অর্থাৎ, পুতিনের সস্তা তেল ছেড়ে ট্রাম্পের দামি তেল কেনা— একেই কি বলে 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব'? নাকি আমেরিকার দাদাগিরির কাছে মাথা নত করা? দিল্লির সাউথ ব্লকে এখন এই প্রশ্নটাই সবথেকে বেশি গুমরে মরছে।

কৌশলগত খেলা : কে জিতল, কে হারল?

এই গোটা চুক্তিকে যদি এককথায় ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে বলতে হবে—'আমেরিকার পকেটে নগদ লাভ, ভারতের ঝুলিতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন।' চুক্তিটা আগাগোড়াই অসম। ভারত এখনই অনেক কিছু দিয়ে দিচ্ছে— শুল্ক কমানো, তেল কেনার গ্যারান্টি, আর বাজার খুলে দেওয়া। বিনিময়ে আমেরিকা দিচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তি আর সাপ্লাই চেইনের প্রতিশ্রুতি। অনেকটা সেই গল্পের মতো— হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দূরের মরীচিকার পেছনে ছোটা।

ভারতের লাভ কোথায়? ১. ফার্মা ও রত্নালংকার : ভারতের জেনেরিক ওষুধ শিল্পের জন্য আমেরিকার দরজা আরও চওড়া হল। সান ফার্মা, সিপলা বা ডঃ রেড্ডির মতো কোম্পানিগুলোর জন্য এটা সুখবর। পাশাপাশি, সুরাট আর মুম্বইয়ের হিরে ও গয়না ব্যবসায়ীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। শুল্ক কমলে তাঁদের রপ্তানি বাড়বে। ২. সাপ্লাই চেন ও প্রতিরক্ষা : ভারত আর শুধু সস্তা জিনিসের বাজার বা কলসেন্টারের দেশ হয়ে থাকতে চায় না। এই চুক্তির ফলে এরোস্পেস আর ডিফেন্স সেক্টরে ভারত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। হ্যাল বা টাটা ইলেক্ট্রনিক্সের মতো কোম্পানিগুলো বোয়িং বা জিই-র মতো দৈত্যাকার মার্কিন কোম্পানির পার্টনার হবে। আমরা আর শুধু ক্রেতা থাকব না, উৎপাদক হব। ৩. প্রযুক্তি : সবথেকে বড় বাজি হল চিপ এবং ডেটা সেন্টার। এনভিডিয়া বা এএমডি-র মতো কোম্পানিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত সেমিকনডাক্টর হাব হতে চাইছে। মোদি সরকার বাজি ধরেছে— আজকের এই ছাড় দেওয়াটা আসলে আগামীদিনে ভারতকে বিশ্বের 'ফ্যাক্টরি' বানানোর 'এন্ট্রি ফি'।

আমেরিকার লাভ কোথায়? ১. বাজার দখল : আমেরিকার কৃষিপণ্য, মদ, আর প্রসেসড ফুড এখন বিনা বাধায় ভারতে ঢুকবে। ২. গ্যারান্টেড বিক্রি : ৫০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রির গ্যারান্টি! ভাবা যায়? ট্রাম্প তাঁর দেশের ভোটারদের দেখাতে পারবেন, 'দেখো, আমি ভারত থেকে কত বড় অর্ডার নিয়ে এসেছি।' বোয়িং বিমান থেকে শুরু করে তেল— সব বেচে ট্রাম্প তাঁর দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবেন। ৩. নজরদারি : ট্রাম্প কিন্তু দড়ি ছাড়েননি। সেকশন ২৩২ আর ১৮% শুল্কের খড়্গ তিনি হাতেই রেখেছেন। ভারত কথা না রাখলেই কোপ পড়বে। অর্থাৎ, মাথার ওপর বন্দুক রেখেই এই বন্ধুত্ব।

শেয়ার বাজারের দিকে তাকালেও এই চুক্তির প্রভাব স্পষ্ট। টাটা ইলেক্ট্রনিক্স, ডিক্সন টেকনলজিস বা হ্যাল-এর মতো কোম্পানিগুলো যারা ডিফেন্স বা আইটি হার্ডওয়্যার বানায়, তাদের জন্য এ এক সুবর্ণ সুযোগ। অন্যদিকে, ছোট ছোট যন্ত্রাংশ নির্মাতা বা যারা এতদিন শুল্কের সুরক্ষায় ব্যবসা করত, তাদের জন্য আমেরিকার উন্নতমানের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হতে পারে। টাইটান বা কল্যাণ জুয়েলার্সের মতো সংস্থাগুলো লাভের মুখ দেখবে, কারণ গয়না রপ্তানিতে বাধা কমছে।

সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না?

শেষমেশ হিসেবটা কী দাঁড়াল? ভারত চাইল সম্মান, ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব আর উচ্চ প্রযুক্তির দুনিয়ায় প্রবেশপত্র। আমেরিকা চাইল টাকা, বাজার আর তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার রসদ। মোদি সরকার এক বিশাল বাজি ধরেছে। তারা মনে করছে, চিনকে টেক্কা দিতে হলে আমেরিকার হাত ধরা ছাড়া উপায় নেই, তাতে যদি গাঁটের কড়ি কিছু খসে তো খসুক।

তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। একগুঁয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এই 'হাইভোল্টেজ' বন্ধুত্ব কতদিন টিকবে? আজ তিনি হাসছেন, কাল যদি আবার শুল্ক চাপান? ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বিশাল কেনাকাটার বোঝা ভারতীয় অর্থনীতির কাঁধে কতটা চাপ ফেলবে? আর সবথেকে বড় কথা, পুরোনো বন্ধু রাশিয়া কি চুপ করে বসে দেখবে তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী নতুন করে কার সঙ্গে ঘর করছে? মস্কো যদি পালটা চাল দেয়, তবে ভারতের বিদেশনীতি কোন পথে যাবে?

(লেখক অর্থনীতিবিদ।)

আজ

১৯০২

ঔপন্যাসিক মণীশ ঘটকের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর নিয়ে সার্বিক অবস্থান তুলে ধরেছেন। আরেকটু আগে গেলে ভালো হত। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় দেরি করে ফেলেছেন। তবে আদালতে গিয়ে যা বলেছেন, সেটাকে খাটো করে দেখতে পারি না। এটা কার্যকরী উদ্যোগ।

- মানিক সরকার

ভাইরাল/১

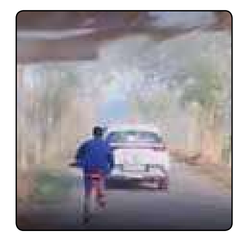

বিয়ের পর বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে দিদি। গাড়িতে জায়গা না হওয়ায় ভাইকে বাড়িতেই থাকতে বলা হয়। কিন্তু ভাই দিদিকে ছাড়তে নারাজ। নিজের ভাঙা সাইকেল নিয়ে দিদির গাড়ির পিছু নেয় সে। ভিডিও দেখে অনেকেই চোখের জল ফেললেন।

ভাইরাল/২

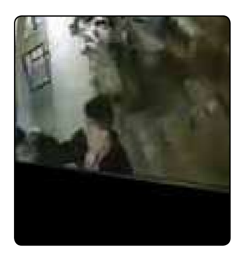

শিক্ষিকাকে চড়। গুজরাটের পঞ্চমহাল জেলার একটি স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলছিল। এক ছাত্র দেরিতে ক্লাসরুমে ঢোকে। শিক্ষিকা দেরিতে আসার কারণ জানতে চাওয়ায় ছাত্রটি তাঁর গালে সজোরে চড় কষিয়ে দেয়। গ্রেপ্তার পড়ুয়া।

জনমন জনমত

বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু হোক কোচবিহারে

একসময় রাজার শহর কোচবিহারে নিয়মিত বিমান চলাচল করত। বিশেষ করে কোচবিহারের রাজারা তো বিদেশ থেকে বিমানে আসতেন আর গোরুর গাড়ি চড়ে রাজবাড়ি যেতেন। এত পুরোনো বিমান চলাচল ব্যবস্থা ১৯৮৬ সালে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে একবার চালু হলেও কিছুদিন পর ফের বন্ধ হয়ে যায়। ২০২৩ সাল থেকে ৯ সিটের বিমান চালু হয়। কিন্তু সেটাও ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দু'একদিন চলে বন্ধ হয়ে গেল।

অথচ কোচবিহারের অবস্থা আগের মতো নেই। এখন এখানকার জনসংখ্যা চারগুণ বেড়ে গিয়েছে। অনেক ছেলেমেয়ে ও পরিবার বিদেশে বা দেশের অন্যত্র থাকেন। তাঁদের বিমানে যাতায়াত করতে যেতে হয় বাগডোগরা বিমানবন্দর বা গুয়াহাটি বিমানবন্দর, যা করতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যায়। তাছাড়া কোচবিহারে চিকিৎসার বেহাল অবস্থা। তাই অনেক সময় মনে হয় রোগীকে বিমানে কলকাতা বা চেন্নাই নিয়ে গেলে সঠিক চিকিৎসা করা যাবে। কিন্তু সেই দিন বোধহয় কখনও আসবে না।

এত প্রচীন বিমানবন্দর কেন বারবার বন্ধ হয়? কেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই পরিষেবা চালু করা হয় না? কেন কারও হেলদোল নেই? অথচ আশপাশের বিশাল অঞ্চল নিয়ে অনায়াসেই একটি বড় বিমানবন্দর তৈরি করা যায়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর গড়ে তোলা সম্ভব। তাতে এইসব এলাকার আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে এবং কর্মসংস্থান বাড়বে। কিন্তু এই জেলার মানুষের কোনও চাহিদা নেই। নেই কোনও আন্দোলন। নেই কোনও প্রশাসনিক উদ্যোগ বা তৎপরতা। এইসব প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের ঘুম যে কবে ভাঙবে কে জানে! বর্তমান পরিস্থিতিতে কোচবিহারে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু করা খুবই প্রয়োজন। ৯ সিটের নয়, বড় বিমান চলাচল করলে সাধারণ নাগরিকরা লাভবান হবেন।

অঞ্জনা ভট্টাচার্য
নিউ কদমতলা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি—৭৩৪০০১

ই—মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শকুনের অন্তর্ধানে বিপন্ন বাস্তুতন্ত্র ও ফেরার লড়াই

শকুনের সংখ্যা হ্রাসে জনস্বাস্থ্যের সংকট প্রকট হলেও দীর্ঘ লড়াই শেষে উত্তরবঙ্গে ফিরছে আশার আলো।

সুমন্ত বাগচী

'শকুনের অভিশাপে গোরু মরে না'— বাঙালির মজ্জাগত এই প্রবাদ আজ যেন এক নিষ্ঠুর বিদ্রুপের সম্মুখীন। বাস্তবে গোরু মরল না ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতি থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে গেল আকাশচারী এই অতিপ্রয়োজনীয় পাখিটি। আপাতদৃষ্টিতে কদাকার ও অমঙ্গলের প্রতীক মনে হলেও, মৃতদেহ ভক্ষণকারী এই প্রাণীর অনুপস্থিতি পরিবেশের ভারসাম্য তছনছ করে দিয়েছে। শুরুর দিকে পরিবেশবিদদের উদ্বেগ সাধারণের নজর না কাড়লেও, অচিরেই বোঝা গেল শকুনের বিলোপ মানুষের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। শকুনের অভাবে পচা মৃতদেহ থেকে রোগ ছড়ানোর পাশাপাশি বেড়েছে বেওয়ারিশ কুকুরের দাপট, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশে জলাতঙ্কের প্রকোপ এবং তজ্জনিত মৃত্যু এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

সংকটে প্রাচীন অন্ত্যেষ্টি প্রথা

শকুনের এই রহস্যময় অন্তর্ধানের প্রভাব পড়েছিল ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণেও। বিশেষ করে পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁদের প্রিয়জনের মৃতদেহ দাহ বা কবর দেন না; পরিবর্তে 'টাওয়ার অফ সাইলেন্স'-এ উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দেন চিল ও শকুনের সৎকারের জন্য। কিন্তু আকাশ যখন শকুনশূন্য, তখন এই শতাব্দীপ্রাচীন প্রথা মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়। দিনের পর দিন মৃতদেহ পড়ে থাকলেও দেখা মেলেনি প্রকৃতির এই পরিচ্ছন্নতা কর্মীর। পরিবেশগত এই বিপর্যয় শুধু বন্যপ্রাণীর সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সংস্কৃতির মূল ভিতকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল।

ঘাতক যখন জীবনদায়ী ওষুধ

শকুনের এই অকাল প্রয়াণের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে উঠে এসেছে এক মর্মান্তিক সত্য। গবাদিপশুর ব্যথানাশক ওষুধ 'ডাইক্লোফিনাক' শকুনের জন্য মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবাদিপশুর চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত এই নন-স্টেরয়েড ড্রাগটি মৃত পশুর শরীরের মাধ্যমে শকুনের দেহে প্রবেশ করে। আশ্চর্যের বিষয় হল, যে শকুন অ্যানথ্রাক্সের মতো মারণ জীবাণু অবলীলায় হজম করতে পারে, তারা ডাইক্লোফিনাকের বিষক্রিয়ায় অসহায়। এই ওষুধের প্রভাবে শকুনের বৃক্ক বিকল হয়ে যায় এবং অবধারিত মৃত্যু নেমে আসে। যদিও ২০০৬ সালে ভারত সরকার এই ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে, তবে আসিক্লোফিনাকের মতো বিকল্প ওষুধের ব্যবহার এখনও এদের বংশবৃদ্ধিতে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃত্রিম প্রজননে বাঁচার আশা

প্রকৃতিতে শকুনের সংখ্যা এতটাই কমে গিয়েছিল যে স্বতঃস্ফূর্ত বংশবৃদ্ধি ছিল অসম্ভব। এই সংকটমোচনে হরিয়ানার পিঞ্জোরে দেশের প্রথম শকুন প্রজননকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটিয়ে পুনরায় তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার এই মহতী উদ্যোগের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের উত্তরবঙ্গেও। আলিপুরদুয়ার জেলার রাজাভাতখাওয়ায় গড়ে ওঠা প্রজননকেন্দ্রটি দীর্ঘ এক যুগ ধরে নীরবে কাজ করে চলেছে। একই ধারায় অসমেও প্রজননকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। লক্ষ্য একটাই—যাতে আকাশ আবার ডানা মেলা শকুনের ছায়ায় ভরে ওঠে এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক চক্রটি সচল হয়।

ডানা মেলার নতুন স্বপ্ন

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বর্তমানে সাফল্যের ইঙ্গিত মিলছে। গত ২২ জানুয়ারি শিলিগুড়ির অদূরে জটিয়াকালীতে প্রায় ৩০-৪০টি শকুনের একটি বড় দলের দেখা পাওয়া গেছে, যা উত্তরবঙ্গের পরিবেশকর্মীদের কাছে অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা। এমনকি ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে 'বিশ্ব জলাভূমি দিবস'-এর প্রাক্কালে সুন্দরবনে একজোড়া ধলাপিঠ শকুনের দেখা মেলাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবাদ যাই বলুক না কেন, আজকের রূঢ় বাস্তবতা হল— শকুনের অভিশাপে নয়, মানুষের অসচেতনতা ও রাসায়নিকের প্রভাবেই শকুন আজ বিপন্ন। তবে জটিয়াকালী বা সুন্দরবনের এই টুকরো ছবিগুলোই বলে দিচ্ছে, প্রকৃতি হয়তো আবারও তার হারানো সন্তানদের ফিরে পেতে শুরু করেছে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। শকুন্তলা, ইন্দ্র এবং কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছেন এই মুনি ৪। হিন্দুস্থানি সংগীতের একটি রাত্রিকালীন রাগ ৫। ভারবাহী অথবা ঘোড়া ৭। জলের জন্য অতীতে ব্যবহৃত চামড়ার থলে ৮। মাটিতে শুয়ে প্রণাম ৯। মুশকিল বা দিগদারি ১১। প্রতিবেশী রাজ্য ১৩। তৈলবীজ, গায়েও থাকে ১৪। সরস্বতীর বাহন ১৫। জেলে অথবা ব্যাধ।

উপর-নীচ : ১। যাওয়া সহজ নয়, খুবই কষ্টকর ২। সাম্প্রতিক বিষয় নয়, পূর্বেকার বিষয় ৩। টাইগ্রিস নদীর তীরে শহর ৬। আচমকা, বিনা নোটিশে ৯। খুব তাড়াতাড়ি ১০। হাতে পয়সার অভাব ১১। অন্য পুরুষে আসক্ত নারী ১২। রাশিচক্রে আছে।

সমাধান ■ ৪৩৬৪

পাশাপাশি : ১। দশসালা ৩। আলাপ ৫। সাফকবালা ৭। কাফরি ৯। মামলা ১১। সংকীর্তন ১৪। দায়ক ১৫। চাপাকল।

উপর-নীচ : ১। দন্তালিকা ২। লালসা ৩। আঙ্গিক ৪। পয়লা ৬। বালাম ৮। ফড়িং ১০। লাঠিয়াল ১১। সফেদা ১২। কীচক ১৩। নলিচা।

বিন্দুবিসর্গ

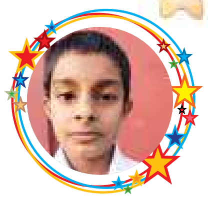

ছোট্ট তারা

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র আশিস বাড়ুই ফুটবল খেলতে ভালোবাসে। সে মিডফিল্ডার। খেলাধুলোর পাশাপাশি পড়াশোনাতেও মনোযোগী।

এখানেই ছিল শিলিগুড়ির ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড। রবিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পুরোনো সেই দিনের কথা ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডে

বিধান মার্কেটে মাছ বাজার ও মুরগিহাটির সামনে আজ যেখানে অটোস্ট্যান্ড একসময় সেখানেই ছিল ডুয়ার্স যাতায়াতের জন্য ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড। শহরে তখনও তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড, পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড হয়নি। বর্তমান বিধান মার্কেটের তখন নাম ছিল নিউ মার্কেট। ডুয়ার্স থেকে মানুষেরা সেইসময় বাসে করে এই নিউ মার্কেটে আসতেন বাজার করতে। আর একে কেন্দ্র করেই এই জায়গা ছিল জমজমাট।

স্মৃতির শহর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিধান মার্কেটের পাশে বর্তমান বিধান রোডের রাস্তায় তখনও দেখা যেত রেললাইন। সেই সময় এই রাস্তা দিয়েই ট্রেন যেত গেইলখোলা পর্যন্ত। তিস্তার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রেললাইন ভেঙে গেলেও এই রাস্তা দিয়ে রেলগুলো তখনও ছিল স্পষ্ট। ১৯৫৮-৫৯ সাল নাগাদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান জগদীশ ভট্টাচার্য নিউ মার্কেটের পাশে রেললাইনের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দেন। ১৯৬২ সাল নাগাদ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-এর মৃত্যুর পর ওই রাস্তারই নামকরণ হয় বিধান রোড। পরবর্তীতে নিউ মার্কেটের নাম হয় বিধান মার্কেট। ডুয়ার্স থেকে মানুষেরা সেইসময় এই নিউ মার্কেটে আসতেন বাজার করতে। বাসে চেপেই মূলত আসতেন তাঁরা।

সেই সময়ই ধীরে ধীরে সেখানে গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড। এখন যেটা অটোস্ট্যান্ডের পাশে ফুড কোর্ট সেখানেই দাঁড়াত ডুয়ার্সের বাস। পাশেই ছিল অফিস। এরপর শিলিগুড়ি শহর ধীরে ধীরে আয়তনে বাড়তে থাকে। রাস্তা বড় হয়, যান চলাচল বাড়তে থাকে। শহরের মধ্যে এই বাসস্ট্যান্ড থাকায় যানজট, দুর্ঘটনার মতো সমস্যা বাড়তে থাকে। শোনা যায় মানুষের মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল এই বাসস্ট্যান্ড নিয়ে। ফলে শহর থেকে একটু বেরিয়ে তৈরি হয় তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড, পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড। ২০০০ সালের পর একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা প্রাক্তন শিক্ষক পার্থপ্রতিম মিত্র বলছিলেন, 'ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ত। এরপর পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে সেবক রোড দিয়ে ডুয়ার্সের দিকে বাস ছুটত। সেইসময় সেবক, কালিঝোরা আমাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় জায়গা ছিল। ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ধরেই বন্ধুরা মিলে সেবকে চলে যেতাম। হাটের দিনগুলোতে বাসে খুব ভিড় হত।' স্মৃতির পাতা উলটে তিনি জানান, কয়েকবার দুর্ঘটনার কবলেও পড়ে বাস। ১৯৯৭-৯৮ সাল নাগাদ ওদলাবাড়ির একটি বাস তিস্তায় পড়ে যায়। সম্ভবত মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনায়। আরও বেশকিছু দুর্ঘটনা ঘটেছিল। শহরের মধ্যেও স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়লে যানজট হচ্ছিল, দুর্ঘটনা ঘটছিল। অনেকেই চাইছিলেন বাসস্ট্যান্ডটি সরে যাক।

ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড যে সময় উঠে যাচ্ছিল সেই সময় পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলছিলেন, 'সেবক রোড যখন চওড়া করা হচ্ছিল আমি তখন মন্ত্রী। শহরের মধ্যে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডের ফলে যানযটের সমস্যায় পড়ছিল মানুষ। তখন পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড তৈরি হলে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডটিকে পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। ধীরে ধীরে বিধান রোড থেকে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড চিরতরে উঠে যায়।'

বর্তমান মেয়র গৌতম দেবও বললেন, 'একসময় এই ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড ছিল বিধান রোডের বর্তমান অটোস্ট্যান্ডেই। যখন বাসস্ট্যান্ডটি স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন আমিও ছিলাম বোর্ড মিটিং-এ।'

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ওই জায়গায় হার্ডওয়্যারের ব্যবসা করছেন শিবনাথ সাহা। চোখের সামনে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড দেখেছেন আবার অটোস্ট্যান্ডও দেখছেন। বলছিলেন, 'আমার বয়স ৬০-এর একটু বেশি, আমার জন্মের আগে থেকে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড ছিল এখানে। আমার দোকানের সামনেই বাস এসে দাঁড়াত। তখন ব্যবসা খুব ভালো হত।' তিনি বলেন, 'তখন ডামডিম, মালবাজার, মেটেলি, চালসা সহ ডুয়ার্সের নানা জায়গা থেকে ক্রেতারা সরাসরি এখানে আসতেন। এখন তো পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডে নেমে সোজা সেবক রোডে ঢুকে যান ক্রেতারা। আমাদের ব্যবসাটাও অনেক লোকসানের মুখে পড়েছে।'

ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড সরে গেলেও বিধান রোড এখনও আছে আর আছে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডের জায়গাটিও। তবে সেই জায়গার প্রতিটি দোকানের ঠিকানায় লেখা রয়েছে 'ওল্ড ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড'।

ভালোবাসার স্মৃতিই সম্বল

সংসারের দীর্ঘ পথচলায় স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের ছায়া হয়ে ওঠেন। বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা এই মায়ার বাঁধন যখন কোনও একদিন মৃত্যুর অমোঘ নিয়মে ছিঁড়ে যায়, তখন পৃথিবীতে থেকে যাওয়া মানুষটির কাছে সময় যেন থমকে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত হাতটি যখন আর পাশে থাকে না, তখন শুরু হয় এক অন্যরকম স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার জীবন, কেমন সেই জীবন খোঁজ নিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

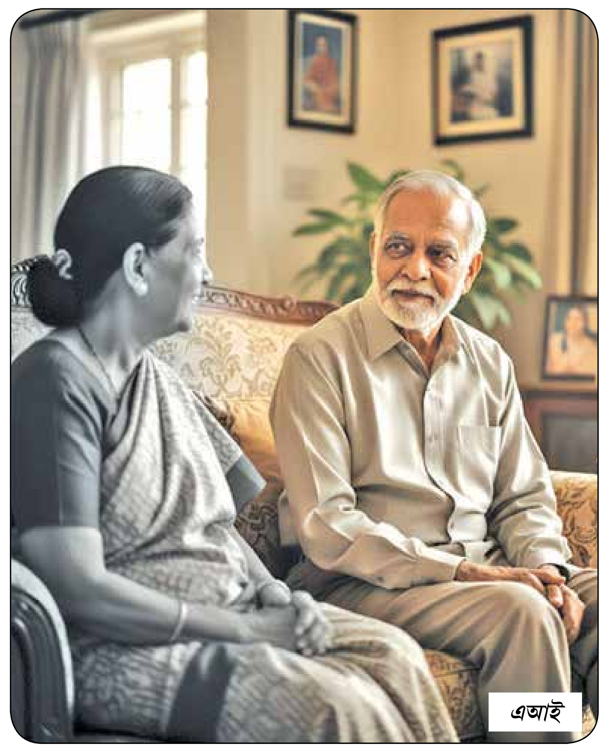

এআই

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : কালের নিয়ম বড়ই অদ্ভুত। একসঙ্গে বাঁচা হলেও একসঙ্গে সব ছেড়ে যাওয়া যায় না। এই শহরে এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা সংসার করেছেন বহু বছর তারপর হারিয়েছেন তাঁদের প্রিয় মানুষকে। বুকের ভেতর চাপা কষ্ট, মনের ভেতর মানুষটার সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তের স্মৃতি নিয়েই বাঁচতে হচ্ছে প্রতিদিন।

ও দেখছে

তেলিপাড়ার শর্মিলা রায় কি জানতেন ২০১৯ সালে তাঁর জীবনে নেমে আসবে অঘটন। দুই বাড়ির বিরুদ্ধে গিয়ে সারাজীবন একে-অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯০ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন অমল-শর্মিলা। বিয়ের পর কীভাবে সংসার করবেন, কীভাবে সব গোছাবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না শর্মিলা। সেসব শিখিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিলেনও না তাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্বামীই। পুজো দেওয়া থেকে রান্না করা সবই শেখা স্বামীর কাছে। ভাড়াবাড়ি থেকে নিজের বাড়ি তৈরির যাত্রাটাও সহজ ছিল না ওঁদের। বিয়ের বছর তিনেক পর এক ছেলে হয় তাঁদের। সব ঠিকই চলছিল, তার মধ্যেই ২০১৯ সালে নেমে আসে বিপত্তি। লিভারের সমস্যা ধরা পড়ে। চিকিৎসা চলতে চলতেই মৃত্যু হয় অমলের। শর্মিলা বলছিলেন, 'ছেলের বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে দুজনের জায়গায় তিনজন হয়েছি তবুও শূন্যতা আমাকে ছাড়ে না। কোনও অনুষ্ঠান, পুজোয় সবার সঙ্গে থাকলেও একা থাকলেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।' তাঁর কথায়, 'পুজোয় প্রতি বছর স্বামীর সঙ্গেই যেতাম শাড়ি কিনতে। আমি বহু দোকান ঘুরে তারপর শাড়ি কিনতাম। আমাকে নিয়ে ও অন্তত দশটা দোকান ঘুরত। তবে এখন আর আমি শাড়ি কিনতেই যাই না। ছেলে-বৌমা এনে দেয়। কার কাছেই বা সময় আছে আমাকে নিয়ে দশটা দোকান ঘোরার। ছেলের বিয়ের সময় ওঁর কথা ভীষণ মনে পড়েছে। ও থাকলে সবকিছু সহজ হয়ে যেত। তবে আমি হাসিমুখে থাকি কারণ আমি জানি ও আমাকে দেখছে।'

> আমি হাসিমুখে থাকি কারণ আমি জানি ও আমাকে দেখছে।
>
> ওর হাতের রান্না আর খেতে পারি না এটা বড় আফসোস হয়।
>
> আজ স্বামী বেঁচে থাকলে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হত।

শান্তির খোঁজ

মানুষের মন অদ্ভুত। শুরুতে যে স্মৃতিগুলো কেবল চোখের জল হয়ে ঝরত, সময়ের সঙ্গে সেই স্মৃতিগুলোই মানুষকে ধৈর্য এবং মানসিক শক্তি জোগায়। তাঁর রেখে যাওয়া কাজ, তাঁর আদর্শ বা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা তখন জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানদের মধ্যে প্রিয়জনের ছায়া খুঁজে পাওয়া বা তাঁদের অসমাপ্ত কোনও শখ পূরণ করার মাধ্যমেই অনেকে শান্তির খোঁজ পান।

স্বাদ পাই না

স্ত্রী চলে গিয়েছে ১২ বছর হল। সেই শোকে বাড়ি, শহর ছেড়েছিলেন ফুলেশ্বরীর হীরু পাল। বাড়িতে ঠাকুমা-ঠাকুরদা, জেঠু-জেঠির কাছের দেড় বছর থেকেছে ছেলে। তারপর ছেলের টানে ফিরে এসেছেন আবার। বাড়িতে গোটা পরিবার থাকলেও যিনি সমস্তকিছুর খেয়াল রাখতেন, যিনি দেখভাল করতেন, যাঁকে মনের সমস্ত কথা বলা যেত সেই মানুষটাই নেই। হীরু বলছিলেন, 'ছেলে এখন বড় হয়েছে, ওর নিজস্ব জীবন রয়েছে। এক-দু' বছর বাদে বিয়ে হবে। ওকে আমি কতটা বিরক্ত করতে পারি। স্ত্রী লীলা চলে যাওয়ার পর আমি বাইরে বাইরে কাজ নিই। শ্রমিকের কাজ করি। এখানে ঘরে একা লাগে অনেকটাই।' পুরোনো স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলতে থাকেন, 'বিয়ের পর আমাদের পুরোনো বাড়ি মেদিনীপুরে গিয়ে আমরা দিন পনেরো কাটিয়েছিলাম। সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ওর হাতের রান্না আর খেতে পারি না এটা বড় আফসোস হয়। এখন কখনও আমি রান্না করি, কখনও দাদার ঘর থেকে খাবার আসে, কখনও ছেলে রান্না করে কিন্তু স্ত্রী-এর হাতের রান্নার স্বাদ পাই না।'

নির্মলার ধারণা

স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন ওলটপালটই হয়ে গিয়েছে নির্মলা দাসের। বিগত দশ বছরে জীবনে এসেছে বহু পরিবর্তন। স্বামী থাকতে কখনও কোনও কাজ করতে হয়নি শুধু সংসার সামলেছেন। এখন নিজের ভরণপোষণের জন্য কত কাজই না করতে হয়। কখনও সবজি বিক্রি, কখনও ফুল বিক্রি যখন যেমন কাজ করে সুবিধা হয় তখন তাই করেন। ছেলে থাকেন অন্য জায়গায়। নির্মলা বলছিলেন, '১২ বৈশাখ বিয়ে হয়েছিল। কত স্বপ্ন ছিল চোখে। সব স্বপ্ন যে পূরণ হয়নি তা বলব না। সংসারটাও সাজিয়েছিলাম। পঁচিশ বছর সংসারও করেছি। এখন প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই মনে হয় যদি আজ স্বামী থাকত তাহলে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হত।'

নিঃশ্বাসে অমর

আসলে স্মৃতি নিয়ে দিন কাটানো কষ্টের হলেও এটিই প্রমাণ করে যে, সেই ভালোবাসা কতটা গভীর এবং সত্য ছিল। একজনের চলে যাওয়া মানেই সব শেষ হওয়া নয়; বরং বেঁচে থাকা মানুষটির প্রতিটি নিঃশ্বাসে আর প্রার্থনায় সেই ভালোবাসা অমর হয়ে থাকে।

এআই

সাইবার অপরাধে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : রাজস্থানে একটি সাইবার ক্রাইম অপরাধের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভক্তিনগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় রাজস্থানের পুলিশ জ্যোতিনগরের ডন বসকো কলোনি থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতরা হলেন বিকাশ পোদ্দার ও বিনয় পোদ্দার। দুজনেই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৯ সালে রাজস্থানের বাণীপার্ক থানায় একটি সাইবার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে এই দুজনের নাম পায় পুলিশ। এরপর তদন্তে নেমে জানতে পারে, এই দুজন জ্যোতিনগর কলোনির বাসিন্দা। এরপর রাজস্থানের পুলিশের একটি টিম শনিবার রাতে ভক্তিনগর পুলিশের সহযোগিতায় তাঁদের বাড়ি থেকেই দুজনকে পাকড়াও করে। ধৃত দুজনকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে রাজস্থানের পুলিশ।

ব্যাগ চুরির অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : বাস থেকে অন্য যাত্রীর ব্যাগ চুরি করার অভিযোগে রবিবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত বারবিশার বাসিন্দা সুবোধ রায়। অভিযুক্তকে ভোলা মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গয়েরকাটার বাসিন্দা দুই তরুণী এদিন বাসে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। জংশনে পৌঁছে তাঁরা নিজেদের একটি ব্যাগ খুঁজে না পেয়ে ঘাবড়ে যান। বাসের কনডাক্টরের কথা মতো এনজেপি থানায় এসে এক তরুণী অভিযোগ জানান। পুলিশ তিনবাত্তি মোড়ের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখতে পায়, এক ব্যক্তি বাস থেকে নামার সময় ওই ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। তদন্তে নেমে কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ ব্যাগ সহ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরে ব্যাগটি তরুণীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ভোটে লড়তে চায় মিম

ইসলামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : রবিবার অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম)-এর ইসলামপুর ব্লক কমিটির তরফে শহরের এক বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক কমিটির সভাপতি মহসিন দিনাজপুরি সহ অন্য পদাধিকারীরা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। মহসিন বলেন, 'কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। মিম উন্নয়ন করবে। সকলের পাশে থাকবে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আগামী বিধানসভায় আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।'

ড্রপ বক্স বসাচ্ছে বিজেপি

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি সাধারণ মানুষের তরফে উঠে আসা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের সংকল্পপত্র তৈরি করবে। সেজন্য গোটা রাজ্যজুড়ে প্রায় এক হাজার ড্রপ বক্স বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রবিবার বিকালে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট সংলগ্ন ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তিন নম্বর মণ্ডলের তরফে একটি ড্রপ বক্স বসানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ, জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল।

শংকর ঘোষ বলেন, 'আগামীদিনে এধরনের একাধিক ড্রপ বক্স বসানো হবে। সাধারণ মানুষ তাঁদের মতামত লিখিতভাবে ওই ড্রপ বক্সের মাধ্যমে আমাদের জানাতে পারবেন। সেই সঙ্গে ই-মেল কিংবা ফোন করেও তাঁদের মতামত জানানোর সুযোগ পাবেন।' তাঁর আরও সংযোজন, 'শুধুই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, আমাদের লক্ষ্য ভোটমুখী রাজ্যে জনমুখী সংকল্পপত্র মানুষের সামনে তুলে ধরা।'

দুই ফুল

উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনীতে ফুলের মাঝে ফুলের মতো খুদেরা। রবিবার। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

কমিটি গঠন

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি সিটি অটো অপারেটর্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নতুন কমিটি তৈরি হল। রবিবার সংগঠনের সাধারণ সভায় রতন সাহাকে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। বিলাস ঘোষ এবং সঞ্জীবন দাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৩ জনের কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

এনথুসিয়া ২.০

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৮ ফেব্রুয়ারি : 'জয় নয়। অংশ নেওয়াই মূলমন্ত্র'- আপ্তবাক্যের ওপর ভর করে রবিবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 'এনথুসিয়া ২.০' আয়োজন করল বাগডোগরা সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ সহ অন্যরা। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তাঁরা বার্তা দেন, এখনকার দিনে শিক্ষা আর শুধু পাঠ্যবইয়ের দুই মলাটে সীমাবদ্ধ নেই। পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক শক্তি, শৃঙ্খলা এবং সামাজিক মূল্যবোধও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ফিল্ড ইভেন্ট, দলগত খেলা সহ মজার ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। মার্চপাস্টের সঙ্গে এই বিভাগগুলিও ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ।

শুধু পড়ুয়া নয়। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিরা। বিভিন্ন বিভাগে বিজেতারা পদক সংগ্রহ করেছেন।

ইসলামপুরে ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে না পাওয়ার তালিকা

নগর দর্শন

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভোটের মুখে ইসলামপুরের পুর পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে নতুন প্রজন্ম। 'এটা পরিষেবার নমুনা? আমাকে তিন মাসের জন্য পুরসভার চেয়ারম্যান বানিয়ে দিক, পরিষেবা কাকে বলে দেখিয়ে দেব।' রবিবার সেলুনে বসে এই মন্তব্য করলেন, ইসলামপুরের এক তরুণ। আপনি কি বিজেপি বা অন্য কোনও দলের সমর্থক। প্রতিবেদকের এই প্রশ্ন শুনে রেগে গিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ওই তরুণ বলেন, 'নাগরিক হিসেবে কি আমার প্রশ্ন করার অধিকার নেই?' আসলে পুরসভার পরিষেবা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ এখন ইসলামপুরের 'ওপেন সিক্রেট'।

সবজি বাজারের পাশে নতুন মাছ বাজারের পরিকাঠামো তৈরির পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পুরোনো মাছ বাজারই শহরবাসীর একমাত্র ভরসা। এই প্রসঙ্গে বধূ দীপিকা গোস্বামী বলেন, 'মাছ বাজারের জীর্ণ দশার ব্যাপারে কি পুরসভা জানে না? তাও আমাদের এই বাজারে আসতে হয় কেন? প্রশাসন কেন এতটা উদাসীন হবে?' পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মাছ বাজার নিয়ে কিছু মামলা চলছে। পুরসভার ভয় যদি এই মাছ বাজারের দখল পুরসভা ছেড়ে দেয়, তাহলে জমি মাফিয়ারা এই জমি আত্মসাৎ করবে। কিন্তু সবজি বাজারের পাশে নতুন তৈরি মাছ বাজারে শুধুমাত্র কিছু বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ এবং শৌচালয় তৈরি বাকি, এটুকু কাজ শেষ করে নতুন মাছ বাজার চালু করার বিষয়ে পুরসভার এত গড়িমসি কেন? প্রশ্নের উত্তরে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

ইসলামপুর শহরে জীর্ণ হয়ে আসা বিপজ্জনক মাছ বাজার। রবিবার।

এখনও ১৭টি ওয়ার্ডের সমস্ত বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে অক্ষম পুরসভা। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের দুটি রিজার্ভার দিয়ে শহরের সমস্ত বাড়িতে পানীয় জল দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। শহরের যেসব অংশে এই পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, তাও খাপছাড়া বলে অভিযোগ। অভিযোগের সুরে শান্তিনগরের বাসিন্দা বাদলচন্দ্র বালো বলেন, 'এতদিনেও পুরসভা সমস্ত বাড়িতে পানীয় জলটুকু পৌঁছে দিতে পারেনি। এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে?' এই বিষয়ে কানাইয়া বলেন, 'আম্রুত প্রকল্পের অধীনে শহরে একাধিক রিজার্ভার ও পাইপলাইনের কাজ দ্রুত শুরু হবে।'

কোটি টাকার স্টেডিয়াম থাকলেও চলতি মরশুমে মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখনও শহরে একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম গড়ে তোলা যায়নি। এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, 'স্টেডিয়ামে যাতে নিয়মিত বড় টুর্নামেন্ট করা যায় সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইন্ডোর স্টেডিয়ামের জন্য জমি চিহ্নিত করার বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে।'

অভিযোগের তালিকা অনেক লম্বা। নির্ধারিত পার্কিং জোন বলে শহরে কিছু নেই। শহরের বিভিন্ন খোলা জায়গায় প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি হয়। সুইমিং পুলের কথা পুর বোর্ড ঘোষণা করলেও কাজ হয়নি। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শুভ সিং বলেন, 'এত বড় শহরে একটা সুইমিং পুল নেই ভাবতে পারেন?' নতুন পার্ক গড়ার কথাও ঘটা করে বছর তিনেক আগে ঘোষণা করা হয়েছিল।

পুরসভা মুক্তমঞ্চ তৈরি করলেও সেখানে অনুষ্ঠান করলে আয়োজকদের শেড তৈরির জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়। ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকার বলেন, 'নতুন মঞ্চের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু তাতে ব্যালকনি নেই।'

কানাইয়া বলেন, 'গত তিন দশকে শহরে উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ হয়েছে। নতুন মঞ্চ গড়ার কাজ চলছে। ব্যালকনি না থাকলেও দর্শকাসন অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। সুইমিং পুলের জন্য জমি দেখা হয়েছে। তাই নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ঠিক নয়।'

নতুন কমিটি

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। এদিন সভার পর সংস্থার নাট্য পরিচালক প্রণব হোড় রায় সহ নাটকের শিল্পীদের এবং সাংস্কৃতিক সাংবাদিক ছন্দা দে মাহাতোকে সংবর্ধিত করা হয়। সভাপতি বাসুদেব ঘোষ সকলকে সংবর্ধিত করেন বলে সম্পাদক তুষার মিত্র জানিয়েছেন।

মানুষও খেত

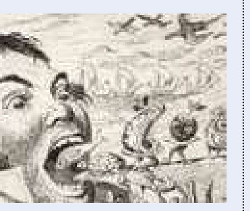

খাইখাই স্বভাব অনেকেরই থাকে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি তরুণ তারারের খিদে ছিল দানবীয়। সে পাথর, জ্যান্ত বিড়াল, সাপের ছানা—সব গিলে খেত। তার পাকস্থলী ছিল অতিকায়, খাওয়ার পর পেট ফুলে ঢোল হয়ে যেত। হাসপাতালে তাকে চিকিৎসার জন্য রাখা হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও তার খিদের জ্বালায় টেকা দায় হয়ে পড়ে। হাসপাতালের মর্গের লাশের অংশ চুরি করে খাওয়ার অভিযোগও ওঠে তার বিরুদ্ধে। একবার হাসপাতাল থেকে একটি ১৪ মাসের শিশু নিখোঁজ হয়ে গেলে সন্দেহ তারারের ওপরই পড়ে এবং তাকে বের করে দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা আজও নিশ্চিত নন তার আসলে কী অসুখ ছিল। অতিরিক্ত খিদের জ্বালা যে মানুষকে কোন পর্যায়ে নামাতে পারে, তারার তার করুণ ও বীভৎস উদাহরণ।

রোমানদের হারিয়ে যাওয়া মশলা

আজকের দিনে সোনা বা হিরের দাম আকাশছোঁয়া, কিন্তু প্রাচীন রোমে 'সিলফিয়াম' নামের এক মশলার দাম ছিল তার চেয়েও বেশি। এটি উত্তর আফ্রিকায় জন্মাত এবং রোমানরা একে রান্নার স্বাদ বাড়ানো থেকে শুরু করে ওষুধ, এমনকি গর্ভনিরোধক হিসেবেও ব্যবহার করত। জুলিয়াস সিজার নাকি সরকারি কোষাগারে সোনার সঙ্গে এই মশলাও জমিয়ে রাখতেন। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এই উদ্ভিদটি পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। রোমান সম্রাট নিরো নাকি শেষ পাওয়া সিলফিয়ামটি শখ করে খেয়ে ফেলেছিলেন! আজ আমরা জানি না এর স্বাদ কেমন ছিল। মানুষের লোভ যে কীভাবে প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদকে ধ্বংস করে দিতে পারে, সিলফিয়াম তার ধ্রুপদি উদাহরণ।

আলেকজান্ডারকে পাত্তা না!

বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডারকে কে না ভয় পেত? কিন্তু ডায়োজিনিস নামের এক গ্রিক দার্শনিক তাঁকে পাত্তাই দেননি। ডায়োজিনিস কোনও বিলাসিতা পছন্দ করতেন না, তিনি থাকতেন এক বিশাল মাটির জারের বা পিপের ভেতর। একদিন আলেকজান্ডার তাঁর সামনে এসে বলেন, "আমি আলেকজান্ডার, আপনার কী উপকার করতে পারি?" উত্তরে ডায়োজিনিস শান্তভাবে বলেন, "একটু সরে দাঁড়ান, আপনি আমার রোদ আটকাচ্ছেন।" এমন উত্তরে সৈন্যরা রেগে গেলেও আলেকজান্ডার মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, "আমি যদি আলেকজান্ডার না হতাম, তবে ডায়োজিনিস হতে চাইতাম।" আর ডায়োজিনিস উত্তর দেন, "আমি যদি ডায়োজিনিস না হতাম, তবে আমিও ডায়োজিনিস হতে চাইতাম।" ক্ষমতার দম্ভ যে জ্ঞানের কাছে তুচ্ছ, এই গল্পটি তার সেরা উদাহরণ।

প্যারাসুট নাকি মৃত্যুফাঁদ

আইফেল টাওয়ারের ওপর থেকে ঝাঁপ দিলে কী হবে? ১৯১২ সালে ফ্রেঞ্চ দর্জি ফ্রাঞ্জ রাইচেল্ট বিশ্বাস করতেন, তাঁর তৈরি বিশেষ 'প্যারাসুট সুট' পরলে মানুষ পাখির মতো ভাসবে। বন্ধুদের বারণ সত্ত্বেও তিনি নিজের তৈরি পোশাক পরে আইফেল টাওয়ারের ৫৭ মিটার উঁচু থেকে ঝাঁপ দেন। নীচে হাজার হাজার দর্শক ও সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত ছিল এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হতে। কিন্তু হায়! ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারাসুটটি খুলল না এবং তিনি সোজা মাটিতে আছড়ে পড়লেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ক্যামেরায় ধরা পড়া তাঁর সেই শেষ মুহূর্তটি আজও ইউটিউবে দেখা যায়। বিজ্ঞানের নেশা আর জেদ যে মাঝেমধ্যে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে, 'উড়ন্ত দর্জি'র করুণ পরিণতি তার প্রমাণ।

৫ জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভিড় সামাল দিতে ৫ জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন চালু করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই ট্রেনগুলি হল ০৫৬৩৩ নারেঙ্গি-গোরখপুর, ০৫৭৩৬ কাটিহার-অমৃতসর, ০৫৯৭৪ ডিব্রুগড়-জয়নগর, ০৫৭৪০ নিউ জলপাইগুড়ি-মুজাফফরপুর এবং ০৫৭৪১ কিশনগঞ্জ-লালকুয়ান। প্রতিটি ট্রেন উভয়দিকে ছয়টি করে ট্রিপ চলাচল করবে।

নারেঙ্গি-গোরখপুর ১৯ ফেব্রুয়ারি-২৭ মার্চ প্রত্যেক বৃহস্পতি ও গোরখপুর-নারেঙ্গি শুক্রবার, কাটিহার-অমৃতসর ১৮ ফেব্রুয়ারি-২৭ মার্চ বুধ ও অমৃতসর-কাটিহার শুক্রবার, ডিব্রুগড়-জয়নগর ১৭ ফেব্রুয়ারি-২৫ মার্চ মঙ্গল ও জয়নগর-ডিব্রুগড় বুধবার, নিউ জলপাইগুড়ি-মুজাফফরপুর ২১ ফেব্রুয়ারি-২৮ মার্চ শনিবার দু'দিকেই, কিশনগঞ্জ-লালকুয়ান ১৯ ফেব্রুয়ারি-২৬ মার্চ প্রত্যেক বৃহস্পতি ও লালকুয়ান-কিশনগঞ্জ শুক্রবার পর্যন্ত এই সময়সূচি মেনে চলবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, গত বছর হোলির সময় ১১৪৪টি ট্রেন চালানোর পর এবার ১৫০০টি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি পরিষেবাকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে। যাত্রীরা সুরক্ষিত ও সুবিধাজনকভাবে সঠিক সময়ে পরিবারের সঙ্গে রংয়ের উৎসব উদযাপন করতে পারবেন।

মর্টারে মৃত্যু

ওদলাবাড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ফের একবার অসাবধানতার চরম মাশুল দিতে হল বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাওগাঁ বস্তির এক স্কুল পড়ুয়াকে। সেনাবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে কুড়িয়ে আনা না ফাটা মর্টার নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল রৌনক চৌধুরী নামে ওই কিশোরের।

থানায় অরুণ

প্রথম পাতার পর

নেতার সঙ্গে ছিলেন বাগডোগরার দুই যুব নেতা। সকলেই তৃণমূলের। তাঁরা দোকানের মালপত্র ওলটপালট করে দেন। শোকেস উলটে দিলে তা ওই ব্যবসায়ীর পায়ে পড়ে। তিনি জখম হন।

সেই সময় আরেক তৃণমূল নেতার ছেলে দোকানে এলে তাঁকেও অভিযুক্তরা ধাক্কা মারেন বলে অভিযোগ। ভাঙচুর চলাকালীন দোকানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় প্রতিবাদ জানালে তৃণমূলের ব্লক কমিটির সহ সভাপতির গায়েও হাত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ অবশ্য খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুব নেতা সহ চারজনকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দেয়। অভিযোগ, রাতেই থানায় পৌঁছান মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। পুলিশ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কাউকে ছাড়া সম্ভব নয়। পরে অভিযোগ জমা পড়লে সমস্যা হবে। পুলিশের অনড় মনোভাবে রাতভর লকআপেই কাটে অভিযুক্তদের। কিন্তু সকালে ফের সভাধিপতির নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতারা থানায় যাওয়ার পর পুলিশ অভিযুক্তদের ছেড়ে দেয়। অভিযোগ, চাপের মুখে অভিযুক্তদের ছাড়তে বাধ্য হয়েছে পুলিশ।

ক্ষুদ্র চা চাষেও আশার আলো

ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তিতে উচ্ছ্বাস উত্তরবঙ্গে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ইন্দো-আমেরিকার নয়া বাণিজ্য চুক্তির কথা ঘোষণা করতেই আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প। শনিবার ঘোষিত প্রস্তাবিত ওই বাণিজ্য চুক্তি মোতাবেক চা-এর ওপর আমেরিকা কোনও আমদানি শুল্ক চাপাবে না। যা কয়েক মাস আগে একবার ৫০ শতাংশ করে দেয় ট্রাম্প সরকার। পরে অবশ্য ওই হারের শুল্ক উঠিয়ে নেওয়া হলেও সেদেশে চা রপ্তানিতে প্রভাব পড়ে।

চা শিল্প মহল জানাচ্ছে, আমেরিকা বর্তমানে ভারতের চায়ের একটি অন্যতম বড় বাজার। চতুর্থ বৃহত্তম ক্রেতা। সেখানকার বাসিন্দারা মূলত আইস টি বা ঠান্ডা চা পান করেন। এজন্য আর্জেন্টিনার পরেই আমেরিকানদের পছন্দের তালিকায় ভারতের সিটিসি, অর্থডক্স কিংবা স্পেশাল ক্যাটিগোরির গ্রিন টি।

টি বোর্ডের ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী আমেরিকায় রপ্তানি হয়েছিল ১৭.১৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। টাকার অঙ্কে যার মূল্য ৬৯৩.৪২ কোটি। ২০২৫ সালে রপ্তানির পরিমাণ বছরের শেষের দিকে শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে কিছুটা ধাক্কা খেয়ে ১১.১৪ মিলিয়ন কিলোগ্রামে এসে দাঁড়ায়। ভারতের জায়গা দখল করতে এগিয়ে আসছিল কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনামের মতো অন্য চা উৎপাদক দেশগুলি। ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর আগে অবশ্য চায়ের ওপর সেদেশে আমদানি শুল্কের কোনও বোঝা ছিল না।

ফের শূন্য শুল্কের বাণিজ্য সমঝোতায় উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ের চা শিল্প উপকৃত হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর সুফল পেতে পারে উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিরাও। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক ও কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা) এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'রপ্তানি বাড়লে চায়ের অভ্যন্তরীণ বাজারেও দাম সুস্থির থাকে। আমেরিকা বর্তমানে আমাদের কাছে চা বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটি প্রতিশ্রুতিময় দেশ। পাকাপাকিভাবে শূন্য শুল্কের এই সমঝোতা অত্যন্ত আশাপ্রদ একটি বিষয়।' অন্যতম রপ্তানিকারক সংস্থা এশিয়ান টি এক্সপোর্টার্স-এর কর্ণধার মোহিত আগরওয়াল বলেন, 'বিরাট একটি সম্ভাবনা তৈরি হল। এর সুফল শুধু যে বড় বাগানগুলিই পাবে তা নয়। প্যাকেটার্স সংস্থাগুলির মাধ্যমে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা থেকে তৈরি চা-রও আমেরিকায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত হল বলে মনে করি। তবে চায়ে কীটনাশক এর অবশেষ বা এমআরএল নিয়ে আমেরিকায় বেশ কড়াকড়ি আছে। সেটা আমাদের যে কোনও মূল্যে নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।' চা বণিকসভাগুলির মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ) এবং ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'অত্যন্ত ইতিবাচক একটি ঘোষণা। উত্তরবঙ্গ, অসমের চা শিল্প যে এতে অক্সিজেন পাবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

> **বিরাট সম্ভাবনা তৈরি হল। এর সুফল শুধু যে বড় বাগানগুলিই পাবে তা নয়। প্যাকেটার্স সংস্থাগুলির মাধ্যমে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা থেকে তৈরি চা-রও আমেরিকায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত হল।**
>
> **মোহিত আগরওয়াল**
> কর্ণধার, এশিয়ান টি এক্সপোর্টার্স

তাকাচি-ঝড়ে কুপোকাত বিরোধীরা

টোকিও, ৮ ফেব্রুয়ারি : জাপানের তুষারপাতকেও হার মানাল 'সানা-ম্যানিয়া'! রবিবার ব্যালট বক্সে আক্ষরিক অর্থেই ঝড় তুললেন জাপানের 'লৌহমানবী' সানা তাকাচি। স্ন্যাপ পোলে বিরোধীদের কার্যত ধুয়েমুছে দিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তাঁর লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। আর এই ঐতিহাসিক জয়ের পরেই টোকিওতে পৌঁছাল নয়াদিল্লির উষ্ণ অভিনন্দন বার্তা।

তাকাচির জয়ে উচ্ছ্বসিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস নির্বাচনে এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য সানা তাকাচিকে অনেক অভিনন্দন! বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে আমাদের 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" কূটনৈতিক মহলের মতে, তাকাচির মতো চিন-বিরোধী এবং ভারত-ঘনিষ্ঠ নেত্রীর ক্ষমতায় ফেরা নয়াদিল্লির জন্য বড় স্বস্তির খবর।

জাপানে এখন একটাই নাম : 'সানা'। তিনি গতানুগতিক নেত্রী নন। একসময় হেভি মেটাল ব্যান্ডের ড্রামার ছিলেন, দাপিয়ে বাইক চালাতেন। মার্গারেট থ্যাচারের ভক্ত এই নেত্রী নিজেকে 'আয়রন লেডি' বলতেই পছন্দ করেন। তাঁর 'রকস্টার' মেজাজ আর 'সানা-নোমিক্স'-এর জাদুতে মজেছে জাপানের তরুণ প্রজন্ম।

জাপান

বিশ্লেষকদের মতে, এই জয় কেবল তাকাচির নয়, এশিয়ায় চিনা আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক কড়া বার্তা। জাপানের এই পালাবদল এবং মোদির তাৎক্ষণিক বার্তা স্পষ্ট করে দিল— আগামীদিনে টোকিও-দিল্লি জুটির রসায়ন আরও জমজমাট হতে চলেছে।

ফের মরা মাছ ভেসে উঠল করলায়

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ২০১১ সালের করলার সেই দুঃসহ স্মৃতি রবিবার ফের ফিরে এল।

এদিন সকালে জলপাইগুড়ি শহরের মাষকালাইবাড়ি সেতুর সামনে থেকে নেতাজিপাড়া করলা সেতু পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বোয়াল, আড় সহ প্রায় ১৫ ধরনের নদীয়ালি মাছ করলায় ভেসে ওঠে। বিষক্রিয়ায় মাছের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মৎস্য দপ্তরের ধারণা। ২০১১ সালে একইভাবে করলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মাছের মড়ক দেখা দিয়েছিল। এন্ডোসালফান নামে চা বাগানের একটি কীটনাশক জলে মেশাতেই সমস্যা হয়েছিল বলে সেই সময় জল পরীক্ষার রিপোর্টে উঠে আসে। স্থানীয় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিঙ্কু বিশ্বাস সহ কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে এদিন ভোর থেকে কেজি কেজি মরা মাছ স্থানীয় বাজার ও আশপাশের বাড়িতে গিয়েছে। পুলিশ এবং পুর কর্তৃপক্ষ এলাকায় যাওয়ার পর মরা মাছ নদী থেকে তুলতে স্থানীয়দের বাধা দেয়। অন্যদিকে মৎস্য দপ্তরের তরফে মৃত মাছ এবং জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

জেলা অতিরিক্ত মৎস্য অধিকর্তা রমেশ বিশ্বাস বলেন, 'বিষক্রিয়া থেকে মাছের মড়ক হয়েছে বলে আমাদের প্রাথমিক ধারণা। তবে কী ধরনের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে তা জল পরীক্ষার পর বোঝা যাবে। করলার ওই জায়গার জল ও মরা মাছের নমুনা সংগ্রহ করেছি।' পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'কীভাবে মাছের মৃত্যু হল এবং এই ঘটনার পেছনে কোনও অসাধু ব্যক্তি বা চক্র রয়েছে কি না তা আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

মাষকালাইবাড়ি করলার ঘাটে বাসিন্দারা এদিন সকালে কিছু মরা মাছকে ভাসতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় খবর ছড়ায়। এলাকায় ভিড় বাড়তে শুরু করে। মরা মাছ সংগ্রহ করতে আট থেকে আশি করলার জলে নামেন। মাষকালাইবাড়ি শ্মশানের সামনে থেকে বয়েলখানা বাজারের পেছন দিয়ে নেতাজিপাড়া, পরেশ মিত্র কলোনি সহ পুরো এলাকাজুড়েই এদিন মাছের মড়ক দেখা যায়। মরা মাছের তালিকায় বোয়াল, আড়, রুই, চিতলের পাশাপাশি পুঁটি, গোচি, ট্যাংড়া, দাড়িকা, বাইন সহ প্রায় ১৫ প্রজাতির দেখা মিলেছে। মাষকালাইবাড়ির নন্দন মাহাতো বলেন, 'সকাল থেকে বাসিন্দাদের অনেককে নদী থেকে পাঁচ-সাত কেজি ওজনের একটি একটি বোয়াল মাছ বাড়ি নিয়ে যেতে দেখেছি।'

যে এলাকাজুড়ে এদিন মাছের মড়ক দেখা গিয়েছে তার আশপাশে কোনও চা বাগান নেই। করলা নদীর পাড়ে চা বাগান থাকলেও তা এদিনের ঘটনাস্থল থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে গৌরীহাটের কাছে রয়েছে। এদিন নদীর যেখানে মাছের মড়ক দেখা গিয়েছে, তার আপস্ট্রিমে কোনও মরা মাছ দেখা যায়নি। ফলে চা বাগানের কীটনাশক যে এই ঘটনায় জড়িত নয় তা এককথায় পরিষ্কার। আর এই সূত্রেই ধন্দ বাড়ছে।

রাজ্যপালের সফরে যানজট

কিশনগঞ্জ, ৮ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জ সফরে এসে পৌঁছান বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। রাতে খাগড়ার সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর অতিথিশালায় বিশ্রাম নেন। রবিবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রামপুরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের ৩১তম দীক্ষান্ত সমারোহে অংশ নেন তিনি। রাজ্যপালের কর্মসূচি উপলক্ষ্যে শনিবার থেকে রবিবার বেলা দেড়টা পর্যন্ত শহর ও অনুষ্ঠান মঞ্চ এলাকা কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে উত্তরবঙ্গ সীমানা এলাকা এবং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। রাজ্যপাল বলেন, 'পড়ুয়াদের সবসময় বিতর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত।' শেষে শতাধিক পড়ুয়ার হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নতুন ইউনিটের ঘোষণা করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সড়ক নির্মাণমন্ত্রী ডাঃ দিলীপকুমার জয়সওয়াল, মন্ত্রী অশোক চৌধুরী প্রমুখ।

কাকে সমর্থন, চুপ গুরুংরা

নাগরাকাটা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে কাকে সমর্থন, খোলসা করছে না গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। পৃথকভাবে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও চুপ নেতৃত্ব। রবিবার শিবচুতে দলের ১৫তম বলিদান দিবসের অনুষ্ঠানে এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং বলেন, 'সময় এলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলই পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের সঙ্গে ছলনা করে চলেছে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এই এলাকা থেকে বিধায়ক, সাংসদ এবং মন্ত্রী তৈরি করেছে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর কেউ আর মানুষের খোঁজ নেয়নি। যশবন্ত সিং, সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, রাজু বিস্ট, জন বারলা ও মনোজ টিগ্গাকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সাংসদ করেছে।' এবার পাহাড়ের সঙ্গে ডুয়ার্স এলাকার গোর্খা, আদিবাসী, রাজবংশী, কোচ, মেচ, রাভা, টোটো, বিহারি, বাঙালি, মাড়োয়ারি এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে একত্রিত করে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করা হবে বলে মোর্চা সূত্রে খবর। সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফে এক মধ্যস্থকারীকে পাহাড়ে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর কাছে মোর্চা দলের প্রধান দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি পেশ করা হয়েছে বলে খবর।

ছাত্র বিক্ষোভে বন্ধ ঝাঁপ

প্রথম পাতার পর

এরপর প্রধাননগর থানায় ওই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন অনুগ্রহ লিম্বু নামের এক পড়ুয়া। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার সকালেও প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়ারা ওই সেন্টারের সামনে ভিড় জমান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ হাজির হয় সেখানে। কেন্দ্রটিতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্তও করে পুলিশ।

পড়ুয়াদের হিসেবে এবছর ১৬০ জন ওই কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের জমা দেওয়া টাকার কিছুটা ফেরত দেওয়ার দাবি তুলেছেন তাঁরা। আনিশা তামাং নামে এক পড়ুয়া ইনস্টিটিউটের ব্রোসিয়ার দেখিয়ে হতাশার সুরে বলেন, 'ভর্তির সময় অক্সিলিয়ারি নার্স মিডওয়াইফারি, জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণের কথা বলা হলেও সমস্তটাই মিথ্যা। তার ওপর দুটো ড্রেসের জন্য টাকা নেওয়া হলেও একটা দেওয়া হয়েছে। প্রতি শনিবার হাসপাতাল ভিজিট করানোর কথা থাকলেও হয়নি। প্লেসমেন্ট তো দূরের ব্যাপার।'

২০২৫ সালে পড়ুয়াদের যে ব্যাচটি দু'বছরের কোর্স শেষ করেছেন, তাঁরাও এখন বেকায়দায়। সার্টিফিকেট পেলেও তা নিয়ে বেকায়দায় পড়ছেন তাঁরা। আরতি তামাং নামে এরকমই এক প্রাক্তন পড়ুয়ার কথায়, 'যেখানেই চাকরির জন্য গিয়েছি, সেখানেই এই সার্টিফিকেট নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এখন এই সার্টিফিকেট আদৌ বৈধ কি না, তা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে।'

চোখের তারা তুই...

প্রথম পাতার পর

আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, 'আদিবাসী সমাজে এমন বিয়ে আমি আগে কখনও করাইনি। শ্বশুর হয়ে বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এই যে কন্যাদান, তা আমার দীর্ঘ পুরোহিত জীবনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।' পুনম নিজেও এই বাগানেরই স্থায়ী শ্রমিক। শাশুড়ি-শ্বশুরের এই স্নেহ তাঁকে কখনও একাকিত্বের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেয়নি। মাধ্যমিক পাশ করা পুনমের সঙ্গে বছরখানেক আগে শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের যুবক গৌতম ওরাওঁয়ের ফেসবুকে আলাপ। সেই আলাপ গড়ায় প্রেমে। আর সেই প্রেমের পরিণতি পেতে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে পুনম প্রস্তাব রাখলে ঝাড়ি সানন্দে রাজি হন। এদিন পুনম প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ ছিলেন। কান্নাধরা গলায় কোনওমতে বললেন, 'স্বামীকে হারানোর পরও শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকে আমাকে এতটাই ভালোবাসতেন যে আমি কখনও বাবা-মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি। বাবা (শ্বশুর) আমাকে এখানে চাকরির ব্যবস্থাও করে দেন।'

ঝাড়ির জেদ ছিল একটাই- জামাইকে নিজের বাড়িতেই রাখবেন। তাই বেকার গৌতমকেও আপন করে নিতে দ্বিধা করেননি। স্মিত হেসে ঝাড়ি বললেন, 'বৌমা বাড়িতে আসার পর থেকেই ওকে আমরা মেয়ের মতোই দেখতাম। ওর নিজের বাবা-মা নেই, তাই আমিই ওর সব দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে ঘটা করে ওর বিয়ে দেব, আজ সেই সাধ পূরণ হল।'

বিয়ের আয়োজন ছিল আভিজাত্যে মোড়া। প্রায় তিন হাজার অতিথির জন্য পাত পেড়ে খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। চা আর পকোড়া থেকে শুরু করে মাছ-মাংসের এলাহি আয়োজন। পূর্বপুরুষদের আহ্বান জানিয়ে এবং কুলদেবতার পুজো সেরে নবদম্পতি সাতপাকে বাঁধা পড়লেন। রক্ত নয়, সম্পর্কের গভীরতাই যে আসল পরিচয় সেটা জীবনের এই কঠিন যুদ্ধে ঝাড়ি ওরাওঁ প্রমাণ করে দিলেন। এই বিয়ে কেবল দুই হাত এক হওয়া নয়, বরং কুসংস্কার ও অন্ধকার কাটিয়ে এক মানবিক ভোরের নামান্তর হয়ে রইল। গৌতমের মা মিনা ওরাওঁ এই আয়োজনে অভিভূত। আর জামাইয়ের উপলব্ধি, 'মনে হল দারুণ ভালো কোনও সিনেমা দেখে উঠলাম।'

বাংলায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে প্রহসন

প্রথম পাতার পর

যেখানে অটোমোবাইল বা ইলেক্ট্রনিক্স শেখানোর কথা, সেখানে জাল বিছিয়েছে মাকড়সা, যন্ত্র কাজ করছে না। টাকা না থাকার অজুহাতে পরিকাঠামো উন্নয়ন বন্ধ। অথচ বছরের পর বছর এজেন্সির বিল ঠিকই পাশ হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা হাতেকলমে কাজ শিখছে না, শিখছে কীভাবে একটি জরাজীর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও টিকে থাকতে হয়। অথচ বিজ্ঞাপনে 'স্কিল ইন্ডিয়া' আর 'উৎকর্ষ বাংলা'র সাইনবোর্ড ঝকঝক করে!

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল এই 'এজেন্সি' নামক বিষবৃক্ষ। ভোকেশনাল এডুকেশন পরিচালিত হচ্ছে সরকারি টাকায়, সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার হচ্ছে, অথচ ছড়ি ঘোরাচ্ছে কয়েক ডজন অখ্যাত বেসরকারি সংস্থা। ৩২টি এজেন্সির হাতে রাজ্যের ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষক এবং কয়েক লক্ষ পড়ুয়ার ভাগ্য সঁপে দেওয়া হয়েছে। সেই সংস্থাই ভোকেশনাল এডুকেশনে শিক্ষক নিয়োগ থেকে অন্যান্য যাবতীয় কাজ করছে। নামে, বেনামে বেশিরভাগ এজেন্সি চালাচ্ছেন বীরভূমের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। নানা দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি তদন্তও চালাচ্ছে।

ভোকেশনাল শিক্ষকরা হয়েছেন এজেন্সির দয়াভিখারি। উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারীদের সঙ্গে আচরণ করা হচ্ছে বাড়ির চাকরের মতো। যখন-তখন বদলি, কথায় কথায় ছাঁটাইয়ের হুমকি আর উপরি পাওনা হিসেবে মাসের পর মাস বেতন বন্ধ। সরকারি কোষাগার থেকে মোটা টাকা কমিশন বাবদ এজেন্সির পকেটে যাচ্ছে, অথচ যে শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর, তাঁর হাঁড়ি চড়ছে না। রবীন্দ্রনাথের সেই 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' পংক্তি আজ ভোকেশনাল শিক্ষকদের জন্য এক নিষ্ঠুর উপহাস। তাঁরা পেটের দায়ে এজেন্সির দাপটে মাথা নীচু করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ এজেন্সির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্য নাম 'ছাঁটাই'।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু বসুর সাফাই বড়ই করুণ। তিনি বলছেন, কেন্দ্রের গাইডলাইন মেনে এজেন্সি দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। ৬০ শতাংশ টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে বলে কি রাজ্যের ৪০ শতাংশের কোনও দায়বদ্ধতা নেই? কেন্দ্র যদি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে বলে, রাজ্য কি তবে তাই করবে? নাকি এই এজেন্সির আড়ালে দুর্নীতির যে মহোৎসব চলছে, তাতে শাসক ও শোষক উভয়পক্ষেরই আখের গোছানো হচ্ছে? এসব নিয়ে জানতে চেয়ে যোগাযোগ করলে শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ফোন তোলেন না, মেসেজের উত্তর দেন না। অগত্যা সাধারণ মানুষ ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছে যে, নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ। নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্যে এমনিতেই মন্ত্রীদের জেলযাত্রার লাইন লেগেছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার এই এজেন্সিরাজ সম্ভবত সেই বিশাল হিমশৈলের আর এক চূড়া।

বাংলার ছাত্রছাত্রীরা স্বনির্ভর হওয়ার আশায় আইটি, রিটেইল, হেলথ কেয়ার বা অটোমোবাইলের মতো ১৬টি বিষয়ে পড়াশোনা করে কর্মসংস্থান চেয়েছিল।

পরিবর্তে তারা পেল ভবিষ্যৎহীন এক টুকরো কাগজ। বৃত্তিমূলক শিক্ষার এই কঙ্কালসার দশা আসলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার দলিল। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার নাড়ি টিপে ধরছে বেসরকারি বেনিয়া চক্র, আর নবান্ন থেকে বিকাশ ভবন- সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সরকারি উদাসীনতার বিরুদ্ধে বারে বারে সরব হয়েছে ভোকেশনাল এডুকেশনের শিক্ষকদের সংগঠন ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক শিক্ষক পরিবার। কিন্তু তাদের আর্তনাদ শোনার লোক নেই। বিরোধী দলগুলিও এসব নিয়ে ভাবিত নয়। শাসকের মতো তারাও শুধুই ভোটপিপাসু। যাঁরা দেশের মেরুদণ্ড তৈরির কারিগর, সেই শিক্ষকদের রাস্তায় বসে কান্নাকাটি করতে হচ্ছে।

এজেন্সির রাজত্ব খতম না হলে এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেবল খাতা-কলমে থাকবে, বাস্তবে তৈরি হবে একদল দক্ষতাহীন সার্টিফিকেটধারী বেকার। কারিগরি শিক্ষা দপ্তর এসব জেনেও নিশ্চুপ, গদি রক্ষার অঙ্কে ব্যস্ত। পরবর্তী প্রজন্মের অপমৃত্যুতে সিলমোহর পড়লেও তাদের কিছুই এসে যায় না। এই এজেন্সি প্রথার জগদ্দল পাথর সরিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। না হলে বাংলার ভবিষ্যৎ কারিগরি উৎকর্ষে নয়, বরং দুর্নীতির খাতায় মোটা হরফে লেখা থাকবে।

কমিশনকে রাজ্যের

প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সেদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে জানাতে বলেছিল, কত অফিসার তারা দিতে পারে।

সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে নবান্ন জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআর-এর তদারকির জন্য রাজ্যের ৮,৫০৫ জন 'গ্রুপ বি' স্তরের আধিকারিককে দেওয়া যেতে পারে। কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী অভিযোগ অনুযায়ী এর আগে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজে মাত্র ৮০ জন 'গ্রেড ২' অফিসার দিয়েছিল রাজ্য। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মতো নীচুতলার কর্মীদের ওপর তখন বেশি নির্ভর করতে হয়েছে কমিশনকে, যা কাজের মানকে ব্যাহত করছে হলে অভিযোগ ছিল রাকেশের।

নবান্নের পক্ষ থেকে অবশ্য প্রায় সাড়ে ৮ হাজার অফিসারের তালিকা দেওয়ার প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সক্রিয়তাকে সমর্থন করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার পেশাদার সংস্থাকে দিয়ে ভোটার তালিকায় কারচুপি করছে। তিনি বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বাধ্য হয়ে 'কালো কোট' পরে আদালতের লড়াইয়ে নামতে হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধীদের অস্বস্তি বাড়িয়ে সিপিএমের প্রবীণ নেতা মানিক সরকার রবিবারই সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল নেত্রীর সওয়ালকে সমর্থন করেছেন। আদালতে মমতার ভূমিকাকে কার্যকর উদ্যোগ বলে প্রশংসাও করেছেন। শুনানির আগের দিন এতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের পক্ষে সমর্থনের হাওয়া বইছে। অন্যদিকে, নির্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়ায় ১৪ ফেব্রুয়ারি শুনানি চালানোর অনুমতি চেয়েছে রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সেই আবেদনে কমিশনের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। শেষপর্যন্ত কমিশন রাজি হলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় পিছিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি হতে পারে।

দ্রাবিড়ের পরামর্শই ‘অনুপ্রেরণা’ ইতালির

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : রবিবাসরীয় সকাল। যাই যাই করছে শীত। ছুটির দিনে সাধারণত পথঘাট থাকে ফাঁকা।

ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনের ছবিটাও তার ব্যতিক্রম নয়। মুষ্টিমেয় কিছু লোক এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন ইডেন গার্ডেন্সের দিকে। একটু বেলা বাড়ার পর সেখানেই এসে দাঁড়াল একটি টিম বাস। আর সেই বাস থেকে একে একে নেমে এলেন ইতালির ক্রিকেটাররা।

ফুটবলে চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি সোমবার প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপে নামতে চলেছে।

তাঁরাও অবাক বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। মাঠে নেমে শুরু করে দিলেন অনুশীলন।

ওয়েন ম্যাডসেনের দলের অনুশীলনটা খবর নয়। বরং প্রথমবার ইডেন দেখে যেমন বিস্মিত ইতালির ক্রিকেটাররা, ঠিক তেমনই ইতালির ক্রিকেট সংস্কৃতি, তাদের ক্রিকেটারদের সংগ্রাম চমকে দেওয়ার মতোই। কারও পেশা শিক্ষকতা। কেউ আবার উবের চালক। কেউ আবার অস্থায়ী ঠিকাকর্মী। এখানেই শেষ নয়। ইতালির ক্রিকেটারদের কারও জন্ম অস্ট্রেলিয়ায়, কেউ আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মেছেন। কেউ আবার জীবনযুদ্ধে সফল হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে কোনও এক সময় চলে এসেছিলেন ইতালিতে। পেশার তাগিদে হয়ে গিয়েছেন ক্রিকেটার। ইতালি দলে ‘ভূমিপুত্র’ প্রায় নেই। আদতে সবই ভাড়াটে সৈনিক।

এমন ‘ভাড়াটে সৈনিক’ নিয়েই সোমবার ইডেনে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে নামছে ইতালি। প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। গত সন্ধ্যাতেই যারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেছে। ইতালি বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচের কথা শুনলে প্রথমেই মনে হবে ফুটবল বিশ্বকাপ অথবা ইউরো কাপ ফুটবলের কথা। সিএবি-র অনেক কর্তাই মজা করে এমন কথা বলছেনও। কিন্তু বাস্তব হল, ফুটবলের দুই দেশ সোমবার ইডেনে নামতে চলেছে বাইশ গজে ব্যাট-বলের যুদ্ধে। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত, প্রায় তিন ঘণ্টা ইডেনে আজ অনুশীলন করেছে ইতালি। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ‘আজুরি’দের অধিনায়ক ম্যাডসেন বলছিলেন, ‘শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতেই রয়েছি আমরা। যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েই কাল বিশ্বকাপের আসরে নামব আমরা। বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নপূরণের পাশে দেশ হিসেবে আমরা গর্বিতও।’

চারবারের বিশ্বকাপ ফুটবলজয়ী দেশ প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপে নামার আগে আন্দ্রে পিরলোর শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছে। ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরিও ভিডিওবার্তা পাঠিয়েছেন ক্রিকেটারদের জন্য। আগামীকাল প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইতালি কেমন করবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ ইতালির যে ক্রিকেট ইতিহাস সামনে এসেছে, তা চমকে দেওয়ার মতোই। ১৭৯৩ সালে ইতালিতে শুরু হয়েছিল ক্রিকেট। যদিও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার পরিবর্তে ফুটবলের জনপ্রিয়তার নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। ইতালি ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি সিমোনে গ্যাম্বিনো আজ দুপুরের ইডেনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘আমাদের দেশে যথাযথ ক্রিকেট মাঠ নেই। বিস্তর প্রতিবন্ধকতা সামলে আমরা বিশ্বকাপ খেলতে এসেছি। সাফল্যের ব্যাপারে আমরা আশাবাদীও।’ আরও চমক রয়েছে

প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড

ইতালির ক্রিকেটে। ১৯৯২ সালে একদিনের বিশ্বকাপে চমকপ্রদ পারফরমেন্সের পর নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি প্রয়াত মার্টিন ক্রো পৌঁছে গিয়েছিলেন ইতালিতে। তিনি সেখানে ক্রিকেটের অ-আ-ক-খ শেখান। তার আগে ইতালির কেউ জানতই না ব্যাটার-বোলার-ফিল্ডার শব্দগুলো।

ইতালির ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপের মঞ্চে সাফল্যের স্বপ্ন দেখাচ্ছে কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের পরামর্শ। জানা গিয়েছে, চেন্নাইয়ে কানাডার বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলে ইতালি দল গিয়েছিল বেঙ্গালুরুতে। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে দায়িত্বে থাকা ইতালির কনসাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করা। সেই সাক্ষাতের পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক দ্রাবিড়ের পরামর্শও পেয়ে গিয়েছেন ইতালির ক্রিকেটাররা। অধিনায়ক ম্যাডসেন দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে বলছিলেন, ‘মিস্টার দ্রাবিড়ের পরামর্শ পাওয়াটা আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের। তাঁর পরামর্শ নিয়েই কাল মাঠে নামছি আমরা।’

ছবি : ডি মণ্ডল

ইউনিসেফের উদ্যোগে কলকাতার ৩২ জন খুদে ক্রিকেট শিক্ষার্থী রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হয়েছিল। অনুশীলন শুরুর আগে তাদের সঙ্গে কাটায় ইতালি দল।

সোনিয়ার দর্শন না পেয়ে হতাশ আজুরিরা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ১১ জুলাই ২০২৫ দিনটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতালি ক্রিকেটে। সেদিনই প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল পাওলো রোসির দেশ।

কুড়ির বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি একসঙ্গে বেশ কয়েকটি জিনিস করেছিল ইতালি ক্রিকেট সংস্থা। এক, বিশ্বকাপে ভালো কিছু করার লক্ষ্যে নয়া উদ্যমে অনুশীলন করেছিল। দুই, অপেশাদার ইতালি ক্রিকেটে পেশাদারিত্ব আনার চেষ্টা করেছিল। তিন, বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হওয়ার পর সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনাও করেছিল। কেন সোনিয়া গান্ধি? কারণ, জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষনেত্রী সোনিয়ার জন্ম ইতালিতে। সেই সুবাদেই ভারতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে সোনিয়ার আশীর্বাদ নিতে চেয়েছিলেন আজুরিরা। রাজি হননি সোনিয়া। ফলে সেই সাক্ষাতের পরিকল্পনা অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে ইতালি ক্রিকেট দলের কাছে। আজ দুপুরে ইডেনে ইতালির অনুশীলনের মাঝে সেদেশের ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি সিমোনে গ্যাম্বিনো একরাশ হতাশা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে ইতালির রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা ভারতে হাজির হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জানি না কেন উনি রাজি হননি।’ সোনিয়ার দর্শন না পাওয়ার হতাশা প্রবলভাবেই রয়েছে আজুরিদের শিবিরে। টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ভালো পারফর্ম করতে পারলে সোনিয়া দর্শন হতেও পারে, এমন আশাও রয়েছে ইতালি ক্রিকেট দলে। একইসঙ্গে এদিন ইডেন গার্ডেন্সে ইতালি দলের অনুশীলনের আগে ইউনিসেফের উদ্যোগে কলকাতার ৩২ জন খুদে ক্রিকেট শিক্ষার্থীর সঙ্গে সময় কাটিয়েছে।

গম্ভীরের বাড়িতে নৈশভোজে পুরো দল

রিয়ালের ম্যাচ দেখব ভেবেছিলাম : সিরাজ

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : জয় দিয়ে শুরু।

চাপে থাকা ম্যাচে শেষপর্যন্ত সূর্যকিরণে আলোক ঝলমলে ভারতীয় দল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ডল অতিক্রমের পর এবার সামনে নামিবিয়া। ক্রিকেটীয় তুলনায় ধারেভারে ভারতের পাশে নেহাতই ‘লিলিপুট’। কিন্তু মার্কিন-ম্যাচে পাওয়া শিক্ষায় আত্মতুষ্টিতে ভোগা বা কোনও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই।

টি২০ বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নামার প্রাক্কালে আজ কিছুটা হালকা মেজাজে ভারতীয় শিবির। জয় দিয়ে অভিযান শুরুর স্বস্তি নিয়ে এদিন বাণিজ্য নগরী মুম্বই থেকে নয়াদিল্লিতে পা রেখেছে সূর্যকুমার যাদবরা। বিকেলে পৌঁছোনোর কথা থাকলেও বিমানের দেরিতে সন্ধে হয়ে যায়। তবে সব ক্লান্তি দূর রাতে ঈশান কিষান, অভিষেক শর্মাদের জন্য স্পেশাল আয়োজনে।

সূর্যকুমার যাদবের থেকে বিশ্বকাপের দলে ডাক পাওয়ার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারেননি মহম্মদ সিরাজ।

নিজের দিল্লির বাড়িতে গোটা দলকে এদিন নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন হেডকোচ গম্ভীর। ম্যাচ ও যাতায়াতের ধকল ভুলে দেদার খানাপিনা, পারিবারিক আড্ডার মেজাজ। মনের রসদ খুঁজে নেওয়া। সোমবার থেকে ফের ব্যাট, বল, প্রস্তুতি, বাইশ গজের টক্কর।

আর পুরো দলের খোশমেজাজে থাকার নেপথ্য কারিগর একান্তভাবেই সূর্যকুমার যাদব। ৭৭/৬ থেকে কার্যত একার হাতে দলকে ১৬১/৯ স্কোরে পৌঁছে জয়ের রাস্তা গড়ে দেন। আর ৪৯ বলে ৮৪, স্কাই স্পেশালে আশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে ঝলমলে ভারতীয় শিবির। হেডস্যর গম্ভীর যে ইনিংসকে বর্ণনা করেছেন ‘মাস্টার ক্লাস’ হিসেবে। বলেছেন, তাঁর দেখা চাপের মুখে অন্যতম সেরা টি২০ ইনিংস।

এক ভিডিও বার্তায় গম্ভীর বলেছেন, ‘অভিযানের শুরুর নিরিখে ফলাফল ঠিকঠাক। আর সূর্য মাস্টার ক্লাস, অবিশ্বাস্য। চাপের মুখে এটা অন্যতম সেরা টি২০ ইনিংস। চাপ ছিল। অজানা আশঙ্কাও ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাই ম্যাচটা জিতে বিশেষ অনুভূতি হচ্ছে।’

ভারতীয় দলের হেডস্যরের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের চোখ খুলে দিয়ে গেল। আশাবাদী, ছেলেরা এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নেবে। কেরিয়ারে এই রকম পরিস্থিতিতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই জানেন, কীভাবে এই চাপের মুখে টিকে থাকতে হয়। গম্ভীরের মতে, এই ম্যাচ তাঁর ‘ছাত্রদের’ সেই শিক্ষাটাই দিয়ে গেল।

অপরদিকে, শেষমুহূর্তে ডাক পেয়ে ভরসার মর্যাদা রেখেছেন মহম্মদ সিরাজও। প্রথম স্পেলে জোড়া শিকারে প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। পরবর্তী স্পেলে আরও এক উইকেট। সবমিলিয়ে ৪ ওভারে ২৯ রানের বিনিময়ে ৩ শিকার। কারও কারও মতে, হর্ষিত রানার চোট, সিরাজের দলে অন্তর্ভুক্তি ‘শাপে বর’ ভারতের জন্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে সিরাজের মুখেও রাতারাতি ডাক পাওয়ার কথা। শোনান কীভাবে তাঁকে ফোন করে খবরটা জানান অধিনায়ক সূর্য। বলেছেন, ‘ভারতীয় দলে যোগ দেওয়ার জন্য যখন বিমান ধরি, মনে হচ্ছিল স্বপ্নের ঘোরে আছি। ভাবিনি বিশ্বকাপে সুযোগ পাব। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎই সূর্যের ফোন। বলে, ‘মিয়াঁ তৈরি হয়ে যা। ব্যাক প্যাক করে নে।’ আমি জিজ্ঞাসা করি মজা কোরো না। এরপর ওঝা-ভাই (নির্বাচক কমিটির সদস্য প্রজ্ঞান ওঝা) খবরটা জানায়। উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ। উনিও সবকিছু লিখে রাখেন, যা কেউ বদলাতে পারে না।’

নিজের বোলিং নিয়ে সিরাজ বলেছেন, ‘জানতাম নতুন বলকে মারা সহজ হবে না। আর সেটাই ঘটেছে। সেভাবে প্রস্তুতির সুযোগ পায়নি। প্রস্তুতি বলতে ভিডিও দেখে তৈরি হওয়া। তবে নিয়মিত ক্রিকেটের মধ্যে থাকার ফলে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়নি। জানতাম, কী করতে হবে। লক্ষ্য ছিল সঠিক লাইন-লেংথে বলটা রাখা।’

ঈশানের থেকেও ইনপুটস পেয়েছেন পিচ সম্পর্কে। সিরাজ বলেছেন, ‘ও বলে, টু-পেসড উইকেট। ১৭০ ভালো স্কোর। শেষপর্যন্ত যা সঠিক প্রমাণিত। আসলে সবই উপরওয়ালার লেখা। ইচ্ছে ছিল ১৫ তারিখ রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ দেখব। রমজানও রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর যা চাইবেন শেষপর্যন্ত সেটাই হবে। তা খণ্ডাবে কার সাধ্য!’

শুধু ব্যাটে-বলে নয়, ফিল্ডিংয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মরিয়াভাব নজর কেড়েছে।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

স্কটল্যান্ড বনাম ইতালি
সকাল ১১টা, কলকাতা

জিম্বাবোয়ে বনাম ওমান
বিকাল ৩টা, কলম্বো

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা
সন্ধ্যা ৭টা, আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

আজ অভিযান শুরু করছেন ডি ককরা

আহমেদাবাদ, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড তাদের অভিযান শুরু করে দিয়েছে। সোমবার চলতি বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রোটিয়া ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ কানাডা।

‘গ্রুপ ডি’-তে এদিনই আফগানিস্তানকে হারিয়ে প্রথম ম্যাচে পয়েন্টের খাতা খুলেছে নিউজিল্যান্ড। আইডেন মার্করাম ব্রিগেডের লক্ষ্য ঠিক সেটাই। গতবারের ফাইনালিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কমজোরি কানাডার ভরসা এক ভারতীয় যুবরাজ শর্মা। দলের কনিষ্ঠতম সদস্য। কিন্তু যুবরাজের আগ্রাসী ব্যাটিং বিশ্বকাপে

কানাডার ভরসা যুবরাজ

কানাডার অন্যতম অস্ত্র। দলের হয়ে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির (১৫ বল) নজিরও তাঁর দখলে।

একঝাঁক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার রয়েছে কানাডার এই দলে। নেতৃত্বে দিলপ্রিত বাজওয়া। প্রাক্তন অধিনায়ক নিকোলাস কার্টন, জসকরণ সিংয়ের অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ। নেপালের বিরুদ্ধে শ্রেয়স মোভভার পারফরমেন্স নজর কেড়েছিল। তবে ধারেভারে অনেকটাই পিছিয়ে কানাডা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ইতালি ও নেপালের কাছে হেরেছে। আগামীকাল সেখানে কুইন্টন ডি কক, কাগিসো রাবাদাদের চ্যালেঞ্জ সামলানো।

প্রথমবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা না জিতলেই তা হবে অঘটন। আর ঠিক সেটাই লক্ষ্য কানাডার। অধিনায়ক দিলপ্রিত বলেছেন, ‘আমরা প্রস্তুত। চলতি বিশ্বকাপে অঘটন ঘটাতে চাই। দক্ষিণ আফ্রিকাও আমাদের হালকাভাবে নেবে না। আমরা সেরা খেলাটা উপহার দেওয়ার জন্য বিশ্বকাপে খেলতে এসেছি। কাল সেই লক্ষ্য নিয়েই নামব।’

লিলির চেন পরে আজ ইডেনে ইতালির ড্রাকা

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ইতালির জার্সি, কিন্তু ধমনীতে অস্ট্রেলীয় পেস ঐতিহ্য। সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ইতালি। তবে ম্যাচের আগে সব ফোকাস ২৫ বছরের পেসার থমাস ড্রাকার ওপর। তাঁর গলায় ঝুলছে ডেনিস লিলির ওয়ার্ল্ড সিরিজ চেইন- যা শুধু গয়না নয়, এক ‘উত্তরাধিকার’।

লিলি তাঁর নিজের টেস্ট ক্যাপ ও সই করা এই চেইন ড্রাকাকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর ২১তম জন্মদিনে। ড্রাকার কথায়, ‘লিলি আমার পরিবারের মতো, আমি তাঁকে ‘আঙ্কল’ ডাকি। লিলির জন্যই আমি ফাস্ট বোলার। দুই পরিবারের বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিল ওয়াইন প্রীতি থেকে, আর সেখান থেকেই লিলির নজরে পড়েন ড্রাকা।

একবার স্ট্রেস ফ্র্যাকচারে ভোগার পর লিলি তাঁকে বলেছিলেন, ‘শুধু দৌড়ালে হবে না, স্প্রিন্টারের মতো ট্রেইন করতে হবে।’ সেই মন্ত্রেই শুক্রবার চেন্নাইয়ে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে আগুন ঝরিয়েছেন তিনি। ১১২ রানে বিশাল জয়ের পর আত্মবিশ্বাসী ড্রাকা বলেছেন, ‘আমি যখন দৌড়াই, মনে হয় লিলি আমার সঙ্গেই দৌড়াচ্ছেন।’

সোমবার ইডেনের গ্যালারি দেখবে এক অদ্ভুত দৃশ্য- ইতালির হয়ে বল করছেন এক পেসার, যাঁর গলায় দুলছে কিংবদন্তি ডেনিস লিলির আশীর্বাদ।

ইংল্যান্ড বধের সুযোগ হাতছাড়া নেপালের

ইংল্যান্ড-১৮৪/৭ নেপাল-১৮০/৬

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানকে চমকে দিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। ভারতকে চাপে রাখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আজ কার্যত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া নেপালের। চলতি বিশ্বকাপের প্রথম অঘটনের সুযোগ তৈরি করেও ইংল্যান্ড-বধের সুযোগ ফসকালেন এভারেস্টের দেশের ক্রিকেটাররা।

শেষ ওভারে নেপালের দরকার ছিল ১০ রান। তুরীয় মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন লোকেশ বাম। ১৯তম ওভারে তুলেছেন ১৪ রান। টি২০ ফর্ম্যাটে ৬ বলে ১০ রান কঠিন কিছু নয়। মনে হচ্ছিল দুইবারের টি২০ বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড এবার শুরুতেই হোঁচট খাবে। কিন্তু শেষ ওভারে স্যাম কুরানের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে স্বপ্নভঙ্গ রোহিত পাউডেলের নেতৃত্বাধীন নেপাল ব্রিগেডের।

১৮৫ রানের জয় লক্ষ্যে আগাগোড়া দুরন্ত লড়াই চালিয়েও হেরে ফিরতে হল নেপালকে। রোহিত (৩৯) ও দীপেন্দ্র সিং আইরি (৪৪) ৮২ রানের জুটিতে একসময় স্কোর ছিল ১২৪/২। কিন্তু এখান থেকে জমে যাওয়া রোহিত-দীপেন্দ্রকে ফিরিয়ে ম্যাচে কামব্যাক ইংল্যান্ডের। শেষদিকে মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছিলেন লোকেশ (২০ বলে অপরাজিত ৩৯)। কিন্তু এক শটের ব্যবধানে স্বপ্নভঙ্গ। শেষপর্যন্ত ৪ রানে ম্যাচ জিতে মুখরক্ষা ইংল্যান্ডের।

হারতে হারতে জিতে কাপ অভিযান শুরুর স্বস্তি নিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক বলেছেন, ‘শেষপর্যন্ত লাইনটা (জয়) অতিক্রম করতে পেরেছি আমরা। অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ ছিল। নেপাল দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছি। খুব কম দলই আদিল রশিদকে এভাবে খেলতে পারে। ওরা সেটা করে দেখিয়েছে। ১৮৪ করার পর নিশ্চিত ছিলাম জিতব। কিন্তু এভাবে ভাবিনি।’

এর আগে প্রথমে ব্যাটিং করে ইংল্যান্ড ১৮৪/৭ করে। হ্যারি ব্রুক (৫৩) ও জেকব বেথেলের (৫৫) জোড়া হাফসেঞ্চুরি। ডেথ ওভারে উইল জ্যাকস (১৮ বলে ৩৯) ঝড় তোলেন। যা শেষপর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয়।

সাফল্যের উচ্ছ্বাসে উড়তে থাকা নন্দন যাদবদের শেষ ওভারে মাটিতে নামিয়ে আনলেন ইংল্যান্ডের স্যাম কুরান। মুম্বইয়ে রবিবার।

বার্সার জালে মেসির গোল

গুয়াকুইল (ইকুয়েডর), ৮ ফেব্রুয়ারি : লিওনেল মেসি গোল করলেন বার্সেলোনার বিরুদ্ধে— ন্যু ক্যাম্প নয়, ঘটনাটি ঘটেছে ইকুয়েডরের গুয়াকুইলে। আর প্রতিপক্ষ মেসির পুরোনো স্প্যানিশ দল নয়, ইকুয়েডরের জনপ্রিয় ক্লাব বার্সেলোনা এসসি। শনিবার রাতে এই ‘নামী’ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেও অবশ্য জয় নিয়ে মাঠ ছাড়া হল না ইন্টার মায়ামির। ২-২ গোলে ড্র হয় প্রাক-মরশুম ম্যাচ।

ম্যাচের ৩১ মিনিটে সেই চেনা বাঁ পায়ের জাদুতে মায়ামিকে এগিয়ে দেন এলএম টেন। তবে ইকুয়েডরের বার্সা ছেড়ে কথা বলেনি। ১০ মিনিটের মধ্যেই জোয়াও রোহাস সমতা ফেরান। বিরতির ঠিক আগে মায়ামি ফের লিড নেয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৮৭ মিনিটে টমাস মার্টিনেজের গোলে মায়ামির জয় কেড়ে নেয় বার্সেলোনা।

আত্মতুষ্টি বলছেন রমেশ

মার্কিনদের লড়াইয়ের প্রশংসায় শচীন

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি : ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপেও ছাপ রেখেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ। চলতি টি২০ বিশ্বকাপের শুরুর ম্যাচেও তারই পুনরাবৃত্তি টিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ভারতের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের কাছে হারলেও মাথা উঁচু করে মাঠ ছাড়ল। সূর্যকুমার যাদবের ‘অধিনায়কোচিত’ ইনিংস ব্যবধান না গড়ে দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বড়সড়ো লজ্জা অপেক্ষা করছিল ভারতের জন্য।

মার্কিনদের যে লড়াকু ক্রিকেট প্রশংসা আদায় করে নিল ক্রিকেটের ভগবান শচীন তেন্ডুলকারেরও। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মাস্টার ব্লাস্টার লিখেছেন, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো নতুন দল এভাবে খেলে, তখন ক্রিকেট অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যায়। ক্রিকেট প্রসারে রসদ জোগায়। বোঝা যায় ক্রিকেট বিশ্ব সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আরও ছড়িয়ে পড়ছে।

১৪০ কোটি ভারতীয়র মতো আশঙ্কায় কাটিয়ে শেষপর্যন্ত স্বস্তির জয়ের খুশিটাও আড়াল করলেন না শচীন। বলেছেন, ‘শুরুটা চাপের। কিন্তু তারপর ঠান্ডা মাথায় ফিনিশ করল টিম ইন্ডিয়া। তবে নতুন দল যখন এই রকম লড়াই করে, তখন বিশ্বে ক্রিকেট প্রসারের কাজটা তরান্বিত হয়। গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক এই কাজটাই করে দেখিয়েছে। ওদের এনার্জি, উদ্দীপনা প্রভাবিত করেছে। প্রতিশ্রুতি রেখে গেল ওরা।’

> **নতুন দল যখন এই রকম লড়াই করে, তখন বিশ্বে ক্রিকেট প্রসারের কাজটা তরান্বিত হয়। ওদের এনার্জি, উদ্দীপনা প্রভাবিত করেছে। প্রতিশ্রুতি রেখে গেল ওরা।**
> **-শচীন তেন্ডুলকার**

শচীন স্বীকার করে নিলেন ভারতীয় সমর্থক হিসেবে তিনিও চাপে ছিলেন। অজানা আশঙ্কা ঘুরপাক খাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত বৈতরণি পার। বিশ্বকাপের শুরুতে ভারতকে কার্যত ‘বার্তা’ও দিয়ে গেল এই ম্যাচ। মাস্টার ব্লাস্টার আরও লিখেছেন, ‘ওরা আমাদের অনেক নার্ভাস মুহূর্ত দিয়ে গেল। কিন্তু সূর্যকুমার যাদবের অভিজ্ঞতা এবং চাপের মুখে নিজেকে মেলে ধরা ভারতকে সম্মানীয় স্কোরে পৌঁছে দেয়। বাকি কাজটা আমাদের বোলাররা সেরে দিয়েছে। সাবাশ টিম ইন্ডিয়া। জয় দিয়ে শুরুর সবসময় ভালো।’

সদাগোপান রমেশ আবার ভারতীয় দলের আত্মতুষ্টিকে দায়ী করছেন। প্রাক্তন ওপেনারের দাবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। যার ফল সবার সামনে। রমেশ বলেছেন, ‘ভারতীয় ব্যাটাররা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাটিং করতে পারেনি। কিন্তু বোলাররা ব্যাটারদের ভুলটা ঢেকে দিল। জঘন্য ব্যাটিংয়ের পিছনে পুরোপুরি দায়ী আত্মতুষ্টি। তুমি যদি ব্যাট হাতে সিংহও হও, তাহলে এটা ভাবা অনুচিত, বিপক্ষ বোলাররা সহজেই আত্মসমর্পণ করবে। সাফল্য পেতে হলে ঘাম ঝরাতে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই।’

সুদীপের দ্বিশতরানে সেমির দরজায় বাংলা

অন্ধ্রপ্রদেশ-২৯৫ বাংলা-৪১৮/৬
(তৃতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৮ ফেব্রুয়ারি : মারার বল মারব। ছাড়ার বল ছাড়ব। অযথা ঝুঁকি নেব না। বাড়তি আগ্রাসনের প্রশ্নই নেই।

অনিশ্চয়তার সরণি, অফস্টাম্প লাইনের বলে ব্যাট বাড়াব না। কোনওভাবেই বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেব না।

ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে, মানসিকতা বদলে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে আজ রনজি ট্রফি কোয়ার্টার ফাইনালের তিন নম্বর দিনে ম্যাজিক দেখাল বাংলা। আরও স্পষ্টভাবে বললে, সুদীপকুমার ঘরামি (অপরাজিত ২১৬) ও সুমন্ত গুপ্তের (৮১) ক্রিকেট ব্যাকরণ মেনে করা ব্যাটিংয়ে ভর দিয়ে প্রথম ইনিংসের লিড নিশ্চিত করার পাশে ম্যাচেও জাঁকিয়ে বসল বাংলা দল। গতকালের ১৯৯/৫ থেকে শুরু করে আজ তৃতীয় দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৪১৮/৬। আপাতত ১২৩ রানে এগিয়ে টিম বাংলা। সঙ্গে সেমিফাইনালের স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

সারাদিনে মোট ২১৯ রান। মাত্র এক উইকেট হারিয়ে। নিশ্চিতভাবেই কৃতিত্ব প্রাপ্য সুদীপের। দোসর হিসেবে সুমন্তের কথাও বলতে হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য, আচমকা টার্ন নেওয়া ডেলিভারিতে ঠকে গিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়। নিশ্চিত শতরান মাঠে ফেলে এসেছেন সুমন্ত। তিনি ফেরার পর সুদীপের সঙ্গে জুটি বেঁধে বাংলাকে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সাকির হাবিব গান্ধি (অপরাজিত ৪৫)। সুদীপ-সুমন্তের জুটিতে ১৬৫ রান, পরে সুদীপের সঙ্গে গান্ধির জুটিতে এখনও পর্যন্ত ১০০ রান বাংলা ক্রিকেটের সঞ্জীবনী সুধা হয়ে উঠেছে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ

দ্বিশতরানের পর সুদীপকুমার ঘরামি।

সৌরভের শুভেচ্ছা

লক্ষ্মীরতন শুক্লার গলায় সতর্কতা। বাংলার কোচ বলছিলেন, ‘খেলার এখনও দুইদিন বাকি। এখনই লাফালাফি করার কিছু নেই।’ সুদীপ-সুমন্তদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন বাংলার কোচ। বলছিলেন, ‘ধৈর্য, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলার মিশেল ওদের এই ইনিংস। সুদীপ অসাধারণ ব্যাটিং করে চলেছে। সুমন্তও নিশ্চিত শতরান ফেলে এল। তারপরও বলছি, খেলার এখনও অনেক বাকি।’

বছর কয়েক আগে কেরিয়ারের প্রথম রনজি মরশুমে ব্যাট হাতে চমকে দিয়েছিলেন সুদীপ। তারপর থেকেই সময়টা খারাপ যাচ্ছিল সুদীপের। ব্যাটে বড় রানও ছিল না। মাঝের সময়ে তিনি নিজের ব্যাটিং নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। টেকনিকে বদল এনেছেন। আজ তারই ফল পেলেন ঘরামি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথমবার দ্বিশতরান করে দলকে সেমিফাইনালের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সন্ধ্যার কল্যাণীর মাঠে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তাও পেয়েছেন তিনি। দিনের খেলার শেষে ২১৬ রানে অপরাজিত থাকা সুদীপকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মহারাজ।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফিরলেন বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রেরা। মুম্বই বিমানবন্দরে রবিবার।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বরফ গলার ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : দাবি। পালটা দাবি।

দীর্ঘ বৈঠক। কখনও এগিয়ে পাকিস্তান। আবার পরক্ষণেই অ্যাডভান্টেজ আইসিসি।

শেষপর্যন্ত ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাক মহারণ হবে কি? রাত পর্যন্ত এই প্রশ্নের জবাব মেলেনি। তবে পরিস্থিতি আগের তুলনায় কিছুটা হলেও বদলেছে। জানা গিয়েছে, পাকিস্তান ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা শুরু করেছে।

লাহোরে আজ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আইসিসি-র এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার কিছু পর সেই বৈঠক শুরু হয়। যেখানে হাজির ছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম, আইসিসি-র দুই ডিরেক্টর ইমরান খোয়াজা ও মুবাসির উসমানি। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত চলেছে এই বৈঠক।

১ ফেব্রুয়ারি আচমকাই পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে, বাবর আজমরা টি২০ বিশ্বকাপে খেলবেন। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলবে না পাকিস্তান। পরে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও একই কথা বলেন। কুড়ির বিশ্বকাপের আসর থেকে বাংলাদেশকে ছেঁটে ফেলার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তান এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে মনে করা হয়েছিল। আজ সন্ধ্যার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আরও কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, পাকিস্তান বিশ্বকাপের আসর থেকে আরও বেশি রাজস্ব চায়। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেললেও পার্টিসিপেশন ফি দিতে হবে। ভবিষ্যতে পাকিস্তানে আইসিসি টুর্নামেন্ট দিতে হবে। সঙ্গে ভারতের সঙ্গে বন্ধ হয়ে থাকা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ শুরু করারও একটা বায়না তারা করছে বলে জানা গিয়েছে। আইসিসি-কে তাদের দাবির কথা জানিয়েছে পিসিবি। যদিও পাকিস্তান সরকার, প্রধানমন্ত্রী শরিফ একবারও ভারত ম্যাচ বয়কটের কারণ জানায়নি। আজ আইসিসি-র দুই ডিরেক্টর এই ব্যাপারে কারণ জানতে চান বৈঠকে হাজির পাক প্রতিনিধিদের কাছে। পাকিস্তানের তরফে খোলশা করে কিছু বলা হয়নি।

কলম্বোতেই বিশ্বকাপের সব ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। ১২ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে নামিবিয়া ম্যাচ খেলে পরদিন কলম্বো পৌঁছে যাবেন সূর্যকুমার যাদবরা। ভারতীয় দল দ্বীপরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর কি আরও নাটক সেখানে অপেক্ষায় থাকবে? জবাব এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু আজ ‘বন্ধু’ বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে আইসিসি-র সঙ্গে বৈঠকের আসরে পাকিস্তান তাদের সুর নরম করেছে বলে খবর। বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কা ও সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে বিশাল আর্থিক ক্ষতি নিয়ে দেওয়া হুঁশিয়ারির কথা বিস্তারিতভাবে জানানোর পর পাকিস্তানের সুর নরম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পাকিস্তানের তিন বায়না

- বিশ্বকাপের আসর থেকে আরও বেশি রাজস্ব চাই।
- বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেললেও পার্টিসিপেশন ফি দিতে হবে।
- ভবিষ্যতে তাদের দেশে আইসিসি টুর্নামেন্ট দিতে হবে।

সেইফার্টের দাপটে জয় দিয়ে শুরু কিউয়িদের

আফগানিস্তান-১৮২/৬
নিউজিল্যান্ড-১৮৩/৫
(১৭.৫ ওভারে)

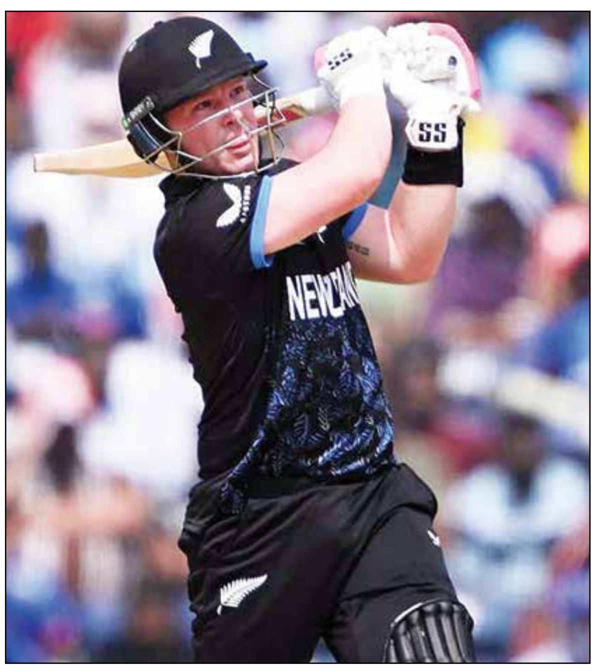

আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন টিম সেইফার্ট। চেন্নাইয়ে রবিবার।

চেন্নাই, ৮ ফেব্রুয়ারি : স্বস্তির জয়ে অভিযান শুরু করল নিউজিল্যান্ড। ‘ডি’ গ্রুপকে গ্রুপ অফ ডেথ বলা হচ্ছে। প্রথম ম্যাচেই টি২০ ফরম্যাটের অন্যতম জায়ান্ট-কিলার আফগানিস্তান। হার মানে পরবর্তী পর্বে ওঠার রাস্তা কঠিন। গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাচে ওপেনার টিম সেইফার্টের দাপটে টি২০ বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয় পেল কিউয়িরা।

সকালের ম্যাচ। রাতের শিশিরের মধ্যে বোলিং করার সমস্যা নেই। টসে জিতে ব্যাটিং নেন রশিদ খান। লড়াকু স্কোরও তৈরি করে তাঁরা। সর্বোচ্চ রান করেন মিডল অর্ডার ব্যাটার গুলবাদিন নাইব (৩৫ বলে ৬৩)। রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২৭), সেদিকুল্লাহ অটল (২৯), দারউইশ রসৌলি (২০) মোটামুটি রান পাওয়ায় ১৮২/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। লকি ফার্গুসন ২ উইকেট নেন। উইকেট না পেলেও নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আফগান ব্যাটারদের আটকে রাখেন অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার (২৩/০)।

টি২০ বিশ্বকাপে কখনও ১৮২ রান তাড়া করে জেতার নজির নেই কিউয়িদের। তার ওপর চেন্নাইয়ে স্পিন সহায়ক পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের শক্তিশালী স্পিন ব্রিগেডের মোকাবিলা। শুরুতে ঠিক সেই আতঙ্ক তৈরি করেছিলেন মুজিব উর রহমান (৩১/২)। দ্বিতীয় ওভারে পরপর দুই বলে ফিন অ্যালেন (১), রাচিন রবীন্দ্রকে (০) ফেরান।

১৪/২ স্কোর থেকে ম্যাচের হিসেব বদলে দেন গ্লেন ফিলিপস (২৫ বলে ৪২) ও টিম সেইফার্ট (৪২ বলে ৬৫)। তৃতীয় উইকেটে দুজনে ৪৬ বলে ৭৪ রান যোগ করেন। মার্ক চ্যাপম্যান (২৮) ও ড্যারিল মিচেলও (২৫) শেষ দিকে কার্যকর ইনিংস খেলেন। ফিলিপসের ঝোড়ো ইনিংসে ব্রেক লাগালেও জিততে হলে যে ধারটা দরকার ছিল, তা পাওয়া যায়নি রশিদের থেকে। শেষপর্যন্ত ১৩ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড।

স্যান্টনার বলেছেন, ‘ভালো দিন গেল। আফগানিস্তান সবসময় বিপজ্জনক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল আমাদের জন্য। পাওয়ার প্লে-তে মুজিব ধাক্কা দেওয়ার পর পার্টনারশিপ দরকার ছিল। সেটা পেয়ে যেতে ম্যাচ বেরিয়ে যায়।’ রশিদ বলেছেন, ‘ভালো স্কোর করেছিলাম আমরা। প্রত্যেক ব্যাটার তাদের সাধ্যমতো সেরাটা দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বোলিং ঠিকঠাক হয়নি। ভুল লাইন-লেংথে বোলিংয়ের ফলে ওদের রান করার সুযোগ করে দিই আমরা। বোলারদের জন্য শিক্ষা এই ম্যাচ।’

জিতল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ৮ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল আয়ারল্যান্ড। ১৬৪ রানের টার্গেট নিয়ে নেমে ১৫ ওভার শেষে আইরিশদের স্কোর ছিল ১১৩/৩। কিন্তু ফিনিশিংয়ের দুর্বলতায় তারা ১৯.৫ ওভারে ১৪৩ রানে অল আউট হয়। মহেশ থিকশানা ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। এর আগে কুশল মেন্ডিসের অপরাজিত ৫৬ রানের ইনিংসে ভর করে শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে ১৬৩ রান করে। আইরিশ স্পিনার জর্জ ডকরেল ৪ ওভারে ১৭ রান খরচ করে নিয়েছিলেন ২ উইকেট।

অময়ের নাম ঘোষণা বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : সরকারিভাবে অময় রানাওয়াড়ের নাম ঘোষণা করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছিল, আশিস রাইয়ের পরিবর্তে কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে অময়কে দলে নিচ্ছে মোহনবাগান। ২৮ বছর বয়সি এই ডিফেন্ডার মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরার প্রশিক্ষণে আগে মুম্বই সিটি এফসি ও ওডিশা এফসি-র হয়ে খেলেছেন। সোমবার থেকে দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়বেন অময়।

অময় রানাওয়াড়ে।

এদিকে, রবিবার বিকেল থেকে কেরালা ব্লাস্টার্স ও চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের জন্য অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করেছে মোহনবাগান। আপাতত ২০০, ৩০০, ৪০০ ও ১৫০০ টাকা মূল্যের টিকিট ছাড়া হয়েছে। প্রথমদিনেই ভালো পরিমাণ টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বুধ অথবা বৃহস্পতিবার থেকে অফলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করা হবে। এদিকে, এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৮ এলিট লিগে মোহনবাগান ৪-২ গোলে হারিয়েছে এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে। জোড়া গোল করে প্রেম হাঁসদা। বাকি দুইটি গোল হাওকিপ ও মালসোয়ামটুলুঙ্গার। এসকেএমের হয়ে গোলস্কোরার শ্যাম মারান্ডি ও অজয় টুডু।

ডেভিসে ডাচদের বিরুদ্ধে স্মরণীয় জয় ভারতের

বেঙ্গালুরু, ৮ ফেব্রুয়ারি : স্মরণীয় জয়। ডেভিস কাপ কোয়ালিফায়ারে উত্তেজক লড়াইয়ের পর নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল ভারতীয় দল। যার নায়ক বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৪৬৫ নম্বরে থাকা দক্ষিণেশ্বর সুরেশ। বেঙ্গালুরুর এসএম কৃষ্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত টাইয়ে ভারতের তিন ম্যাচ জয়েই তাঁর প্রধান ভূমিকা রয়েছে।

নায়ক দক্ষিণেশ্বর

গতকালই বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৮৮ নম্বরে থাকা জ্যাসপার ডি জংকে ৬-৪, ৭-৫ গেমে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর। রবিবার রিটার্ন সিঙ্গলসে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি ৬-৪ ও ৭-৬ (৬/৪) গেমে গাই ডেন ওওডেনকে হারিয়ে টাই ভারতের নামে করে দেন। এর আগে দিনের শুরুতে ইউকি ভামব্রিকে সঙ্গী করে ডাবলসে স্যান্ডার আরেন্ডস-ডেভিড পেলকে ৭-৬ (৭/০), ৩-৬, ৭-৬ (৭/১) হারিয়ে দেন তিনি। যদিও প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী ডাবলস ম্যাচে দক্ষিণেশ্বরের বদলে নাম ছিল এন শ্রীরাম বালাজির। কিন্তু মাদুরাইয়ের ২৫ বছরের তরুণ ফর্ম দেখে সিদ্ধান্ত বদল করে রোহিত রাজপালের নেতৃত্বাধীন টিম ম্যানেজমেন্ট। যার পুরস্কার, তিন ঘণ্টার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জিতে টাইয়ে প্রথমবার লিড নেয় ভারত। অবশ্য ২-১ এগিয়ে থাকার সুবিধা নিতে পারেননি দেশের এক নম্বর টেনিস তারকা সুমিত নাগাল। জ্যাসপারের বিরুদ্ধে প্রথম সেট ৭-৫ গেমে জিতেও বাকি দুটিতে তাঁর ১-৬, ৪-৬ হার খেলায় দ্বিতীয়বার সমতা ফিরিয়ে আনে। টাইয়ের প্রথম ম্যাচেও সুমিত ০-৬, ৬-৪, ৩-৬ গেমে হেরেছিলেন ওওডেনের বিরুদ্ধে।

জয়ের প্রধান কারিগর দক্ষিণেশ্বর সুরেশকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের।

অলিভিয়া কাপ কিক বক্সিং

ফাঁসিদেওয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগরে অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের উদ্যোগে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত অলিভিয়া কাপে ৭-৯ বছর বিভাগে শিলিগুড়ির জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১০-১৩ বছর বিভাগে শিরোপা জিতেছে পূর্ণিয়ার দুন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ১৪-১৮ বছর বিভাগে সেরা অলিভিয়া। রবিবার অলিভিয়ার ক্যাম্পাসে আয়োজিত একদিবসীয় আন্তঃ স্কুল কিক বক্সিংয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নিরজ বিসেন, ডেভিড প্রধান (আইএএস), স্কুলের চেয়ারম্যান তপন ঘোষ, ডিরেক্টর সুতপা নন্দী, প্রিন্সিপাল অম্বালিকা গহতরাজ প্রমুখ। পুরস্কার তুলে দেন মিনাল রুচাল (আইআরএস), নকশালবাড়ি কলেজের প্রিন্সিপাল সবিতা মিশ্র প্রমুখ।

অলিভিয়া কাপ কিক বক্সিংয়ে সফলদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

৬ পয়েন্টের ব্যবধান, আত্মতুষ্ট নন আর্তেতা

লন্ডন, ৮ ফেব্রুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-১ গোলে জিতেছে লিভারপুলের বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে ৭৪ মিনিটে লিভারপুলের খাতা খোলেন ডমিনিক সোবোসলাই। ৮৪ মিনিটে সমতা ফেরান বার্নার্ডো সিলভা। সংযোজিত সময়ে পেনাল্টি থেকে ম্যান সিটিকে এগিয়ে দেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। এরপরই লাল কার্ড দেখেন সোবোসলাই। এই জয়ের পর সিটি ২৫ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। তাদের সঙ্গে এক নম্বরে থাকা আর্সেনালের ব্যবধান ৬ পয়েন্টের। যদিও আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা তাতে আত্মতুষ্ট নন। বলেছেন, ‘পয়েন্টের ব্যবধান এমন কিছু নয়। অনেক ম্যাচ বাকি। প্রতিটি ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনাল।’ অভিজ্ঞ এই কোচ জানেন, প্রিমিয়ার লিগে এক মুহূর্তের ঢিলেমিই হিসেব ওলটপালট করে দিতে পারে।

জিতল ম্যান সিটি

অন্যদিকে, চেলসির জার্সিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন কোল পামার। উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে দলকে জিতিয়েছেন। পামারের এই পারফরমেন্স নজর এড়ায়নি প্রতিপক্ষদেরও। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ তাঁর প্রশংসা করে মন্তব্য করায় নতুন করে শুরু হয়েছে ট্রান্সফার জল্পনা। যদিও চেলসি শিবির এই গুঞ্জনকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। চেলসি কোচ লিয়াম রোজেনিয়র স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পামার ক্লাবে ভালোই আছেন এবং তাঁকে ছাড়ার কোনও পরিকল্পনা নেই।

কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবল শুরু, জয়ী সূর্যনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তাপসকুমার চক্রবর্তী ও নীতীশ তরফদার ট্রফি কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবল রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি-কে। তারা সেমিফাইনালে উঠল। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ম্যাচের সেরা সূর্যনগরের আদিত্য থাপা। ৮ দলীয় এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়াতে লেজার শো, আতসবাজি প্রদর্শনী ও ডিজে-র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্টেডিয়ামেই লাইভ ম্যাচ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। খেলা শুরুর আগে ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ট্রফি ডোনার সায়ন্তন চক্রবর্তী, শ্যামল তরফদার, পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ। সোমবার খেলবে কলকাতার জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আদিত্য থাপা।

দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের ক্যারমে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

ক্যারমে সেরা সৌম্যজিৎ, শুভম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহযোগিতায় দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের তন্ময় মুখোপাধ্যায় ট্রফি জেলা ক্যারমে ওপেন সিঙ্গলসে সেরা হয়েছেন সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী। রানার্স সঞ্জয় সরকার। তৃতীয় সঞ্জীব রায়। অন্যদিকে, জুনিয়ার বয়েজ সিঙ্গলসে খেতাব জিতেছে শুভম দাস। পৃথ্বী সাহা ও অনিরুদ্ধ লাহিড়ি যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে। ওপেন ডাবলস বিভাগে তৃতীয় হয়েছেন অভিজিৎ সাহা-সুপ্রিয় সেন মজুমদার। পুরস্কার তুলে দেন দাদাভাইয়ের সভাপতি শ্যামল ঘোষ, সচিব বাবুল পালচৌধুরী, সদস্য অচিন্ত্য গুপ্ত, ট্রফি ডোনার তাণ্ডব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আদিত্য থাপা।

মিত্র সম্মিলনীর ক্যারম শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য ডাবলস ক্যারম শুরু হল রবিবার। উদ্বোধনী ম্যাচে নিখিলেশ দে-বিক্রম ছেত্রী ২৯-২৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন অংশুমান ভট্টাচার্য-এস ভট্টাচার্যকে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি প্রদীপ মিত্র, সহ সচিব প্রদীপ দে, আন্তঃ ক্রীড়া সচিব অমলেন্দু রাহা প্রমুখ।

মিত্র সম্মিলনীর ক্যারম শুরুর পর খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

প্রবীণ ক্রীড়ায় সেরা জলপাইগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পানু দত্ত মজুমদার ও হিনা দত্ত মজুমদার ট্রফি উত্তরবঙ্গ ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি। বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত প্রবীণ ক্রীড়ায় তারা ২১৪ পয়েন্ট পেয়েছে। রানার্স শিলিগুড়ির সংগ্রহে ২০০ পয়েন্ট। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ভেটেরান্স প্লেয়ার্সের সচিব স্বপনকুমার দে প্রমুখ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ভেটেরান্স প্লেয়ার্সের সভাপতি প্রদীপ চন্দ। খেলোয়াড়দের শপথ বাক্য পাঠ করান সন্তু চট্টোপাধ্যায়।